বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪

নির্দেশনায়
জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম (গ্রেড-১)
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ড. অনুপম সাহা (যুগ্মসচিব)
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

সম্পাদনা কমিটি
কর্নেল মোহাম্মদ মোবারক হোসেন মজুমদার, পিএসসি, পরিচালক (কারিগরি ও অপারেশন)
জনাব এস এম কামরুজ্জামান, পরিচালক (প্রশাসন)
জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন (উপসচিব), জেনারেল ম্যানেজার (হিসাব)
মেজর মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন)
মেজর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন আজাদ, জেনারেল ম্যানেজার (কারিগরি)
ফাতেমা বেগম, জেনারেল ম্যানেজার (আইসিডব্লিউএস ও প্রশিক্ষণ)
জনাব মোস্তাকিম ভূঞা, জনসংযোগ কর্মকর্তা

প্রকাশক
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

প্রকাশকাল
০৯ অক্টোবর ২০২৪

প্রচ্ছদ
জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমান, প্রশিক্ষক
জনাব হিটলার বল, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

স্বত্ব
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

যোগাযোগ
ফোন নম্বর : ০২-৪১০৫১ ৩৩৭, ০২-৪১০৫১ ৩৪৮
ই-মেইল : chairman@brtc.gov.bd
ওয়েবসাইট : www.brtc.gov.bd
ফেইসবুক : https://www.facebook.com/ BRTC11

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা। ফোন: ০১৯৭১-১১৮২৪৩

মোঃ তাজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

বাণী

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) চতুর্থবারের মতো বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডকে প্রতিফলিত করে, যা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে বিআরটিসির সার্বিক চিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে।

আর্থিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ফলে লোকসানী প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ন্যায় ত্রৈমাসিক বাজেট প্রণয়ন ও ছাড়পত্র প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। পূর্বে যে প্রতিষ্ঠানে শুধু বকেয়া দায়-দেনার পরিমাণ ছিল প্রায় ১০১ কোটি টাকা, সেই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে নিজস্ব আয় থেকে নিয়মিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন পরিশোধের পাশাপাশি প্রায় ৯৩ কোটি টাকা বকেয়া পরিশোধ করেছে। পূর্বে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ঋণ নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সিপিএফ, গ্র্যাচুইটি ও ছুটি নগদায়নের অর্থ, এমনকি বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হতো। বর্তমানে সম্পূর্ণ নিজস্ব আয় হতে নিয়মিতভাবে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর সিপিএফ, গ্র্যাচুইটি ও ছুটি নগদায়নের টাকা পরিশোধ করা হচ্ছে।

২০২১ সালের পূর্বে নতুন গাড়ি আসা সত্ত্বেও বেতন বাবদ ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা মাসে পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি, বর্তমানে পুরাতন গাড়ি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে মাসে প্রায় সাড়ে বারো কোটি টাকা বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে। গত অর্থবছরে সিপিএফ, গ্র্যাচুইটি ও ছুটি নগদায়ন বাবদ ১৬৫৯.৫৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কল্যাণ তহবিল হতে অসুস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রথমবারের মত কর্পোরেশনের নিজস্ব ফান্ড হতে বিআরটিসি পরিচালিত স্কুলের একাডেমিক মান উন্নয়ন এবং ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। পূর্বে DSL (Debt Service Liabilities) বাবদ সরকারি কোষাগারে প্রতি বছর পরিশোধ করা হতো ১২ লক্ষ টাকা, যা বর্তমানে ২ কোটি টাকা পরিশোধ করা হচ্ছে।

অপারেশন কার্যক্রমে নতুন নতুন সেবার সংযোজন বিআরটিসি'কে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। রেমিটেন্স যোদ্ধাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীদের শাটল বাস সার্ভিস, কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদে যাতায়াতের জন্য স্মার্ট স্কুল বাস সার্ভিস, পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও ভ্রমনপিপাসু পর্যটকদের স্বল্প খরচে নিরাপদ ভ্রমণের জন্য পর্যটন বাস সার্ভিস, যাতায়াত ভোগান্তি নিরসনের জন্য বাণিজ্য মেলা শাটল

বাস সার্ভিস, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বাস সার্ভিস, চট্টগ্রাম শিল্পনগরের কর্মরত শ্রমিকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে সীতাকুন্ড মিরসরাই শাটল বাস সার্ভিস, মেট্রোরেল কানেক্টিভিটি সার্ভিস সেবার মাধ্যমে বিআরটিসি আজ সাধারণ মানুষের মণিকোঠায় স্থান লাভ করেছে।

বর্তমানে গৃহীত প্রশাসনিক সংস্কার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক শৃঙ্খলা আনয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গত তিন বছরে বিভিন্ন পদে স্বচ্ছতার সাথে সৎ, দক্ষ ও যোগ্য ১৪১৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি ও চাকরি স্থায়ীকরণসহ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়া পে-ফিক্সেশনের মাধ্যমে বকেয়া বেতন, টাইমস্কেল, উচ্চতর স্কেল নির্ধারণপূর্বক সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরিবহি হালনাগাদ করা হয়েছে। সমন্বিত গ্রেডেশন তালিকা প্রস্তুত করে মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বর্তমানে নিয়মিতভাবে পদোন্নতি প্রদান ও চাকরি স্থায়ীকরণ করা হচ্ছে।

বিদেশ থেকে চেসিস আমদানি করে নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজস্ব কারিগর দ্বারা বাস তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিআরটিসি'র কারিগরি বিভাগ কর্তৃক যানবাহন মেরামত কার্যক্রমে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পূর্বে অন-রুট বাসের সংখ্যা ছিল ৮৮৫ টি বর্তমানে অন-রুট বাসের সংখ্যা ১১২৩টি। বর্তমান সময়ে প্রায় ৪০০ টি বাসকে মেরামতপূর্বক সচল করে বিআরটিসি'র বহরে যুক্ত করে অন-রুট করা হয়েছে। অন-রুট বাস ৫০ শতাংশ হতে বর্তমানে ৯৩ শতাংশে উন্নীত হওয়ায় প্রতি মাসে বিআরটিসির রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া গাজীপুরস্থ সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা ২০২১ সালে পুনরায় চালু করে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ডিপো ও ওয়ার্কশপগুলো আধুনিকায়ন করে দক্ষ জনবল নিয়োজিত করায় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।বর্তমানে গাড়িগুলোর মেরামত কাজে আধুনিক এবং মানসম্মত যন্ত্রাংশ সংযোজিত হওয়ায় গাড়িগুলোর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। বিআরটিসি বর্তমানে নিজস্ব কারখানায় গাড়ি এ্যাসেম্বল করতে সক্ষম।

বর্তমানে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ২৭টি। প্রতিটি প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট/সেন্টারে ইয়ার্ড নির্মাণ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্মার্ট অভ্যর্থনা কক্ষ ও ক্লাশরুম (ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড, আধুনিক গাড়ির কাট-সেকশন মডেল, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি, কম্পিউটার সরঞ্জামাদি, সিমুলেটর মেশিন, সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি) নির্মাণ করা হয়েছে। মানসম্পন্ন পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্রেনিং কার ও মোটর সাইকেল সংযোজন করার ফলে গুণগত ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। নারী প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাচ্ছন্দে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে নারী প্রশিক্ষক।

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিআরটিসি পরিবহন জগতে এক অনন্য উদাহরণ তৈরি করেছে। প্রতিটি বাস ও ট্রাকে ভ্যাহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত যানবাহনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া ওয়াইফাই সুবিধা, ই-টিকেটিং, ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট ও 'আমাদের বিআরটিসি' অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবহন সেবাকে আরো আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় উন্নত পরিবহন সেবা প্রদানের অংশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া হতে ৩৪০টি অত্যাধুনিক এসি বাস ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং অচিরেই উক্ত বাসসমূহ বিআরটিসি'র বহরে যুক্ত হবে। জনসাধারণের আস্থা অর্জন করে সকল বাধা বিপত্তি কাটিয়ে বিআরটিসি অনেক দূর এগিয়েছে, আরো বহু দূর এগিয়ে যেতে হবে।

পরিশেষে, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ তাজুল ইসলাম

বিআরটিসি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ

জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

ড. অনুপম সাহা
(যুগ্মসচিব)
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

কর্নেল মোহাম্মদ মোবারক হোসেন মজুমদার, পিএসসি
পরিচালক (কারিগরি ও অপারেশন)

জনাব এস এম কামরুজ্জামান
পরিচালক (প্রশাসন)

জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন
(উপসচিব)
জেনারেল ম্যানেজার (হিসাব)

মেজর মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন
জেনারেল ম্যানেজার
(প্রশাসন, পার্সোঃ ও অপারেশন)

মেজর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন আজাদ
জেনারেল ম্যানেজার (কারিগরি)

ফাতেমা বেগম
জেনারেল ম্যানেজার
(আইসিডব্লিউএস ও প্রশিক্ষণ)

ispat
স্মার্ট স্কুল বাস
ASHOK LEYLAND

সূচিপত্র

৮	পটভূমি, রূপ পটভূমি, রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য
৯	বিআরটিসি'র কার্যাবলি
১০	বিআরটিসি কর্মকর্তাদের নামের তালিকা
১২	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরটিসি'র কার্যক্রম
১৫	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অগ্রগতি
১৮	প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য
২৮	ইউনিট ভিত্তিক তথ্য
৯৭	বিআরটিসি'র সেবাসমূহ
১০২	প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিআরটিসি
১১৫	আলোকচিত্রে বিআরটিসি
১২০	বিআরটিসি'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

পটভূমি, রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

পটভূমি

দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন ১৯৬১ সালে যাত্রা শুরু করে। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই যাত্রী সেবা, পণ্য পরিবহন, দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। বিআরটিসি সড়ক পথে সাশ্রয়ী মূল্যে বাস-ট্রাক পরিচালনার মাধ্যমে নিরাপদ যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহনের পাশাপাশি সংস্থাটির প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠী হতে দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরীর মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনশক্তি রূপান্তরে অনন্য ভূমিকা রাখছে।

রূপকল্প

নিরাপদ ও আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য

- যাত্রী পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- বিআরটিসি বহরে আধুনিক যানবাহন সংযোজন করা।
- পরিবহন খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

বিআরটিসি'র কার্যাবলি

- যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করা
- আন্তরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী যানবাহন মেরামত কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা করা
- দেশে ও বিদেশে যাত্রী ও পণ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস ও ট্রাক সংগ্রহ করা
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যেকোনো স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও দখলে রাখা বা ব্যবহার বা হস্তান্তর করা
- পরিবহন সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে টার্মিনাল, ডিপো, যাত্রী ছাউনি বা অন্য কোনো সুবিধা সৃষ্টি করা
- আন্তরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক যাত্রী ও পণ্য সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিদেশে কার্যালয় বা টার্মিনাল, ডিপো, যাত্রী ছাউনি বা অন্য কোনো সুবিধা সৃষ্টি করা
- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা লাভজনক নয় এরূপ বাস বা ট্রাক দীর্ঘ মেয়াদে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে ইজারায় পরিচালনা করা
- সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে প্রয়োজনে অস্থায়ীভাবে ইজারায় যাত্রীবাহী বাস বা পণ্যবাহী ট্রাক পরিচালনা করা
- কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা করা
- বিশেষ পরিস্থিতি যেমন- হরতাল, পরিবহন ধর্মঘট, জরুরি অবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজন, বিশ্ব ইজতেমা, মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ এবং অনুরূপ কোনো পরিস্থিতিতে বিশেষ সড়ক পরিবহন সেবা প্রদান করা
- কর্পোরেশনের গাড়ি, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, প্লান্ট, সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত, ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা
- কর্পোরেশনের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করা
- কর্পোরেশনের কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় যেকোনো ধরণের মালামাল মজুদ করা এবং
- সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যেকোনো কার্য সম্পাদন করা।

বিআরটিসি কর্মকর্তাদের নামের তালিকা

প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের নামের তালিকা

ক্রম	নাম	পদবি	ইন্টাকম	ফোন নম্বর	মোবাইল নম্বর
১	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব)	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি	২০১	৪১০৫১৩৩৭ ৪১০৫১৩৪৮	০১৩২৪-২৯৩৯০০ ০১৭১১-১১৩৬৯৪
২	জনাব ড. অনুপম সাহা (যুগ্মসচিব)	পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৩০১	৪১০৫১৩৩৩	০১৭৩৩-৯৩৭৩৭৩ ০১৮৪৭-২৩৭৫৭৩
৩	কর্নেল মোবারক হোসেন মজুমদার, পিএসসি	পরিচালক (কারিগরি ও অপারেশন)	৫০১	৪১০৫১৩৩৬	০১৩২৪-২৯৩৯০৩ ০১৮৫৬-৩২৫৫৮৫ ০১৭১৪-০৮৩০০৪
৪	জনাব এস. এম. কামরুজ্জামান	পরিচালক (প্রশাসন)	৩০৩	৪১০৫১৩৪১	০১৭৭০০৮৮৫৭৪
৫	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন (উপসচিব)	জিএম (হিসাব)	৫১০	৪১০৫১৩৩৫	০১৭১১-০৩৮৮৮৩
৬	মেজর মোঃ নিজাম উদ্দিন	জিএম (প্রশাসন, পার্সো. ও অপারেশন)	৩০৭	৪১০৫১৩৪৬	০১৩২৪-২৯৩৯০৭ ০১৭১৬-৪৪৫৫৭৪
৭	মেজর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন আজাদ	জিএম (কারিগরি)	৮০৫	৪১০৫১৩৩৮	০১৩২৪-২৯৩৯০৬ ০১৭৬৯-০০৬২৪৬
৮	প্রকৌশলী ফাতেমা বেগম	জিএম প্রশিক্ষণ (অতিঃ দায়িত্ব)	৬১৫	২২৪৪২৩০৭১	০১৭১১-৩৯৫৭৫৬
৯	জনাব শুকদেব ঢালী	ডিজিএম, রক্ষণাবেক্ষণ (দায়িত্বে অপা:)	৬০১	৪১০৫১৩৪০	০১৭১১-০৪১৩০৫
১০	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান বাবু	ডিজিএম (পিএন্ডএস) অপারেশন (অতিঃ দায়িত্ব)	৩০৪		০১৯১৯-৪৬৫২৬৬
১১	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান দেওয়ান	ডিজিএম (অডিট)	৮০৮	৪১০৫০৬২৭	০১৭১৫-৯৪০৫৫৮
১২	জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	ডিজিএম (প্ল্যানিং)	৮০০	৪১০৫০৬২৬	০১৭১২-৫২৮৭৬৬
১৩	জনাব মোঃ গোলাম ফারুক	ডিজিএম (এস্টেট)	৭০৮	৪১০৫০৬২৮	০১৭৩৪-১৫৫৩২৪
১৪	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	ডিজিএম (ওয়ার্কস)	৭০০	৪১০৫১৩৩৯	০১৭১২-১৬৯৭৫০

ইউনিট প্রধানগণের নামের তালিকা

ক্রম	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ডিপো/ইউনিট	ফোন নম্বর	মোবাইল নম্বর
১	প্রকৌশলী ফাতেমা বেগম	জিএম (আইসিডব্লিউএস)	আইসিডব্লিউএস, গাজীপুর	০২-২২৪৪২৩০৭১	০১৭১১-৩৯৫৭৫৬
২	জনাব মোঃ আশরাফুল আলম	ডিজিএম (ঢাকা ট্রাক)	ঢাকা ট্রাক ডিপো	২২৩৩১৪১৯৮	০১৭১৪-২৯৩৯২০
৩	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান বাবু	ডিজিএম (পিএন্ডএস)	যাত্রাবাড়ী বাস ডিপো	০২-৪৮১১৭৮৭০	০১৯১৯-৪৬৫২৬৬

ক্রম	কর্মকর্তার নাম	পদবি	ডিপো/ইউনিট	ফোন নম্বর	মোবাইল নম্বর
৪	জনাব মুহাম্মদ মসিউজ্জামান	ম্যানেজার (ট্রেনিং)	প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	৯২৬২৫০৭	০১৬১৯-৪৫৭২৪৫
৫	জনাব মোঃ শাহীন আলম	ইউনিট প্রধান	প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও	০২৪৮১১৩২১৫	০১৭৪০-০৯৮৮৮৮
৬	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম	ইউনিট প্রধান	সিডব্লিউএস, তেজগাঁও	০২-৪৮১১৭৮৭০	০১৭১২-২২৪০৩৮
৭	জনাব মোঃ মাসুদ তালুকদার	ম্যানেজার (অপাঃ)	নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো	৭৬৪৬৯১৫	০১৭১১-৩৯১৫১৪
৮	জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন	ম্যানেজার (অপাঃ)	জোয়ারসাহারা বাস ডিপো	০২-৮৯০০০৩৩	০১৭১৪-২৪০৬৫৩
৯	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	ম্যানেজার (অপাঃ)	মিরপুর বাস ডিপো ও ট্রেনিং সেন্টার	০২-২২৬৬২৩১৬৪	০১৭৪০-০৯৮৮৮৮
১০	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন	ম্যানেজার (অপাঃ)	মতিঝিল বাস ডিপো	৯৩৩৩৮০৩	০১৭১১-৭০৮০৮৯
১১	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন ছিদ্দিকী	ম্যানেজার (অপাঃ)	গাবতলী বাস ডিপো	-	০১৭১৭-৭৬৩৮২০
১২	প্রকৌশলী দীপন চাকমা	ম্যানেজার (অপাঃ)	মোহাম্মপুর বাস ডিপো	০২-২২৩৩২৯০২৯	০১৭১০-৮১৫৮৫৬
১৩	জনাব মোঃ শাহরিয়াল বুলবুল	ম্যানেজার (অপাঃ)	কল্যাণপুর বাস ডিপো	০২-৪৮০৩১৯০৬	০১৭১৫-৬৫২৬৮৩
১৪	জনাব মোঃ জুলফিকার আলী	ম্যানেজার (অপাঃ)	চট্টগ্রাম বাস ডিপো	০৩১-৬৮৩৪২৩	০১৭৯৮-১৩১৩১৩
১৫	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	ম্যানেজার (অপাঃ)	চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপো	০৩১-৬৮৪০৫৮	০১৭১৬-৬৮৪১৪৪
১৬	জনাব মোঃ জামিল হোসেন	ম্যানেজার (অপাঃ)	বরিশাল বাস ডিপো	০৪৩১-৬৩৭৯৩	০১৭১১-৯৯৮৬৪২
১৭	জনাব আরিফুর রহমান তুষার	ম্যানেজার (অপাঃ)	সোনাপুর বাস ডিপো	০৩২১-৭১৪১৩	০১৭৩৭-৭০০৮৮২
১৮	জনাব মোঃ সালাউদ্দীন রুমী	ম্যানেজার (অপাঃ)	পাবনা বাস ডিপো	০৭৩১-৬৪৭৬৮	০১৭১৫-১০৩৪২৪
১৯	জনাব নীহার রঞ্জন মজুমদার	ম্যানেজার (অপাঃ)	টুঙ্গিপাড়া বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	০২-৪৭৮৮৫৬৩৩৩	০১৭৭৬-৬২০২৩২
২০	জনাব মোঃ আব্দুল কাদের জিলানী	ম্যানেজার (অপাঃ)	কুমিল্লা বাস ডিপো	০৮১-৬১৯৮৮	০১৭৩৬-৯৮৪৯৩৫
২১	জনাব মোঃ রাকিবুল হাসান শুভ	ম্যানেজার (অপাঃ)	গাজীপুর বাস ডিপো	২২৪৪২৩০৯১	০১৯৬৪-৩৭৭৯৭৫
২২	জনাব ওমর ফারুক মেহেদী	ম্যানেজার (অপাঃ)	খুলনা বাস ডিপো	০৪১-৭৮৬১৪৩	০১৯১৬-৭২১০৪৪
২৩	জনাব মোঃ জান্নাতুল ফেরদৌস	ম্যানেজার (অপাঃ)	নরসিংদী বাস ডিপো	০২-২২৪৪৫২৭৭৫	০১৯১২-৭৭০৪৬৪
২৪	জনাব মোঃ রোকনুজ্জামান	ম্যানেজার (অপাঃ)	সিলেট বাস ডিপো	৯৯৬৬৪৩২৯	০১৭১৯-৪০৯৪০৮
২৫	জনাব মোঃ জুলফিকার আলী	ম্যানেজার (অপাঃ)	রংপুর বাস ডিপো	০২-৫৮৯৯৬৭৮৫২	০১৭১২-৩৮২১৪৪
২৬	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	ম্যানেজার (অপাঃ)	ময়মনসিংহ বাস ডিপো	-	০১৭৫৮-৮৮০০১১
২৭	জনাব মোঃ শাহিনুল ইসলাম	ম্যানেজার (অপাঃ)	বগুড়া বাস ডিপো	০৫১-৬৬১৪৫	০১৮৭৮-২৭১৮৩৪
২৮	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	ম্যানেজার (অপাঃ)	দিনাজপুর বাস বাস	০২-৫৮৯৯২৪২৬৭	০১৫৫২-৪৪২৫৬৬
২৯	মোঃ নায়েব আলী	ইউনিট প্রধান	উথুলি ট্রেনিং সেন্টার	০২-৯৯৬৬১৬০১০	০১৭১২-২৮১১২১
৩০	জনাব মোঃ জুলফিকার আলী	ইউনিট প্রধান	রংপুর ট্রেনিং সেন্টার	০২-৫৮৮৮১০৭৯৩	০১৭১২-৩৮২১৪৪
৩১	জনাব মোঃ হাসিবুর রহমান	ইউনিট প্রধান	সিরাজগঞ্জ ট্রেনিং সেন্টার	০২-৫৮৮৮৩০৪৮০	০১৭৭৫-০১৫৩৭৯
৩২	জনাব ব্যাসদেব সরকার	ইউনিট প্রধান	ঝিনাইদহ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও যশোর ট্রেনিং সেন্টার	০২-৪৭৭৭৬২১৪১	০১৭৩২-৩৪৩৭৭১
৩৩	মোঃ জাফর আহমেদ	ইউনিট প্রধান	কক্সবাজার বাস ডিপো	০১৭৭৭-৩৯৭৮৪৩	০১৭৭৭-৮০৪৪১২

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরটিসি'র কার্যক্রম

রাজস্ব

বিআরটিসি'র বাস/ট্রাক অপারেশন এবং অন্যান্য খাত থেকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৫৯,৪৩০.৫৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও পরিচালনা বাবদ ৫৬,৯২৫.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরটিসি'র নীট আয় হয়েছে ২,৫০৪.৬৫ লক্ষ টাকা।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বিআরটিসি উপর অর্পিত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা সুষ্ঠুভাবে অর্জনের জন্য ১৫ মে ২০২৩ খ্রি: তারিখে বিআরটিসি'র সকল ডিপো, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, প্রশিক্ষণ সেন্টার ও মেরামত কারখানার ইউনিট প্রধানদের সাথে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি'র সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এপিএতে কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে সর্বমোট নম্বর ১০০।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মোট নম্বর ৭০ যা নিম্নরূপ:

ক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	২০২৩-২০২৪	
				লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	যাত্রী পরিবহনের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব	টাকা (কোটি)	১০	৩০০	৩৭৪.২০
২	পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব	টাকা (কোটি)	১০	১৩০	১৭৬.৪৫
৩	আন্তর্জাতিক রুটে অর্জিত রাজস্ব	টাকা (কোটি)	৫	১.৮০	৩.০০
৪	নিয়োগকৃত জনবল	সংখ্যা	৪	২০০	৩০৫
৫	নিরীক্ষাকৃত ডিপো/ইউনিট	সংখ্যা	৪	২৭	২৮
৬	মনিটরিং টিমের ভিজিট	সংখ্যা	৪	১৫	১৬
৭	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য লার্নিং সেশন	সংখ্যা	৬	৮	৮
৮	মেরাতমকৃত অবাণিজ্যিক গাড়ি	সমষ্টি	৭	৪,৫৫০	৪,৫৬০
৯	মেরামতকৃত বাণিজ্যিক গাড়ি (ভারী)	সমষ্টি	৭	৩৫	৫২
১০	ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদত্ত জনবল	সমষ্টি	১৩	১৪,০০০	১৪,০১০

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৫টি সংযোজনীর জন্য মোট নম্বর ৩০। যা নিম্নরূপঃ

নং	বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত নম্বর
১	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা (এন আই এস)	১০	১০
২.	ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা	১০	১০
৩	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (জিআরএস)	৪	৪
৪.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)	৩	৩
৫.	তথ্য অধিকার (আর টি আই)	৩	৩

মানবসম্পদ উন্নয়ন

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিআরটিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দিয়ে বিআরটিসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরো গতিশীল হয়েছে এবং আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিআরটিসি'র বর্তমান অনুমোদিত মোট পদসংখ্যা ৫৮৯৩টি। তন্মধ্যে ২৪৬১টি শূন্য পদের বিপরীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে ১৫ জন, প্রশিক্ষক পদে ০৬ জন, কারিগর-সি (ট্রেড) পদে ১২ জন, কারিগর-সি (সাধারণ) পদে ১৫ জন, সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা পদে ০২ জন, পূর্ত সহকারী (সিভিল) পদে ০১ জন, প্লাম্বার পদে ০২ জন, পরিচ্ছন্নতাকর্মী (ঝাড়ুদার) পদে ১৩ জন, সহকারী পরিযান কর্মকর্তা পদে ০৩ জন, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা পদে ০১ জন, ভান্ডার রক্ষক পদে ০৩ জন, সহকারী নেজারত কর্মকর্তা পদে ০১ জন, কল্যাণ কর্মকর্তা পদে ০১, ক্যাশ সহকারী পদে ০৩ জন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে ০৮ জন, পূর্ত সহকারী (সিভিল) পদে ০১ জন, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে ০৪ জন, সহকারী ব্যবস্থাপক পদে ০১ জন, হোস্টেল তত্ত্বাবধায়ক পদে ০১ জন, লিফট অপারেটর পদে ০১ জন, হিসাব সহকারী গ্রেড-২ পদে ২১ জন, অপারেটর (চালক) গ্রেড-সি পদে ১৮৩ জন, জনসংযোগ কর্মকর্তা পদে ০১ জন, নিরাপত্তা কর্মকর্তা পদে ০১ জন, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে ০১ জন, সহকারী ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা পদে ০১ জন, উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে ০১ জন, সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা পদে ০১ জনসহ সর্বমোট ৩০৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

ইনহাউজ ট্রেনিং

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বছরে ন্যূনতম ৬০ ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। শুদ্ধাচার, এপিএ, তথ্য অধিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, জিআরএস, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। হিসাব বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আর্থিক শৃঙ্খলা ও বিধি-বিধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ, নব-নিয়োগপ্রাপ্ত কম্পিউটার অপারেটরদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স, ডিপো ইউনিটের অফিস এ্যাডমিনদের ওয়েবসাইট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, দুই দিনব্যাপী মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা এবং এপিএ এমএস সফটওয়্যার ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ১৭৬৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরটিসি'র নিম্নোক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়

- **প্রধান কার্যালয়ের ২য় গ্রেড হতে ০৯ম গ্রেড পর্যন্ত :**
  ক) ড. অনুপম সাহা, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)।
  খ) জনাব সঞ্জয় কুমার বালা, ম্যানেজার (অপারেশন)।
- **আওতাধীন বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধানদের মধ্য হতে**
  জনাব মো: শাহীনুল ইসলাম, বগুড়া বাস ডিপো।
- **প্রধান কার্যালয়ের ১০ম গ্রেড হতে ১৬তম গ্রেড পর্যন্ত :**
  জনাব, মো: সাইফুল ইসলাম, কারিগর গ্রেড-এ (সাধারণ)।
- **প্রধান কার্যালয়ের ১৭তম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত :**
  জনাব আয়শা খাতুন, পরিচ্ছন্নতা কর্মী।

বিআরটিসি'র পরিচালনা পর্ষদের সভায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরটিসি'র পরিচালনা পর্ষদ সভায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

- আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রত্যেক ডিপো/ইউনিট, প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ত্রৈমাসিক অর্থ ছাড়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত
- পিপিআর অনুসরণপূর্বক বিআরটিসি পাবলিক স্কুল ভবনটি সংস্কার ও আধুনিকায়নের জন্য ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত প্রদান
- বিআরটিসি বাস সার্ভিস পরিচালনার জন্য চুক্তিভিত্তিক কোচ টিকেট বিক্রয় এজেন্ট নিয়োগ ও সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- বিআরটিসি ফুটবল কমিটি গঠন, টিম ও ক্লাব গঠন, ক্লাব পরিচালনা এবং বিভিন্ন ফুটবল লীগে অংশগ্রহণে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
- বিআরটিসি ঢাকা ট্রাক ডিপো, তেজগাঁও এর মসজিদে সংস্কার/নির্মাণে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ও বিভিন্ন ডিপো/ইউনিটের মসজিদ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মোট ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অনুদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
- দীর্ঘমেয়াদী ইজারায় বরাদ্দকৃত যেসকল বাসের ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, সেসকল বাস বিআরটিসি'র নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ বিভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- আর্টিকুলেটেড বাসগুলো চলাচলের জন্য উপযুক্ত রুট অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত গৃহীত
- আইসিডব্লিউএস-এর টায়ার রিট্রেডিং প্লান্ট চালু করার বিষয়ে কারিগরি পরামর্শক হিসেবে নাজ ট্রেডিং কোম্পানী লি. এর সাথে একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত গৃহীত
- বিআরটিসির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় টায়ার রিট্রেডিং প্লান্ট চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত
- কক্সবাজার, পটুয়াখালী (কুয়াকাটা), ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং ঢাকার (দোহার)-এ বিআরটিসি বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক অনুমোদন চেয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কেন্দ্রের জন্য চাহিদা মোতাবেক "স্কুটি/মোটর সাইকেল" ক্রয়
- মানসম্মত ডিজাইন ও টেকসই মানের ইঞ্জিনসহ চেসিস টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে
- পর্যায়ক্রমে সকল ডিপোতে আবাসন সুবিধার জন্য ডরমিটরি/বাংলো স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত
- কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকার পরিবর্তে ২০০/- (দুইশত) টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং নভেম্বর ২০২৩ হতে কার্যকর হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত
- পিপিআর অনুসরণপূর্বক প্রশিক্ষণের জন্য স্বল্পমূল্যে মানসম্মত পুরাতন গাড়ি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত
- কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা এবং কুমিল্লা বাস ডিপোতে রক্ষিত মোট ২৪টি অচল গাড়ি অকেজো ঘোষণাসহ নিলামে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত
- কারিগরদেরকে অধিকাল ভাতা প্রদানের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত
- প্রধান কার্যালয়ের ট্রান্সপোর্টপুল শাখায় ও ডিপো/ইউনিট প্রধানগণের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত গাড়ি-চালকদের অধিকাল ভাতা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত
- কর্পোরেশনের বাবুর্চি, লিফট অপারেটর ও জেনারেটর অপারেটরদেরকে অধিকাল ভাতা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অগ্রগতি

বর্তমান চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিআরটিসি'র ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত এবং সঠিক দিক-নির্দেশনায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

১. প্রধান কার্যালয়সহ ডিপো/ইউনিটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা নিজস্ব আয় হতে প্রতি মাসের প্রথম কার্যদিবসে পরিশোধ করা হচ্ছে।

২. ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২৮টি ক্যাটাগরিতে ৩০৪ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়।

৩. ১৩টি পদে ৩৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান।

৪. ১৮২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণ।

৫. সিপিফান্ড, গ্র্যাচুইটি এবং ছুটি নগদায়ন বাবদ ৪৫৮ জনকে (২১০ জনকে সম্পূর্ণ এবং ২৪৮ জনকে আংশিক) সর্বমোট ১৬৫৯.৫৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

৬. "শিক্ষা সহায়তা তহবিল নির্দেশিকা-২০২১" পর্ষদ কর্তৃক এবং "বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন কর্মচারী কল্যাণ তহবিল (সংশোধিত) নীতিমালা-২০২২" মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে। কল্যাণ তহবিল ও শিক্ষা সহায়তা তহবিল খাতে ২৪৫ জনকে মোট ৫৯.৩২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৭. ২০১০ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত অনাদায়ী রাজস্বের পরিমাণ ছিলো ১১.৮৭ কোটি টাকা। বর্তমান চেয়ারম্যান এর দায়িত্বকালীন সময় অর্থাৎ ২০২১ সাল হতে অদ্যাবধি কোন রাজস্ব অজমা নেই।

৮. বিআরটিসি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ১৪,০১০ জন, BRTC-SEIP প্রকল্পের আওতায় ৮,০৭৫ জন এবং অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় ৭,৬৩৫ জন সহ মোট ২২,০৮৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ৩৪০টি সিএনজি চালিত এসি বাস সংগ্রহ প্রকল্প অনুমোদন।

১০. মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪৮টি ইউনিট ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের মাধ্যমে মোট অনুমোদিত ইউনিট সংখ্যা ৫৩ তে উন্নীতকরণ।

১১. এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে 'বিআরটিসি শাটল বাস সার্ভিস' চালু।

১২. আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং র‍্যাম্প নির্মাণের ফলে মেরামত কারখানাগুলোর স্বক্ষমতা বৃদ্ধি।

১৩. চট্টগ্রামে বিআরটিসি'র উদ্যোগে 'বিআরটিসি'র স্মার্ট স্কুল বাস' সেবা চালু করা হয়েছে।

১৪. পর্যটকদের ভ্রমণ আনন্দময় করার জন্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে বিআরটিসি চালু করেছে 'পর্যটক/ট্যুরিস্ট বাস সার্ভিস'।

১৫. বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাকে ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন সিস্টেম (ইটিসি)'র জন্য ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

১৬. বিআরটিসি'র সকল ইউনিটসমূহে কর্মরত কারিগরদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৭. মেরামত ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গাড়ির নম্বর অনুসারে মেরামত বাজেট প্রদান এবং যথাযথ ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে।

১৮. প্রত্যেক ডিপো/ইউনিটে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংযোজনের মাধ্যমে ডিপোভিত্তিক ভারী মেরামতের কার্যক্রম চলমান।

১৯. ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১১২টি গাড়ী নিলামে বিক্রয় করা হয়েছে।

২০. বর্তমানে কারিগর নিয়োগ দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষ করে তোলা।

২১. বর্তমানে ১৯১টি এসি বাসে Unlimited Wifi সুবিধা চালু।

২২. প্রত্যেক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কেন্দ্রে প্রসস্থ ইয়ার্ড নির্মাণ, ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড সংযোজন।

২৩. সকল ডিপো/ইউনিটে প্রশাসনিক ভবন, প্রধান ফটক, মসজিদ, র‍্যাম্প এবং ইয়ার্ডের সংস্কার ও নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

২৪. আধুনিক ট্রেনিং কার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণিকক্ষ, সিমুলেটর সংযোজনের মাধ্যমে স্মার্ট ও আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান।

২৫. প্রথমবারের মত পূর্বের "কিলোমিটার প্রতি মেরামত ব্যয়" পদ্ধতির পরিবর্তে চাহিদা ভিত্তিক মেরামত ব্যয় (Need Based) পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে মেরামত ব্যয় কমানো সম্ভব হয়েছে।

২৬. যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে নতুন মাত্রা আনয়নের লক্ষ্যে অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভর্তি এবং আধুনিক প্রশিক্ষণের জন্য সিমুলেটর সংযোজন।

২৭. বর্তমানে প্রত্যেক ডিপো/ইউনিটে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে এবং সার্বক্ষণিক প্রধান কার্যালয় হতে মনিটরিং করা।

২৮. চেয়ারম্যান বিআরটিসি-এর আন্তরিকতায় ও দিক নির্দেশনায় কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয় ও সেবা কার্যক্রম অব্যাহত।

২৯. সকল ইউনিটে টাইম বাউন্ড পদ্ধতিতে মেরামত যোগ্য যানবাহন মেরামতের কাজ সম্পন্ন করে চলমান বাস বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত।

৩০. যাত্রী সেবা প্রদানের জন্য প্রথমবারের মত "আমাদের বিআরটিসি" নামক এ্যাপ চালু করা হয়েছে। এই এ্যাপ এর মাধ্যমে জনসাধারণ/সেবাগ্রহণকারী মোবাইল ও ওয়েব ব্রাউজিং এর মাধ্যমে বাসের রুট, সঠিক সময় ও অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে।

৩১. যুগোপযোগী ও বহুমুখী সিদ্ধান্তের ফলে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে ০৪টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ২৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিআরটিসি ড্রাইভিং ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৩২. বিআরটিসি'র সকল ডিপো/ইউনিট'কে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। ফলে নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি প্রধান কার্যালয় হতে ডিপো হালকা মেরামত, ভারী মেরামত ও নিরাপত্তাসহ সকল কার্যক্রম অন-লাইন এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ।

৩৩. ডিপো/ইউনিটের অফিস এ্যাডমিনদের ওয়েবসাইট পরিচালনা ও এপিএএমএস সফটওয়্যার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩৪. Bus Rapid Transit (BRT)'কে বিআরটিসি কর্তৃক অপারেটর সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটি'র সাথে MoU স্বাক্ষর সম্পাদন।

৩৫. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন ডাম্প ট্রাক ও ভারী যানবাহন মেরামতের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে বিআরটিসি'র MoU স্বাক্ষর সম্পাদন।

৩৬. কর্পোরেশনের চালক, কন্ডাক্টর, কারিগর ও নিরাপত্ত প্রহরীদের নতুন পোশাক (ইউনিফর্ম) প্রদান।

৩৭. দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ।

৩৮. কক্সবাজার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন।

৩৯. বিআরটিসি কল্যাণপুর বাস ডিপোর প্রশিক্ষণ সেন্টার চালু।

৪০. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন পাবলিক স্কুল মেরামত ও সংস্কার নিমিত্তে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান।

৪১. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন পাবলিক স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য ২৫,০০০ টাকা সহ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রায় ৮০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান।

বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে নিয়োগপ্রাপ্ত অপারেটরগণ

বিআরটিসি ভবন, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা

প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য

১৯৬১ সালে বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বাধীনতার পর সংস্থাটি পুনরায় যাত্রা শুরু করে। দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাটি নিরাপদ ও সাশ্রয়ী মূল্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করে আসছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে বর্তমানে বাস্তব ও চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রধান কার্যালয়

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর প্রধান কার্যালয় ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ২১, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ এ অবস্থিত। সারাদেশে অপারেশনাল কার্যক্রম ২৩টি বাস ডিপো এবং ০২টি ট্রাক ডিপো, ০২টি মেরামত কারখানা, ০৪টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ২৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সকল ডিপো/ইউনিটের সার্বক্ষণিক তদারকি, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়ের ৫ (পাঁচ) টি বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। বিভাগসমূহ যথাক্রমেঃ ১) প্রশাসন, ২) অপারেশন, ৩) হিসাব ও অর্থ ৪) কারিগরি এবং ৫) প্রশিক্ষণ বিভাগ। বিভাগসমূহের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

প্রশাসন বিভাগ

একটি প্রতিষ্ঠানের স্নায়ু কেন্দ্র হচ্ছে তার প্রশাসন বিভাগ। প্রশাসন বিভাগ ধারাবাহিকভাবে শূন্য পদে নিয়োগ, পদোন্নতি প্রদান, বদলী, স্থায়ীকরণ, জনবলের সুষম বন্টন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, আন্তঃবিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনসহ ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন, শৃঙ্খলা বিধান ও যেকোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এ বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুসারে প্রতিবেদন দেয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো প্রশাসন বিভাগ হতে হয়ে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির যাবতীয় কার্যক্রম তদারকি ও বাস্তবায়ন প্রশাসন বিভাগ হতে হয়ে থাকে। প্রশাসন বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয়।

অপারেশন বিভাগ

কর্পোরেশনের সকল বাস ও ট্রাক ডিপোর সার্বিক কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়ের অপারেশন বিভাগের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তদারকি, পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করা হয়। এ বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে সাশ্রয়ী মূল্যে বাস-ট্রাক পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা নিশ্চিত করা। সারা দেশে ২৩টি বাস ডিপোর মাধ্যমে ২১৩টি আন্তঃজেলা রুটে যাত্রী পরিবহন করা হচ্ছে। পণ্য পরিবহনের জন্য ২টি ট্রাক ডিপো ও ৮টি বুকিং অফিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্য পরিবহন সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে সেবার মান নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পণ্য পরিবহনে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য ট্রাক ডিপোসমূহকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাস ও ট্রাকের তথ্য (জুন ২০২৩)

বাস বহর

মোট বাস	সচল	অনরুট
১,৩৫০	১,১৬৮	১,১২৩

ট্রাক বহর

মোট ট্রাক	সচল	অনরুট
৫০৫	৫০৩	৫০৩

হিসাব ও অর্থ বিভাগ

একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা যত শক্তিশালী হবে, তার সক্ষমতা ততই বৃদ্ধি পাবে। এ উপলব্ধি থেকে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান চেয়ারম্যান যোগদানের পর হতেই নুয়ে পড়া ক্ষয়িষ্ণু এ প্রতিষ্ঠানের "আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন এবং যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন" স্লোগানকে ধারণ করে হিসাব ও অর্থ বিভাগকে গতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বিআরটিসি বর্তমানে নিজস্ব আয় দ্বারা সকল ব্যয় নির্বাহ করছে। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদি বাজেট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচন নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ অডিটের মাধ্যমে প্রত্যেক ডিপো/ইউনিটে নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। বাজেট ব্যবস্থাপনায় ইউনিটসমূহকে প্রত্যেক মাসে খাতওয়ারী বাজেট প্রদান করা হয়। এর ফলে আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরটিসির রাজস্ব আয় ৫৯,৪৩০.৫৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৫৬,৯২৫.৮৯ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নীট আয় ২,৫০৪.৬৫ লক্ষ টাকা।

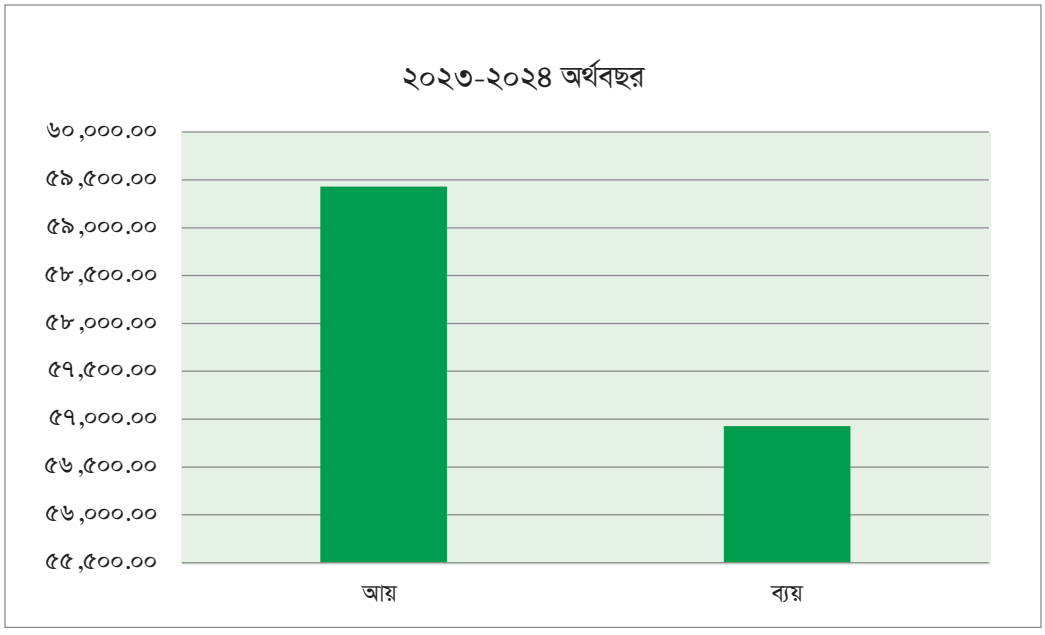

আয়-ব্যয়ের চিত্র

অবসরকালীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধ

বর্তমানে বিআরটিসির নিজস্ব আয় হতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সিপিএফ/গ্র্যাচুইটি ও ছুটি নগদায়নের অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। পূর্বে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত ঋণ নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সিপিএফ/গ্র্যাচুইটি ও ছুটি নগদায়নের অর্থ পরিশোধ করা হতো। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৯৪ জনকে সম্পূর্ণভাবে এবং ৬১ জনকে আংশিক ভাবে সিপিএফ এর টাকা পরিশোধ করা হয়। এত ব্যয় হয় ৭০০.৪৩ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সিপিএফ গ্র্যাচুইটি এবং ছুটিনগদায়ন বাবদ সর্বমোট ১৬৫৯.৫৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়।

সিপিএফ, গ্র্যাচুইটি এবং ছুটি নগদায়ন

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সিপিএফ			গ্র্যাচুইটি			ছুটি নগদায়ন		
২০২৩-২০২৪	সম্পূর্ণ	আংশিক	টাকা	সম্পূর্ণ	আংশিক	টাকা	সম্পূর্ণ	আংশিক	টাকা
	৯৪	৬১	৭০০.৪৩	১০৫ জন	১৮২ জন	৯৩৩.৯১	১১	৫	২৫.২১

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরটিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কল্যাণ ফান্ড থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। একই সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের মধ্যে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। নিম্নে ছকে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ তুলে ধরা হলো-

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	খাত সমূহ	প্রাপ্তদের সংখ্যা	পরিশোধিত অর্থের পরিমান	মন্তব্য
২০২৩-২০২৪	কল্যাণ তহবিল	৮৬ জন	৪৪.৪৫	
	শিক্ষা তহবিল	১৫৯ জন	১৪.৭৭	

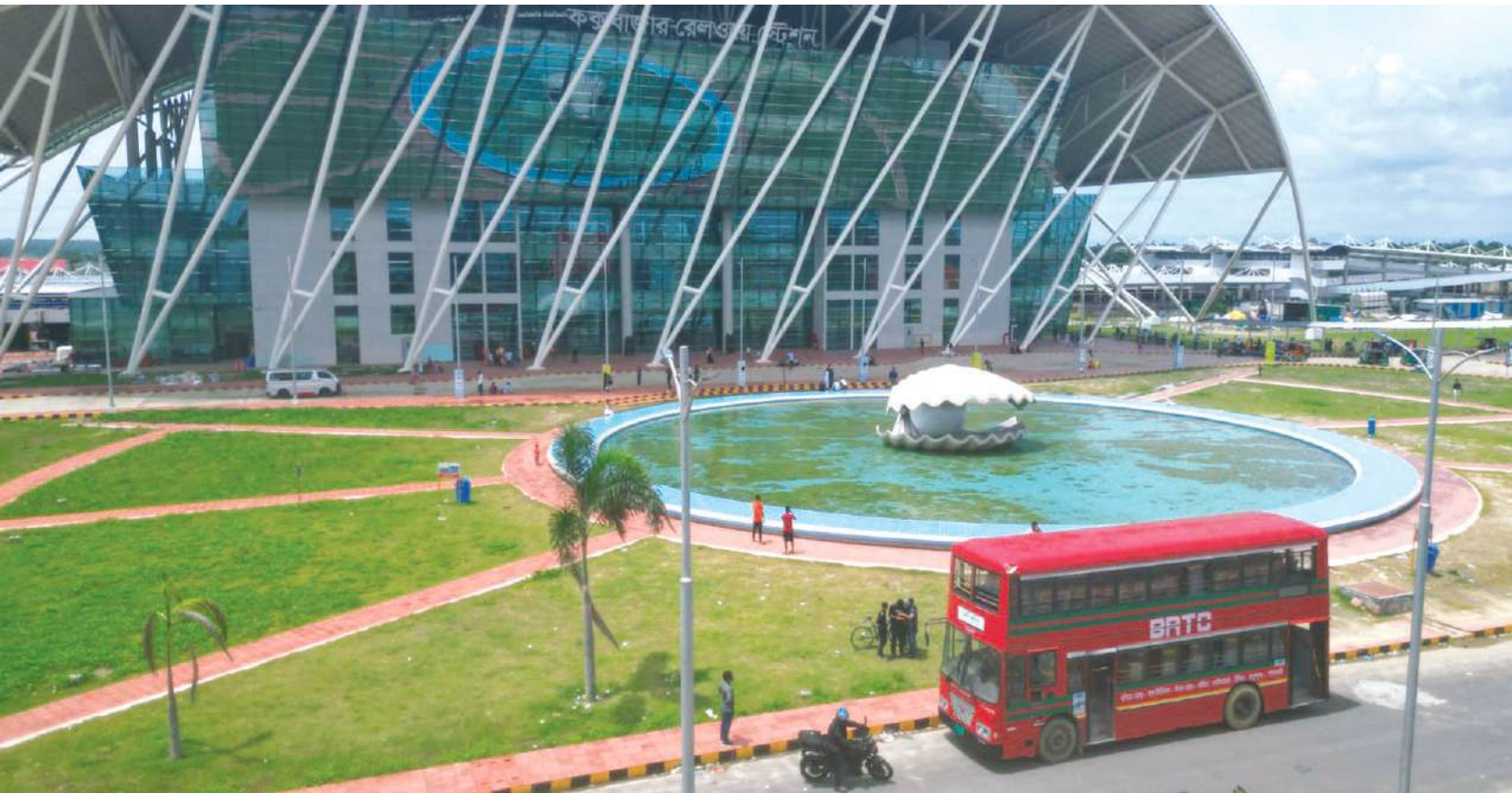

কারিগরি বিভাগ

আধুনিক সুবিধা সম্বলিত মানসম্মত যাত্রী সেবা নিশ্চিত করে একটি নিরাপদ, আরামদায়ক, সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যমান যানবাহন সচল রাখা, যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা, ভান্ডার ব্যবস্থাপনা ও মেরামত কারখানার আধুনিকায়ন, প্রতিদিনের বাস ও ট্রাক যথাযথ তদারকি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অন-রুট নিশ্চিতকরণ, বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক জ্বালানির সুষম ব্যবহার এবং কারিগরদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা কারিগরি বিভাগের প্রধান কাজ।

সময়োপযোগী এবং সঠিক নির্দেশনার কারণে কারিগরি বিভাগের সার্বিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি যানবাহন দৃষ্টিনন্দন হয়েছে যা জনসাধারণের নিকট সমাদৃত হয়েছে। ২০২১ সাল থেকে সমন্বিত মেরামত কারখানা, গাজীপুর ও কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও-সহ সকল ডিপোর ওয়ার্কশপগুলো আধুনিকায়ন ও অত্যাধুনিক টুল্‌স সংযোজনের মাধ্যমে নিজেদের গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে অন্যান্য গাড়ির মেরামত কার্যক্রম নিজেরাই সম্পন্ন করতে সক্ষম হচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ডিপোতে অকেজো হয়ে পড়ে থাকা গাড়িগুলো ভারী মেরামত করে বহরে যুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যমান যানবাহন সচল রাখা, যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা, স্টোর ব্যবস্থাপনা ও মেরামত কারখানার আধুনিকায়ন, প্রতিদিনের বাস ও ট্রাক যথাযথ তদারকি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনরুট নিশ্চিতকরণ, বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক জ্বালানির সুষম ব্যবহার এবং কারিগরদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কারিগরি বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন

২০২১ সালের পূর্বে অদক্ষ কারিগরি জনবলের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে কোন প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। কর্পোরেশনের যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কারিগররা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিধায় তাদের দক্ষতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ মেরামত কাজে গতিশীলতা আনয়নের প্রয়োজনে বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয় কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এবং কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও তে (১) ইঞ্জিন ও ট্রান্সমিশন সিস্টেম, (২) এসি সিস্টেম ও অটো-ইলেক্ট্রিক সিস্টেম ও (৩) বডি বিল্ডিং, ডেইন্টিং-পেইন্টিং, গ্লাস খোলা-ফিটিংসহ মোট ০৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর ফলে পূর্বের অদক্ষ ও আধা-দক্ষ কারিগরদের দক্ষ কারিগরে পরিণত করাসহ মানসম্মত মেরামত কাজ সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়াও বর্ণিত প্রশিক্ষণের সময় তাদেরকে মেরামত কাজ সম্পর্কিত আধুনিক প্রযুক্তি ও অত্যাধুনিক টুলস্ এবং ইকুইপমেন্ট সম্পর্কে পরিচিতি এবং ব্যবহারবিধি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়।

ভারী মেরামত কাজের গুণগত মান বৃদ্ধিকল্পে অঞ্চল ভিত্তিক মেরামত কারখানা কারখানা চালুকরণ

কর্পোরেশনের বাস, ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহনের ভারী মেরামত কাজের গুণগতমান বৃদ্ধিকল্পে বর্তমান সময়ে কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অঞ্চল ভিত্তিক ০৬টি ওয়ার্কশপ/ডিপোসমূহে সকল যানবাহনের (বাস, ট্রাক, ট্রেনিং ও অবাণিজ্যিক গাড়ি) ভারী মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি ভারী মেরামতের কাজে কারিগরি বিভাগ কর্তৃক কঠোর তদারকি করা হচ্ছে। যার ফলে টেকসই মেরামত কাজ সম্পন্ন হওয়ায় যানবাহন দীর্ঘদিন বহরে যুক্ত রাখা সম্ভব হবে। বর্ণিত ডিপো/মেরামত কারখানাসমূহ হচ্ছেঃ

১. সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, গাজীপুর ২. কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও ৩. বগুড়া বাস ডিপো	৪. বরিশাল বাস ডিপো ৫. খুলনা বাস ডিপো ৬. চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপো

আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম সংযোজন

গাজীপুরস্থ সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা এবং কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও সহ সকল ওয়ার্কশপের মেরামত কাজের গতিশীলতা ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম সংযোজন করা হয়। ইঞ্জিন এনালাইজার, ট্রান্সমিশন লিফ্টার, নিউমেটিক জ্যাক, ব্যাটারী চার্জার, ইঞ্জিন সার্ভিস ক্রেন, কম্প্রেসার টেষ্টার, ক্রোকোডাইল জ্যাক, ফোল্ডিং হাইড্রোলিক ইঞ্জিন ক্রেন, টুল্স ট্রলি উইথ টুলস্ কিট্স, এটিএফ চেঞ্জার, টু পোস্ট লিফট, পেইন্টিং বুথ, ওয়ার্কিং র‍্যাম্প, নিউমেটিক টুল্স এবং আধুনিক স্মার্ট হ্যান্ড টুলস্ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের অব্যবহৃত ভারী যন্ত্রপাতি মেরামতের মাধ্যমে সচল করে মেরামত কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়াও প্রতিটি ডিপোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যুক্ত করার মাধ্যমে আধুনিকায়ন এবং কাজের মান ও গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

গাড়ি বহরে যুক্ত হচ্ছে ৩৪০টি অত্যাধুনিক সিএনজি চালিত এসি বাস

যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন এবং গাড়িবহরে আধুনিক যানবাহন যুক্ত করার লক্ষ্যে ৩৪০টি সিএনজি বাস ক্রয়ের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. রোজ মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় বিআরটিসি ৩৪০টি সিএনজি বাস ক্রয়ের প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ৩৪০ টি সিএনজি বাসের মধ্যে ১৪০ টি সিটি বাস ও ২০০ ইন্টারসিটি বাস রয়েছে। প্রকল্পে অর্থায়ন করছে কোরিয়ান ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফান্ড (ইডিসিএফ)। বিআরটিসি'র গাড়িবহরে ৩৪০ টি অত্যাধুনিক এসি বাস সংযুক্ত হলে বিআরটিসি'র যাত্রী সেবার মান ও পরিবহন সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

ইনোভেশন শোকেসিং প্রদর্শনীতে ১ম রানার-আপ স্থান অর্জন

বিগত ২১/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত আওতাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন শোকেসিং প্রদর্শনীতে বিআরটিসি ১ম রানার-আপ স্থান অর্জন করে।

কারিগরি বিভাগ কর্তৃক উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ

- টায়ার রিট্রেডিং প্ল্যান্টঃ বিআরটিসি'র গাজীপুরস্থ সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় বন্ধ হয়ে যাওয়া টায়ার রিট্রেডিং প্ল্যান্ট পুনরায় চালু করার যাবতীয় কার্যক্রম প্রায় শেষের পথে। প্ল্যান্টটি চালু হলে কর্পোরেশনের বিভিন্ন ডিপো/ইউনিটের টায়ার অতি স্বল্প ব্যয়ে রিট্রেড করা যাবে। এর ফলে কর্পোরেশনের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে।

- গ্লাস মেকিং মেশিনঃ বিআরটিসি'র কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও-তে গ্লাস মেকিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। অতি শীঘ্রই উক্ত মেশিনের মাধ্যমে গাড়ির উইন্ডশীল্ড গ্লাসের উৎপাদন শুরু করা হবে।

- বাস/ট্রাক ওয়াশিং প্ল্যান্টঃ ভবিষ্যতে কর্পোরেশনের বাস/ট্রাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম আধুনিকায়নের জন্য ওয়াশিং প্ল্যান্ট স্থাপন করার পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে বিআরটিসি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রশিক্ষণকে বর্তমান সময়ে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিআরটিসি'র ০৪টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ২৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সর্বমোট ২৭টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট /কেন্দ্র আছে। পূর্বে ডিপোর সাথে প্রশিক্ষণ সংযুক্ত ছিল। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমানে প্রশিক্ষণ শাখা কে আলাদা করে স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ বিভাগ গঠন করে স্বতন্ত্র জনবল ও বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বেসিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি চালকদের রিফ্রেশমেন্ট প্রশিক্ষণ এবং কারিগরদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ

১	কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
২	তেজগাঁও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা
৩	টুঙ্গিপাড়া প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ
৪	ঝিনাইদহ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহ

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ

ক্রম	ঢাকা বিভাগ
১	মিরপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা
২	জোয়ারসাহারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা
৩	নারায়ণগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ
৪	নরসিংদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নরসিংদী
৫	উথুলী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মানিকগঞ্জ
৬	গাবতলী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা
৭	কল্যাণপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা
	রাজশাহী বিভাগ
৮	বগুড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বগুড়া
৯	পাবনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পাবনা
১০	সিরাজগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ

ক্রম	চট্টগ্রাম বিভাগ
১৩	চট্টগ্রাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বাস), চট্টগ্রাম
১৪	চট্টগ্রাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ট্রাক), চট্টগ্রাম
১৫	কক্সবাজার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কক্সবাজার
১৬	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
১৭	সোনাপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী
১৮	কুমিল্লা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুমিল্লা
	বরিশাল বিভাগ
১৯	বরিশাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল
	খুলনা বিভাগ
২০	খুলনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা
২১	যশোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর

	রংপুর বিভাগ
১১	রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুর
১২	দিনাজপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর

	সিলেট বিভাগ
২২	সিলেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট
	ময়মনসিংহ বিভাগ
২৩	ময়মনসিংহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বিআরটিসি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পুরুষ ১৩,০০৮ জন এবং নারী ১,০০২ জন প্রশিক্ষণার্থী, মোট ১৪,০১০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিজস্ব প্রশিক্ষণের পাশাপাশি SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৮,০৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য প্রকল্প এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT)সহ সর্বমোট ২২,০৮৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাস ডিপো

ক্রম	ঢাকা বিভাগ
১	মতিঝিল বাস ডিপো, ঢাকা
২	জোয়ারসাহারা বাস ডিপো, ঢাকা
৩	মিরপুর বাস ডিপো, ঢাকা
৪	কল্যাণপুর বাস ডিপো, ঢাকা
৫	মোহাম্মদপুর বাস ডিপো, ঢাকা
৬	গাবতলী বাস ডিপো, ঢাকা
৭	যাত্রাবাড়ী বাস ডিপো, ঢাকা
৮	নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো, নারায়ণগঞ্জ
৯	নরসিংদী বাস ডিপো, নরসিংদী
১০	গাজীপুর বাস ডিপো, গাজীপুর
১১	টুঙ্গিপাড়া বাস ডিপো, গোপালগঞ্জ
	রাজশাহী বিভাগ
১২	বগুড়া বাস ডিপো, বগুড়া
১৩	পাবনা বাস ডিপো, পাবনা

ক্রম	চট্টগ্রাম বিভাগ
১৪	চট্টগ্রাম বাস ডিপো, চট্টগ্রাম
১৫	কুমিল্লা বাস ডিপো, কুমিল্লা
১৬	সোনাপুর বাস ডিপো, নোয়াখালী
১৭	কক্সবাজার বাস ডিপো, কক্সবাজার
	খুলনা বিভাগ
১৮	খুলনা বাস ডিপো, খুলনা
	সিলেট বিভাগ
১৯	সিলেট বাস ডিপো, সিলেট
	রংপুর বিভাগ
২০	রংপুর বাস ডিপো, রংপুর
২১	দিনাজপুর বাস ডিপো, দিনাজপুর
	বরিশাল বিভাগ
২২	বরিশাল বাস ডিপো, বরিশাল
	ময়মনসিংহ বিভাগ
২৩	ময়মনসিংহ বাস ডিপো, ময়মনসিংহ

ট্রাক ডিপো

ক্রম	ঢাকা বিভাগ
১	ঢাকা ট্রাক ডিপো, তেজগাঁও, ঢাকা

ক্রম	চট্টগ্রাম বিভাগ
২	চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপো, চট্টগ্রাম

ওয়ার্কসপ

ক্রম	ঢাকা জেলা
১	কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও, ঢাকা

ক্রম	গাজীপুর জেলা
২	সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, গাজীপুর

বিমানবন্দর শাটল বাস সার্ভিস

ইউনিট ভিত্তিক তথ্য

মতিঝিল বাস ডিপো, ঢাকা

চিত্র: মতিঝিল বাস ডিপোর প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২২)

এক নজরে মতিঝিল বাস ডিপো

১	প্রতিষ্ঠাকাল	০৪ এপ্রিল ১৯৬১
২	ঠিকানা	৫৭ কমলাপুর, ঢাকা-১২১৭
৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, ম্যানেজার (অপারেশন)
৪	ওয়েবসাইট	brtcdepotmotijheel.dhaka.gov.bd
৫	ই-মেইল	depotmotijheel@brtc.gov.bd
৬	হটলাইন নম্বর	০১৩২৪-২৯৩৯৩৭
৭	ফোন	০২-৪৮৩১৩৮০৩
৮	জমির পরিমাণ	২.৫৭ একর
৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী) - ২৭০ জন দৈনিক মুজুরীভিত্তিক কর্মচারী - ৬৫ জন
১০	চলমান বাস সংখ্যা	১৪২টি

১১	চলমান রুটসমূহ	ঢাকা-দাউদকান্দি ঢাকা-আড়াইহাজার ঢাকা-খুলনা ঢাকা-লক্ষীপুর ঢাকা-মদন ঢাকা-তারাকান্দা ঢাকা-স্বরূপকাঠি ঢাকা-নেত্রকোনা ঢাকা-কটিয়াদী	মুগদা-টঙ্গী নগর পরিবহন মুগদা-বোর্ডবাজার তালতলা (মহিলা বাস সার্ভিস) কোকাকোলা(মহিলা) মেরাদিয়া (মহিলা বাস সার্ভিস) মেট্রোরেল শাটল সার্ভিস এয়ারপোর্ট-খামারবাড়ী (এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সার্ভিস)
	আন্তর্জাতিক রুটসমূহ	ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা আগরতলা-ঢাকা-কলকাতা ঢাকা-শিলং-গৌহাটি- ঢাকা ঢাকা-খুলনা-কলকাতা	

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	৪,২৩৪.৩১	৪,০৬১.৬১	১৭২.৭০

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	১৪২	১২	১৫৪
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	-	-	-

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- আন্তর্জাতিক মানের কাউন্টার নির্মাণ
- মসজিদ পুনঃসংস্কার
- নতুন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- ওয়ার্কিং শেড সংস্কার
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর
- র‍্যাম্প পুনঃনির্মাণ
- ইয়ার্ড পুনঃনির্মাণ
- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুম নির্মাণ
- কারিগরদের জন্য অত্যাধুনিক সেফটি টুলস এর ব্যবস্থা
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা চালু

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

চিত্র: কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গাজীপুরের প্রধান ফটক (সংস্কার ২০২২)

এক নজরে গাজীপুর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৭৫ খ্রি.
০২	ঠিকানা	জয়দেবপুর, গাজীপুর
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	প্রকৌশলী মুহাম্মদ মসিউজ্জামান, ট্রেনিং ম্যানেজার
০৪	ওয়েবসাইট	www.brtcti.gazipur.gov.bd
০৫	ই-মেইল	mbrtc39@gmail.com
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৯১০৭৮১৯০৭
০৭	ফোন	০২-২২৪৪২৩০৭১
০৮	জমির পরিমাণ	০৫ একর
০৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) - ৫০ জন দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মচারী - ০৯ জন
১০	চলমান গাড়ির সংখ্যা	৪১টি

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	৩৬২.৯৫	৩৪০.০৭	২২.৮৭

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৪১	৭	৪৮

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৩১৭৪)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	২০৩৭	১৬
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	৮৩	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	৯৫৩	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	১৭	১
		অটো মেকানিজম	৪২	-
		কর্পোরেশনের নিয়োগপ্রাপ্ত চালক (ওরিয়েন্টেশন ড্রাইভিং)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন ড্রাইভিং	২৩	-
		মোটর সাইকেল / স্কুটি	২	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৩৭০	৩০
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**৩৫২৭ জন**	**৪৭ জন**

প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- প্রধান ফটক সংস্কার
- প্রশিক্ষণ বাস ও ট্রাকে VTS (Vehicle Tracking System) সংযুক্তকরণ
- ICT সেল গঠন
- গার্ডরুম নির্মাণ
- ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস সংস্কার
- সিমুলেটরের মাধ্যমে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ এবং ইঞ্জিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সম্পর্কে ধারণা প্রদান
- হলরুম, ক্লাসরুম, অফিস রুম আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন করণ
- অফিস ভবনের ফটকে ডিজিটাল এলইডি বোর্ড স্থাপন
- দীর্ঘ দিনের শুন্য থাকা প্রশিক্ষক এবং স্টোরম্যানসহ বিভিন্ন পদে মোট ১০ জনকে পদায়ন
- চালক, কারিগর ও নিরাপত্তা প্রহরীদের নির্ধারিত পোষাক (ইউনিফর্ম) প্রদান
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়
- ড্রাইভিং ট্র্যাক রংকরণ

তেজগাঁও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা

চিত্র: তেজগাঁও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের নবনির্মিত প্রশাসনিক ভবন (নির্মাণ ২০২৩)

এক নজরে তেজগাঁও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৯৭ খ্রি.
০২	ঠিকানা	৩২, শহীদ তাজ উদ্দিন আহমেদ সরণী, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ শাহীন আলম, ইউনিট প্রধান
০৪	ওয়েবসাইট	brtcti.tejgaon.dhaka.gov.bd
০৫	ই-মেইল	titejgaon@brtc.gov.bd
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৩২৪-২৯৩৯৬৩
০৭	ফোন	০২-৪৮১১৩২১৫
০৮	জমির পরিমাণ	০.৪৬৭ একর
০৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- .. জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- .. জন
১০	চলমান গাড়ির সংখ্যা	২৬টি

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪			

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	২৬	১	২৭

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (১৮৪২)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	১৩৫৬	৩৪০
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	৪৭	২
		আপ-গ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	৬১	১৮
		আপ-গ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	১৮	-
		মোটর সাইকেল	-	-
		ওরিয়েন্টেশন	-	-
		বেসিক ড্রাইভিং (নায়েম)	-	-
		বেসিক ড্রাইভিং (মহিলা অধিদপ্তর)	-	-
		বেসিক ড্রাইভিং (এনএপিডি)	-	-
		বেসিক ড্রাইভিং (বিটিসিএল)	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৫২২	-
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	২০০৪ জন	৩৬০ জন

প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- ইয়ার্ড নির্মাণ
- প্রধান ফটক নির্মাণ
- ভর্তি ও তথ্য কেন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকায়ন
- ক্লাসরুম সংস্কার ও আধুনিকীকরণ
- দক্ষিণ এবং পূর্ব পার্শ্বে নতুন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- সিমুলেটর রুম সংস্কার ও সিমুলেটর স্থাপন
- প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্যপঞ্জি ও স্মরণিকা প্রকাশ
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) চুক্তি স্বাক্ষর
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুম নির্মাণ
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়
- কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা চালু
- নিজস্ব ওয়েবসাইট ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- ক্লাসরুমে নতুন ফার্নিচার ও ডিজিটাল বোর্ড সংযোজন
- বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা

ঢাকা ট্রাক ডিপো, তেজগাঁও

চিত্র: ঢাকা ট্রাক ডিপোর প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২২)

এক নজরে ঢাকা ট্রাক ডিপো

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৭২ খ্রি.
০২	ঠিকানা	ঢাকা ট্রাক ডিপো, ৩৮৩-৩৮৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ,ঢাকা
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
০৪	ওয়েবসাইট	http://brtctrucdepot.dhaka.gov.bd
০৫	ই-মেইল	brtcdhakatruckdepot040@gmail.com
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৩২৪২৯৩৯৫৯
০৭	ফোন	০২-২২৩৩১৪১৯৮
০৮	জমির পরিমাণ	২.০ একর প্রায়
০৮	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ৩৬৭ জন দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কর্মচারী : ২৮ জন
০৯	চলমান ট্রাক সংখ্যা	২০৭টি
১০	চলমান রুট	সমগ্র বাংলাদেশ
	প্রদত্ত সেবা	প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়াত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মালামাল পরিবহনসহ দূর্যোগকালীন সময়ে সরকারের নির্দেশে দূর্যোগ মোকাবেলায় নিয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমনঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঘূর্ণিঝড়, বন্যায় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা, বিরোধী রাজনৈতিক দলের হরতাল, অসহযোগ আন্দলন, ধর্মঘটে জীবনের ঝুকি নিয়ে সরকারের জরুরী পণ্য পরিবহন কাজ চলমান রাখাসহ বর্তমানে জরুরী খাদ্য, সার, বিওসি, খাবার স্যালাইন, সেনাসামগ্রী, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড, বিটিভি, বিজি প্রেস এর পণ্য পরিবহন করে আসছে।

	যে সকল প্রতিষ্ঠানের মালামাল পরিবহন করা হয়	বিসিআইসি, ডিএপি, এসএফসিএল, টিএসপি'র, ইউসিএফএল এর সার, খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য, খাবার স্যালাইন, সেনাসামগ্রী, পরিসংখ্যান ব্যুরো, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বিজি প্রেস, বিটিভি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ড ইত্যাদি

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	৮০৭৭.২৮	৭১৬৯.৩০	৯০৭.৯৮

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	সমগ্র বাংলাদেশে পণ্য পরিবহন	২০৭		

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- মসজিদ নির্মাণ
- প্রধান ফটক নির্মাণ
- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- প্রশাসনিক ভবনের গেইট সংস্কার
- ক্যান্টিন সংস্কার
- প্রশাসন শাখা সংস্কার
- ট্রাফিক শাখা সংস্কার
- বুকিং ও বিল শাখা সংস্কার
- হিসাব শাখা সংস্কার
- কারিগরি প্রধানের দপ্তর সংস্কার
- স্টোর শাখা সংস্কার
- ওয়ার্কিং শেড নির্মাণ
- ইয়ার্ড নির্মাণ
- চালকদের বিশ্রামাগার তৈরি
- ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন
- ট্রাকে ভিটিএস সংযোগ
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- ফটোকপি মেশিন ক্রয়
- ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয়
- গাড়ি ওয়াশিং মেশিন স্থাপন

চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

চিত্র: চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২২)

এক নজরে চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৭২ খ্রি.
২	ঠিকানা	৯৭, বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম-৪২১০
৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, ম্যানেজার (অপারেশন)
৪	ওয়েবসাইট	https://brtctruckdepot.chittagong.gov.bd/
৫	ই-মেইল	depotctgtruck@brtc.gov.bd
৬	হটলাইন নম্বর	০১৩২৪৯৩৯৬০
৭	ফোন	০২-৩৩৪৪৮৪০৫৮
৮	জমির পরিমাণ	২.৫৫৩ একর
৯	জনবল	ডিপো: স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ৪৩৯ জন; দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- ১৮ জন ট্রেনিং: স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ১১ জন; দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- ১ জন
১০	চলমান ট্রাক সংখ্যা	২৮০ টি
১১	চলমান রুটসমূহ	সমগ্র বাংলাদেশ

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	৯,৫৭৪.২১	৮,৪০৬.৫১	১,১৬৭.৭০

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	২৮০	০	২৮০
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	১৩	-	১৩

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৩৮৯)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৩২৪	৩৫
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	১৭	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	১১	১
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		বেসিক অটোমেকানিজম	১	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	১৪০	১০
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**৪৯৩ জন**	**৪৬ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- সকল অফিস কক্ষ পুনঃসংস্কার
- নতুন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- ওয়ার্কশপ শেড সংস্কার
- কারিগরদের জন্য অত্যাধুনিক সেফটি টুলসের ব্যবস্থা
- মসজিদ পুনঃসংস্কার
- আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ
- প্রশিক্ষণের জন্য সিমুলেটর এবং স্মার্ট বোর্ড সংযোজন
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবা চালু
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন (APA) চুক্তি স্বাক্ষর

জোয়ারসাহারা বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

চিত্র: জোয়ারসাহারা বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবন (নির্মাণ ২০২২)

এক নজরে জোয়ারসাহারা বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	০৯ জুলাই ১৯৭৩
০২	ঠিকানা	জোয়ারসাহারা বাস ডিপো ও ট্রেনিং সেন্টার, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন, ম্যানেজার (অপারেশন)
০৪	ওয়েবসাইট	https://brtcdepotjoarsahara.dhaka.gov.bd
০৫	ই-মেইল	brtcjoardepot@gmail.com
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৩২৪২৯৩৯৪০
০৭	ফোন	০২-৮৯০০০৩৩
০৮	জমির পরিমাণ	৫.০০ একর
০৯	জনবল	স্থায়ী জনবল- (মোট কর্মকর্তা/কর্মচারী- ২১২ জন) দৈনিক মজুরীভিত্তিক কর্মচারী - ২৮০ জন
১০	ডিপো/ইউনিটের বাস সংখ্যা	১১৩টি
১১	চলমান রুটসমূহ	• টংগী-মতিঝিল ভায়া রামপুরা • বিশ্বরোড, কুড়িল-পাঁচদোনা-ইটাখোলা ভায়া ৩০০ ফিট • বিশ্বরোড, কুড়িল-বিশনন্দি ফেরীঘাট, আড়াই হাজার ভায়া ৩০০ফিট • কমলাপুর-হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ ভায়া কচুয়া • ৩০০ ফিট-ভুলতা গাউছিয়া • ঢাকা নগর পরিবহন (২৬ নং রুট) • সিবিএস-২-শিবচর-শরিয়তপুর-ডামুড্যা • সিবিএস-২-শিবচর-শরিয়তপুর-গোসাইঘাট • দিয়াবাড়ী-মতিঝিল

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	২,৬৯০.১৯	২,৬৭৮.৯১	১১.২৮

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	১০৭	০৬	১১৩
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	০৯	-	০৯

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (২৭০)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	১২৫	৩২
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	২৭	০১
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	০৮	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	১৫	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	৫৯	০
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	২১৯	২৬
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**৪৫৩ জন**	**৬২ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- নতুন দ্বিতল অফিস ভবন নির্মাণ
- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- আবাসন প্রকল্পের মাঠ ও ট্রেনিং সেন্টারের ইয়ার্ডে বালু ভরাট
- মসজিদ পুনঃনির্মাণ
- নতুন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ
- ইয়ার্ড সংস্কার
- র‍্যাম্প সংস্কার
- কারিগরদের জন্য সেফটি টুলস এর ব্যবস্থা
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা চালু
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন

কল্যাণপুর বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

চিত্র: কল্যাণপুর বাস ডিপোর প্রধান ফটক (সংস্কার ২০২২)

এক নজরে কল্যাণপুর বাস ডিপো

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	০২ আগস্ট ১৯৬২	
০২	ঠিকানা	কল্যাণপুর বাস ডিপো, ঢাকা-১২০৭	
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ শাহরিয়াল বুলবুল, ম্যানেজার (অপারেশন)	
০৪	ওয়েবসাইট	http://brtcdepotkallayanpur.dhaka.gov.bd	
০৫	ই-মেইল	depotkallayanpur@brtc.gov.bd	
০৬	হটলাইন নম্বর	০২-৪৮০৩১৯০৬	
০৭	ফোন	০১৭১৫-৬৫২৬৮৩	
০৮	জমির পরিমাণ	২.৮০	
০৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ২১৯ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- ৩৩ জন	
১০	চলমান বাস সংখ্যা	১৩৩টি	
১১	চলমান রুটসমূহ (স্টাফ ও রুটে)	• ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় • জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় • টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় • বাংলাদেশ সচিবালয় • বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট • ভুমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর • তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিভিউশন কোম্পানী লিমিটেড	• সোনালী ব্যাংক লিমিটেড • অগ্রনী ব্যাংক লিমিটেড • মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড • ঢাকা-টু-লক্ষীপুর • মিরপুর-১-টু-কেরানীগঞ্জ (কদমতলী) • বিশেষ স্কুল সার্ভিস (কল্যাণপুর-টু-মোহাম্মদপুর) • বিআরটিসি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সার্ভিস • মেট্রোরেল বিআরটিসি শাটল বাস সার্ভিস

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	৩,০৫৯.৯৪	২,৯১৮.৫৩	১৪১.৪১

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	১৩৩	৯	১৪২
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	২	-	২

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৩২)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	২২	৪
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	৩	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	৩	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	-	-
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**২৮ জন**	**৪ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- প্রশাসনিক ভবন সংস্কার ও সুসজ্জিতকরণ
- সার্বিক নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- নিরাপত্তা সরঞ্জাম প্রদান
- নতুন ওয়ার্কিং শেড নতুন নির্মাণ
- ইয়ার্ড পুনঃনির্মাণ
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর
- কারিগরদের জন্য অত্যাধুনিক সেফটি টুলসের ব্যবস্থা
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে ডিপোতে স্বাস্থ্যসেবা চালু
- জ্বালানী সরবরাহকারী পিওএল শাখা পুনঃনির্মাণ (চলমান)

মিরপুর বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

চিত্র: মিরপুর বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান ফটক (সংস্কার ২০২৩)

এক নজরে মিরপুর বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৬২ খ্রি.
২	ঠিকানা	মিরপুর বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর -১২,ঢাকা-১২১৬
৩	ইউনিট প্রধানের নাম	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ম্যানেজার (অপারেশন)
৪	ওয়েবসাইট	www.brtcdepotmirpur.dhaka.gov.bd
৫	ই-মেইল	brtcmirpur12@gmail.com
৬	হটলাইন নম্বর	০১৫৮০-৩০৪১৫১
৭	ফোন	২২২৬৬২৩১৬৪
৮	জমির পরিমান	২ একর ৫২ শতাংশ
৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ২৫৪ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী - ২১ জন
১০	চলমান বাস সংখ্যা	১১৩ টি
১০	চলমান রুটসমূহ	• নগর পরিবহন ২৬নং রুট (ঘাটারচর-পাগলাবাজার) • মেট্রোরেল পরিবহন (আগারগাঁও-মতিঝিল) • মহিলা বাস সার্ভিস (রূপনগর-মতিঝিল, মিরপুর-১০-মতিঝিল) • সানারপাড়-মতিঝিল-স্টেশনরোড • মিরপুর-মতিঝিল-স্টেশনরোড • ঢাকা - লক্ষীপুর • ঢাকা - গোসাইরহাট • ঢাকা - মির্জাপুর • ঢাকা - বিশনন্দি • বড়বাড়ী - মতিঝিল • এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সার্ভিস

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	২,৩৪১.১৬	২,৩৫২.৬৫	-১১.৪৯

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	১১৩	৮	১২১
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	১১	১	১২

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (২৪২)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	১১৮	৬২
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	৮	২
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	৮	৩
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	৪১
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	১২৫	২৭
মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			**২৫৯ জন**	**১৩৫ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- নিরাপত্তা শাখা আধুনিকায়ন
- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- ইয়ার্ড ও র‍্যাম্প সংস্কার
- নতুন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- প্রশিক্ষণ শাখার আধুনিকায়ন
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর
- কারিগরদের জন্য সেফটি টুলসের ব্যাবস্থা
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা চালু
- বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা
- ডিপোর নিজস্ব ওয়েবসাইট ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

মোহাম্মদপুর বাস ডিপো, ঢাকা

চিত্র: মোহাম্মদপুর বাস ডিপোর প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২৩)

এক নজরে মোহাম্মদপুর বাস ডিপো

১	প্রতিষ্ঠাকাল	০২ ডিসেম্বর ২০১৪
২	ঠিকানা	মোহাম্মদপুর বাস ডিপো, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর ঢাকা-১২০৭
৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	প্রকৌশলী দীপন চাকমা, ম্যানেজার (অপারেশন)
৪	ওয়েবসাইট	brtcdepotmohammadpur.dhaka.gov.bd
৫	ই-মেইল	brtcmd.purdepot@gmail.com
৬	হটলাইন নম্বর	০১৮৭২-২৮২৭২১
৭	ফোন	০২-২২৩৩২৯০২৯
৮	জমির পরিমাণ	৪৩.৮৫ শতাংশ
৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ১৩১ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- ২৭ জন
১০	চলমান বাস সংখ্যা	৫০ টি
১১	চলমান রুটসমূহ	• মোহাম্মদপুর - কুড়িল বিশ্বরোড, ভায়া-মহাখালী। • মিরপুর-১০ - কদমতলী, ভায়া-ফার্মগেইট। • মোহাম্মদপুর-মতিঝিল-মিরপুর (মহিলা বাস সার্ভিস), ভায়া-ধানমন্ডি। • ঘাটারচর - কাচঁপুর (ঢাকা নগর পরিবহন ২১নং রোড) ভায়া-ধানমন্ডি, পল্টন ও যাত্রাবাড়ী। • মোহাম্মদপুর-টঙ্গী-মতিঝিল, ভায়া-ফার্মগেইট।

		• গুলিস্তান - ফরিদপুর, ভায়া-পদ্মাসেতু। • গুলিস্তান - গোসাইরহাট,শরিয়তপুর, ভায়া-পদ্মাসেতু। • মোহাম্মদপুর-বাড্ডা ভার্সিটি ক্যাম্পাস, ভায়া-ফার্মগেইট, মহাখালী। • মোহাম্মদপুর-বাড্ডা ভার্সিটি ক্যাম্পাস, ভায়া-মিরপুর-১,২,১০,১২ কালশী হয়ে কুড়িল বিশ্বরোড।

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	১,১৭৩.৬২	১,২৭১.৩৪	-৯৭.৭২

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৫০	০২	৫২
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	-	-	-

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- নিরাপত্তা শাখা আধুনিকায়ন
- নতুন দ্বিতল অফিস ভবন নির্মাণ
- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- নতুন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ
- ইয়ার্ড সংস্কার
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর
- কারিগরদের জন্য সেফটি টুলস এর ব্যবস্থা
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা চালু
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

যাত্রাবাড়ী বাস ডিপো, ঢাকা

চিত্র: যাত্রাবাড়ী বাস ডিপোর অফিস ভবন (নির্মাণ ২০২১)

এক নজরে যাত্রাবাড়ী বাস ডিপো

১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৫ অক্টোবর ২০১৮
২	ঠিকানা	যাত্রাবাড়ী বাস ডিপো, ঢাকা-১২০৪
৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান বাবু, ডিজিএম (পিএন্ডএস)
৪	ওয়েবসাইট	brtcdepotjatrabari.dhaka.gov.bd
৫	ই-মেইল	brtcjatrabari@gmail.com
৬	হটলাইন নম্বর	০১৫৬৭৯৮০৬০৪
৭	যাত্রাবাড়ী বাস ডিপোর টেলিফোন নম্বর	০২২২৩৩৪১৮৫৮
৮	ইউনিট প্রধানের ফোন/মোবাইল নম্বর	০১৭১১৩৯১৫১৪
৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা-কর্মচারী) - ৬৮ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী - ১৯ জন
১০	জমির পরিমান	০.২৭ একর
১১	চলমান বাস সংখ্যা	৩২ টি
১২	চলমান রুটসমূহ	• ঢাকা (গুলিস্থান)-গৌরিপুর • ঢাকা (গুলিস্থান)-নাবাবগঞ্জ • ঢাকা (গুলিস্থান)-ফরিদপুর • জুরাইন-টঙ্গী • ঢাকা নগর পরিবহন (২৬নং রুট) • মেট্রোশাটল সার্ভিস(কমলাপুর-আগারগাঁও) • স্টাফ বাস (বাংলাদেশ ব্যাংক)

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	১,০৫০.৮৮	১,০২৮.২৪	২২.৬৪

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৩২	২	৩৪
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	-	-	-

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- প্রশাসনিক ভবন সংস্কার
- ডিজিটাল হাজিরা মেশিন চালু
- ডিপোর সার্বিক নিরাপত্তা কার্যক্রম অত্যাধুনিক আইপি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা চালু
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর।
- আধুনিক প্রধান ফটক নির্মাণ
- নতুন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- কারিগরদের জন্য অত্যাধুনিক সেফটি টুলসের ব্যবস্থাকরণ
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

গাবতলী বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

চিত্র: গাবতলী বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবন (নির্মাণ ২০২২)

এক নজরে গাবতলী বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৭ ডিসেম্বর ২০১৭
০২	ঠিকানা	বিআরটিসি গাবতলী বাস ডিপো, ঢাকা-১২১৬
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন সিদ্দিকী, ম্যানেজার (অপারেশন)
০৪	ওয়েবসাইট	http://brtcdepotgabtoli.dhaka.gov.bd
০৫	ই-মেইল	brtcgabtoli@gmail.com
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৩২৩-২৭৩৪০৪
	ফোন	০১৭১১-৯৯৮৬৪২
	জমির পরিমাণ	১.৭৬৩ একর
০৭	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী) - ১১২ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী - ২৭ জন
০৮	চলমান বাস সংখ্যা	৫৩টি
০৯	চলমান রুটসমূহ	• ঢাকা-যশোর • ঢাকা-মাগুরা • ঢাকা-শফিপুর • মিরপুর-১০-কদমতলী

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	১,৩০৪.৮৩	১,৩৫১.৮৭	-৪৭.০৪

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৫৩	৩	৫৬
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	১	২	৩

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (১৫২)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৬	-
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	৪	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	৬	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৯৩	৮
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**১০৯ জন**	**জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- প্রশাসনিক ভবন সংস্কার
- ওয়ার্কিং শেড নির্মাণ
- পরিত্যক্ত খালি জায়গায় বালি ভরাটের মাধ্যমে ব্যবহারের উপযোগী করা
- র‍্যাম্প নির্মাণ
- সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং জোরদার
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ইয়ার্ড নির্মাণ
- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা চালু

চট্টগ্রাম বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

চিত্র: চট্টগ্রাম বাস ডিপোর প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২২)

এক নজরে চট্টগ্রাম বাস ডিপো

১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৬৮ খ্রি.	
২	ঠিকানা	নতুন পাড়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-৪৩৩৫	
৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ জুলফিকার আলী, ম্যানেজার (অপারেশন)	
৪	ই-মেইল	brtcctgbus@gmail.com	
৫	ওয়েবসাইট	https://brtcdepot.chittagong.gov.bd	
৬	হটলাইন নম্বর	০২-৩৩৩৭৫০২৫	
৭	ফোন নং	০১৭৯৮-১৩১৩১৩	
৮	জমির পরিমান	ক) চট্টগ্রাম বাস ডিপোর মোট জমির পরিমান ৬.০৭ একর খ) কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের জমির পরিমান- ০.৭৫৭৭ একর	
৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী) - ১২১ জন দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মচারী - ৫৬ জন	
১০	চলমান বাস সংখ্যা	৬৮ টি	
১১	চলমান রুটসমূহ	• চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি • চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি • চট্টগ্রাম-সিলেট • চট্টগ্রাম-তবলছড়ি • চট্টগ্রাম-কোম্পানীগঞ্জ • চট্টগ্রাম-কিশোরগঞ্জ	• চট্টগ্রাম-সুনামগঞ্জ • চট্টগ্রাম-নওগাঁ • নতুন ব্রীজ-গাছবাড়িয়া • চট্টগ্রাম শহর সার্ভিস • নিউমার্কেট-আনোয়ারা • পর্যটন বাস সার্ভিস

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	১,৮৫৮.৫৩	১,৮৫৯.৪১	-০.৮৮

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৬৮	১১	৭৯
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৪	-	৪

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৫৮)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৫০	৭
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	১	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	-	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	১৮৬	১৪
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**২৩৭ জন**	**২১ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- গার্ডরুম ও বিশ্রামাগার নির্মাণ
- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- ইয়ার্ড উঁচুকরণ
- নতুনভাবে র‍্যাম্প ও ওয়ার্কিং শেড পুনঃনির্মাণ
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন (APA) চুক্তি স্বাক্ষর
- ইয়ার্ড পুনঃনির্মাণ
- কারিগরদের জন্য সেফটি টুলস এর ব্যবস্থা করণ
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয় ও কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা চালু
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

গাজীপুর বাস ডিপো, গাজীপুর

চিত্র: গাজীপুর বাস ডিপোর প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২২)

এক নজরে গাজীপুর বাস ডিপো

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	১২ ডিসেম্বর ২০১২ সাল
০২	ঠিকানা	টেকনগপাড়া, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০২
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ রাকিবুল হাসান শুভ, ম্যানেজার (অপারেশন)
০৪	ওয়েবসাইট	http://brtcdepot.gazipur.gov.bd/
০৫	ই-মেইল	brtcgazipurbusdepot@gmail.com
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৯৪২-০০১২৫২
০৭	ফোন	০১৬১৯-৪৫৭২৪৫
০৮	জমির পরিমান	১৪ একর
০৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ১১৯ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- ২১ জন
১০	চলমান বাস সংখ্যা	৫০ টি
১১	চলমান রুটসমূহ	• গাজীপুর-মতিঝিল • কুড়িল বিশ্বরোড-গাউছিয়া • আব্দুল্লাপুর-দিয়াবাড়ী (মেট্রো শাটল সার্ভিস) • খেজুর বাগান-জসীমউদ্দিন (এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সার্ভিস)

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	১,৫৬২.৮৯	১,৫২৯.৯৩	৩২.৯৬

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৫০	৫	৫৫

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- ডিপোর র‍্যাম্প পুনঃসংস্কার
- ইয়ার্ড পুনঃনির্মাণ
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর
- ডিপোর পুকুর পুনঃসংস্কার
- ডিপোর অফিস কক্ষের উন্নয়ন
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ।

নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ

চিত্র: নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২৩)

এক নজরে নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৬৮ খ্রি.
২	ঠিকানা	খানপুর, নারায়ণগঞ্জ
৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ মাসুদ তালুকদার, ম্যানেজার (অপারেশন)
৪	ওয়েবসাইট	http://brtcdepot.narayanganj.gov.bd
৫	ই-মেইল	ngonjbrtc@gmail.com
৬	হট লাইন নম্বর	০২-২২৪৪৩৬৯১৫
৭	ফোন	০১৯১৯-৪৬৫২৬৬
৮	জমির পরিমাণ	০.৮৩ একর
৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ১৩৮ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- ৫৭ জন
১০	চলমান বাস সংখ্যা	৭১ টি
১১	চলমান রুটসমূহ	• নারায়ণগঞ্জ-গুলিস্থান • নারায়ণগঞ্জ-গাজীপুর • গুলিস্থান (সিবিএস)-গোসাইরহাট • গুলিস্থান (সিবিএস)-লক্ষ্মীপুর • গুলিস্থান (সিবিএস)-সখিপুর • গুলিস্থান (সিবিএস)-ডামুড্যা • ঘাটারচর-কাঁচপুর

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	১,৯৮১.৭৪	২,০৪৩.৬৬	-৬১.৯২

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৭১	২	৭৩
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৫	-	৫

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৫১৮)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৩৪৪	৩৬
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	১৬২	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	০৭	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	০৫	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	-	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	২৫৬	১৯
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**৭৭৪ জন**	**৫৫ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- ইয়ার্ড শাখা ও কারিগরী শাখার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ০২টি নতুন কক্ষ নির্মাণ
- ওয়ার্কিং শেড পুনঃসংস্কারকরণ
- ডিপোর পূর্ব পার্শ্বে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- ডিপোর জলাবদ্ধতা রোধে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ
- র‍্যাম্প সংস্কার
- নিরাপত্তা শাখার জন্য নতুন, দৃষ্টিনন্দন গার্ডরুম নির্মাণ
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

নরসিংদী বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নরসিংদী

চিত্র: নরসিংদী বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিস ভবন (সংস্কার ২০২২)

এক নজরে নরসিংদী বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৬৬ খ্রি.
২	ঠিকানা	বঙ্গবন্ধু রোড, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, নরসিংদী
৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ জান্নাতুল ফেরদৌস, ম্যানেজার (অপারেশন)
৪	ওয়েবসাইট	https://brtcdepot.narsingdi.gov.bd
৫	ই-মেইল	narshingdibusdepot@gmail.com
৬	হটলাইন নম্বর	০১৩২৪২৯৩৯৫৩
৭	ফোন	+৮৮০২২২৪৪৫২৭৭৫
৮	জমির পরিমাণ	২.৪১ একক
৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ৬৮ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- ১০ জন
১০	চলমান বাস সংখ্যা	২১টি
১১	চলমান রুটসমূহ	• ইটাখোলা - কুড়িল বিশ্বরোড • ভৈরব - ঢাকা • নরসিংদী - ঢাকা • আব্দুল্লাহপুর - দিয়াবাড়ী • টঙ্গী - মতিঝিল

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	৬৮১.৪৯	৬৮৪.০৩	-২.৫৪

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	২১	৩	২৪
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান			

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (১৩৫২)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	১৩২১	২৬
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	৫	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	-	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	২৯৯	৪৫
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**১৬২৫ জন**	**৭১ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- গার্ডরুম ও বিশ্রামাগার নির্মাণ
- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- ডিপোর নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- নতুনভাবে র‍্যাম্প ও ওয়ার্কিং কক্ষ পুনঃনির্মাণ
- নতুন ছাত্রাবাস নির্মাণ
- কারিগরদের জন্য সেফটি টুলসের ব্যাবস্থা
- কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা চালু
- কর্মচারীদের জন্য ইউনিফর্ম প্রদান
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

কুমিল্লা বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুমিল্লা

চিত্র: কুমিল্লা বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২৩)

এক নজরে কুমিল্লা বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৬৮ খ্রি.
২	ঠিকানা	স্টেশন রোড, ধর্মপুর, কুমিল্লা
৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানী, ম্যানেজার (অপারেশন)
৪	ওয়েবসাইট	brtcdepot.comilla.gov.bd
৫	ই-মেইল	comillabusdipu@gmail.com
৬	হটলাইন নম্বর	০২৩৩৪৪৩৬৫৫৭
৭	ফোন	০১৩২৪২৯৩৯৪৬
৮	জমির পরিমাণ	১.৪৪ একর
৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ৮৪ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- ২১ জন
১০	চলমান বাস সংখ্যা	৩৬ টি
১০	চলমান রুটসমূহ	• কুমিল্লা টু সুনামগঞ্জ (দিবা) (নন-এসি), • কুমিল্লা টু সুনামগঞ্জ (নৈশ) (নন-এসি), • কুমিল্লা টু জাফলং (নন-এসি), • ফরিদগঞ্জ টু সিলেট (নন-এসি), • কুমিল্লা টু সিলেট (এসি), • লক্ষ্মীপুর টু সিলেট (নন-এসি), • চান্দিনা টু গুলিস্থান (এসি), • গুলিস্থান টু মাগুরা (এসি), • চাঁদপুর টু সিলেট (এসি)

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	১,২৯৪.৭৯	১,২৬৭.৯৬	২৬.৮৩

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৩৬	-	৩৬
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৮	-	৮

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৪৬৪)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৩৯২	৫৪
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	১৭	১
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)		-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	-	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	২৮৮	৬২
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**৬৯৭ জন**	**১১৭ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- গার্ডরুম ও বিশ্রামাগার নির্মাণ
- সীমানা প্রাচীর
- ইয়ার্ড উঁচুকরণ
- পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ নির্মাণ
- প্রশাসনিক ভবনের ০২টি কক্ষ নির্মাণ
- ট্রেনিং কারের জন্য শেড নির্মাণ
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- নতুনভাবে র‍্যাম্প ও ওয়ার্কিং কক্ষ পুনঃনির্মাণ
- ইয়ার্ড পুনঃনির্মাণ (চলমান)
- ডিজিটাল ফিঙ্গার প্রিন্টের সাহায্যে হাজিরা চালু
- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুম নির্মাণ
- কারিগরদের জন্য সেফটি টুলস এর ব্যাবস্থা
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়
- কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা চালু
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

সোনাপুর বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী

চিত্র: সোনাপুর বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২২)

এক নজরে সোনাপুর বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১	প্রতিষ্ঠাকাল	০১ জুন ১৯৭৩
২	ঠিকানা	বিআরটিসি সোনাপুর বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী-৩৮০২
৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব আরিফুর রহমান তুষার, ম্যানেজার (অপারেশন)
৪	ওয়েবসাইট	brtcdepot.sonapur.noakhali.gov.bd
৫	ই-মেইল	depotsonapur@brtc.gov.bd
৬	হটলাইন নম্বর	০১৩২৪-২৯৩৯৪৭
৭	ফোন	০২-৩৩৪৪৯১৬৭৩
৮	জমির পরিমাণ	১.৩৬৫০ একর
৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ৫৪ জন দৈনিক মুজুরি ভিত্তিক কর্মচারী- ১৭ জন
১০	চলমান বাস সংখ্যা	২৪ টি
১১	চলমান রুটসমূহ	• সোনাপুর-সিলেট-ছাতক • সোনাপুর-সিলেট-জাফলং • চাঁদপুর (ফরিদগঞ্জ)-কক্সবাজার • সোনাপুর-ফেনী • সানারপাড়-গাজীপুর • নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় • আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	৫৯৬.৮৯	৬২৩.১০	-২৬.২১

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	২৪	-	২৪
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৯	-	৯

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৪৪১)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৪৩০	১০
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	০১	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	-	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	২৫৪	৫
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**৬৮৫ জন**	**১৫ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- নতুন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও সংস্কার
- ডিপোর নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- ইয়ার্ড পুনঃনির্মাণ
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর
- কারিগরদের জন্য অত্যাধুনিক সেফটি টুলস এর ব্যবস্থা
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা চালু
- দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ডিপোর সকল শাখায় ইন্টারকম টেলিফোন লাইন সংযোজন করা হয়েছে।

খুলনা বাস ডিপো, খুলনা

চিত্র: খুলনা বাস ডিপোর অফিস ভবন (নির্মাণ ২০২৩)

এক নজরে খুলনা বাস ডিপো

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	০৯ মার্চ ২০০৪
০২	ঠিকানা	শিরোমনি, খুলনা
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব ওমর ফারুক মেহেদী, ম্যানেজার (অপারেশন)
০৪	ওয়েবসাইট	www.brtcdepot.khulna.gov.bd
০৫	ই-মেইল	khulnabusdipu@gmail.com
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৭২৯-৩৩৯৫১৯
০৭	ফোন	০২৪৭৭-৭০৭১৪৩
	জমির পরিমাণ	৪ একর ৯৩ শতাংশ
০৮	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ৯৯ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- ১৯ জন
০৯	চলমান বাস সংখ্যা	৪১ টি
১০	চলমান রুটসমূহ	• খুলনা-বেতাগি (এসি পুরাতন) • খুলনা-চরদুয়ানি (টিসি) • খুলনা-মুন্সিগঞ্জ-১ (টিসি) • খুলনা-মুন্সিগঞ্জ-২ (টিসি) • খুলনা-শ্যামনগর (টিসি) • খুলনা-রায়েন্দা-১(এসি পুরাতন) • খুলনা-রায়েন্দা-২(টিসি) • খুলনা-বরগুনা (টিসি) • খুলনা-পাথরঘাটা (টিসি) • যশোর-চরফ্যাশন (এসি পুরাতন) • খুলনা-নলছিটি (এসি) • খুলনা-কুয়াকাটা (এসি) • খুলনা-মুন্সিগঞ্জ-১(এসি) • খুলনা-মুন্সিগঞ্জ-২ (এসি) • যশোর-কুয়াকাটা (এসি) • খুলনা-বরিশাল (এসি) • খুলনা- পাথরঘাটা (এসি) • খুলনা-চট্টগ্রাম (এসি) • খুলনা-ঢাকা (এসি)

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	১,৪৮১.০০	১,৪৩৫.৫৯	৪৫.৪১

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৪১	২	৪৩
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৫	১	৬

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৩৭৫)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৩৫৫	৯
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	৫	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	৪	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	১	১
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	১৭৮	২২
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**৫৪৩ জন**	**৩২ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- ডিপোর প্রধান ফটক নির্মাণ
- প্রশাসনিক ভবন সংস্কার
- চালক/কন্ডাক্টরদের বিশ্রামাগার নির্মাণ
- নিরাপত্তা রুম সংস্কার
- প্রশাসনিক ভবনের সংস্কার
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ভবন নতুন সংস্কার
- মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল বোর্ড সংযোজন
- ডিপোর সীমানা প্রাচীর সংস্কার
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- নতুন র‍্যাম্প তৈরি
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন

বরিশাল বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল

চিত্র: বরিশাল বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২২)

এক নজরে বরিশাল বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৯২ খ্রি.	
০২	ঠিকানা	নথুল্লাবাদ, বরিশাল	
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ জামিল হোসেন, ম্যানেজার (অপারেশন)	
০৪	ওয়েবসাইট	http://brtcdepot.barisal.gov.bd/	
০৫	ই-মেইল	depotbarisal@brtc.gov.bd	
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৯১১-৯৯৮৬৮৯	
০৭	ফোন	০২-৪৭৮৮৬৪২১৭	
	জমির পরিমাণ	২.৪০ একর	
০৮	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী) - ১২৩ জন অস্থায়ী জনবল - ২৯ জন	
০৯	চলমান বাস সংখ্যা	৫৫ টি	
১০	চলমান রুটসমূহ	• বরিশাল-রংপুর • বরিশাল-খুলনা • বরিশাল- চাঁপাইনবাবগঞ্জ • বরিশাল-পাথরঘাটা • বরিশাল-মুন্সীগঞ্জ • বরিশাল-খুলনা • কুয়াকাটা-খুলনা • বরিশাল-কুয়াকাটা • বরিশাল-বামনা	• বরিশাল-গোপালগঞ্জ-খুলনা • বরিশাল-আমুয়া • কুয়াকাটা-ঢাকা • ভান্ডারিয়া-ঢাকা • বাউফল-ঢাকা • বরিশাল-ঢাকা • তালতলী-বরিশাল • বেতাগী-ঢাকা

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	৩৯৮৯.৫৮	২৭০০.০১	২৮৯.৫৭

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৫৫	-	৫৫
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৫	১	৬

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৭৩)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৬২	১
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	১০	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	-	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	২২৫	১৭
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**২৯৭ জন**	**১৮ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- প্রধান ফটক আধুনিকায়ন ও দৃষ্টিনন্দন
- যাত্রী ছাউনী আধুনিকায়ন
- যাত্রীদের জন্য উন্নতমানের ওয়াশরুম নির্মাণ
- পুরাতন টিনশেড বিল্ডিং সংস্কার ও দৃষ্টিনন্দন
- আধুনিক ক্লাশরুম নির্মাণ
- গার্ডরুম নির্মাণ
- র‍্যাম্প সংস্কার
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- পুকুরে বালু ভরাটের কাজ সম্পন্ন
- কাউন্টার সংস্কার ও দৃষ্টিনন্দন
- মসজিদ পুনঃসংস্কার
- ওয়ার্কিং শেড নির্মাণ
- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ

ময়মনসিংহ বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ

চিত্র: ময়মনসিংহ বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২৩)

এক নজরে ময়মনসিংহ বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	০২ নভেম্বর ২০১৮
০২	ঠিকানা	শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, ম্যানেজার (অপারেশন)
০৪	ওয়েবসাইট	http://brtcdepot.mymensingh.gov.bd
০৫	ই-মেইল	brtcmaymensinghn.bus@gmail.com
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৩২৪-২৯৩৯৫৭ (অফিস), ০১৭৭৭-৮০৪৪১২
০৭	ফোন	-
০৮	জমির পরিমাণ	২ একর ১০ শতাংশ
০৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা-কর্মচারী) - ৭৩ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী - ১২ জন
১০	চলমান বাস সংখ্যা	৩৫ টি
১১	চলমান রুটসমূহ	• ময়মনসিংহ-ভোলাগঞ্জ • ঘাটাইল-মৌলভীবাজার • ময়মনসিংহ-নান্দাইল • কিশোরগঞ্জ-ঢাকা • নকলা-ঢাকা • স্টাফ বাস

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	৯৩২.৪৭	৯২৩.৪৯	৮.৯৮

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৩৫	৩	৩৮
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৩	১	৪

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৬৮)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৬৮	১
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	৭	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	২	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	২১৫	৩৫
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**২৮২ জন**	**৩৬ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- গার্ডরুম ও বিশ্রামাগার নির্মাণ
- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- ইয়ার্ড উঁচুকরণ
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- নতুনভাবে র‍্যাম্প ও ওয়ার্কিং কক্ষ পুনঃনির্মাণ
- ইয়ার্ড নির্মাণ
- কারিগরদের জন্য সেফটি টুলস এর ব্যবস্থা
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়
- কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা চালু
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

সিলেট বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট

চিত্র: সিলেট বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রর প্রধান ফটক (সংস্কার ২০২২)

এক নজরে সিলেট বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১	প্রতিষ্ঠাকাল	২০০৬ খ্রি.
২	ঠিকানা	আলমপুর, সিলেট
৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ রোকনুজ্জামান, ম্যানেজার (অপারেশন)
4	ওয়েবসাইট	brtcdepot.sylhet.gov.bd
5	ই-মেইল	brtcsylhet101@gmail.com
৬	হটলাইন নম্বর	০২-৯৯৬৬৪৩৩২৯
৭	ফোন	০১৭১০-৩৫৮১৪২
৮	জমির পরিমাণ	১.৫ একর
৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ৭২ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- ৭ জন
১০	চলমান বাস সংখ্যা	৩৪ টি
১১	চলমান রুটসমূহ	• সিলেট - জকিগঞ্জ • সিলেট-আজমিরিগঞ্জ • সিলেট-ভোলাগঞ্জ • সিলেট-তারাকান্দি • সিলেট-লক্ষীপুর • সিলেট-চট্টগ্রাম • সুনামগঞ্জ-ঢাকা • নরসিংদী-ঢাকা • কিশোরগঞ্জ-ঢাকা

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	৮৩৯.৭৪	৮৪৩.৬২	-৩.৮৮

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৩৪	২	৩৬
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৫	২	৭

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৯০)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৬৭	১৩
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	৩	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	৩	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	৪	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	-	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	১৮৮	১২
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**২৬৫ জন**	**২৫ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- ডিপোর প্রধান ফটক সংস্কার
- প্রশাসনিক ভবন সংস্কার
- ইয়ার্ড সংস্কার
- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- ওয়ার্কিং শেড নির্মাণ
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন (APA) চুক্তি স্বাক্ষর
- কারিগরদের সুরক্ষা সরঞ্জাম
- র‍্যাম্প নির্মাণ
- প্রধান ফটকে ডিজিটাল সাইনবোর্ড স্থাপন
- ডিপোতে বালি ভরাট
- পয়ঃনিস্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংস্কার
- বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা
- অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা

টুঙ্গিপাড়া বাস ডিপো ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ

চিত্র: টুঙ্গিপাড়া বাস ডিপো ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২৩)

এক নজরে টুঙ্গিপাড়া বাস ডিপো

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৬ ডিসেম্বর ২০২০
০২	ঠিকানা	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব নীহার রঞ্জন মজুমদার, ম্যানেজার (অপারেশন)
০৪	ওয়েবসাইট	http://brtcdepot.tungipara.gopalganj.gov.bd
০৫	ই-মেইল	depottungipara@gmail.com
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৩২৪-২৯৩৯৫৮
০৭	ফোন	০২৪৭৮৮৬৫৩৩৩
	জমির পরিমাণ	বাস ডিপোর নিজস্ব কোন জমি নেই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের জমির একাংশ ব্যবহার করে বাস ডিপোর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
০৮	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী) - ৮৬ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী - ৭ জন
০৯	চলমান বাস সংখ্যা	১৯টি
১০	চলমান রুটসমূহ	• ঢাকা-খুলনা • ঢাকা-যশোর • ঢাকা-ফরিদপুর • ঢাকা-চিতলমারী • টুঙ্গিপাড়া-মুজিবনগর • মুজিবনগর-রাজশাহী • খুলনা-বরিশাল • খুলনা-বেনাপোল

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	১১৯৭.৮০	১১৬৩.৯৫	৩৩.৮৫

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	১৯	১	২০
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	১১	৪	১৫

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (২৩২৪)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	১১৯০	৪
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	১	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	১১২০	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	১	-
		ওরিয়েন্টেশন	৪	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৫৯৫	৫৫
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**২৯১৫ জন**	**৫৪ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- আধুনিক প্রধান ফটক নির্মাণ
- মসজিদ নির্মাণ
- ড্রাইভিং সিমুলেটর মেশিন স্থাপন
- ডিপো নিজস্ব ওয়েবসাইট চালুকরণ
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা চালুকরণ
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) চুক্তি স্বাক্ষর
- র‍্যাম্প নির্মাণ
- সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন
- মিনি কনফারেন্স রুম নির্মাণ
- ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম নির্মাণ
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

দিনাজপুর বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর

দিনাজপুর বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান ফটক (সংস্কার ২০২২)

এক নজরে দিনাজপুর বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
০২	ঠিকানা	মির্জাপুর, সদর, দিনাজপুর
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান , ম্যানেজার (অপারেশন)
০৪	ওয়েবসাইট	http://brtcdepot.dinajpur.gov.bd
০৫	ই-মেইল	brtcdinajpurbusdepot@gmail.com, depotdinajpur@brtc.gov.bd
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৩২৪-০৪৩০৭১
০৭	ফোন	০২-৫৮৯৯২৪২৬৭
০৮	জমির পরিমাণ	২.৪৩ একর
০৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ৬৭ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- ১২ জন
১০	চলমান বাস সংখ্যা	১৮ টি
১১	চলমান রুটসমূহ	• দিনাজপুর-রংপুর • দিনাজপুর-চিলমারী • দিনাজপুর-ভূরুঙ্গামারী • দিনাজপুর-কুয়াকাটা • দিনাজপুর-বেনাপোল • দিনাজপুর-কানসাট • দিনাজপুর-চাঁপাইনবাবগঞ্জ • পঞ্চগড়-লক্ষীপাশা • রংপুর-পঞ্চগড় • হাঃবিঃপ্রঃবিঃ-দিনাজপুর বড় মাঠ (স্টাফ বাস)

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	১০১৩.৭০	১০১৮.৭৮	৫.০৮

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	১৮	১	১৯
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৬	১	৭

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৪৬৫)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৯০	৮
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	১৯	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	১০	১
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	২৫	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	১২	-
		বেসিক ড্রাইভিং (হালকা) ও আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা) (আনসার ও ভিডিপি)	৩০০	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	২৫৫	৩৮
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**৭১১ জন**	**৪৭ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- প্রধান ফটক সংস্কার এবং ডিজিটাল ব্যানার স্থাপন
- প্রশাসন শাখাকে নতুন করে সংস্কার
- প্রশিক্ষণ শাখাকে নতুন করে সংস্কার
- ট্রাফিক শাখার রুম তৈরি
- অত্যাধুনিক ড্রাইভিং ট্র্যাক নির্মাণ
- ড্রাইভিং প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ডিজিটাল ক্লাস রুম প্রস্তুত
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) স্বাক্ষর
- ইয়ার্ড সংস্কার
- স্থায়ী কারিগর ও দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কারিগরদের রুম সংস্কার
- ডিপোর প্রধান গেইট সংলগ্ন পূর্ব প্রান্তের সীমানা প্রাচীর নতুন করে সংস্কার
- র‍্যাম্প নির্মাণ
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

পাবনা বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পাবনা

চিত্র: পাবনা বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবন (সংস্কার ২০২২)

এক নজরে পাবনা বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	২০০৩ খ্রি.	
০২	ঠিকানা	শালগাড়ীয়া, পাবনা	
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ সালাউদ্দিন রুমী, ম্যানেজার (অপারেশন)	
০৪	ওয়েবসাইট	http://brtcdepot.pabna.gov.bd	
০৫	ই-মেইল	pabnabrtc2021@gmail.com	
০৬	হটলাইন নম্বর	০২-৫৮৮৮৪৪৭৬৮	
০৭	ফোন	০১৭১৫-১০৩৪২৪	
	জমির পরিমাণ	২.০৫ একর	
০৮	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ৯৫ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- ১৪ জন	
০৯	চলমান বাস সংখ্যা	৪২ টি	
১০	চলমান রুটসমূহ	• পাবনা-দিনাজপুর • পাবনা-নওগাঁ • পাবনা-কানসাট • পাবনা-পাথরঘাটা • রাজশাহী-নওগাঁ • রাজশাহী-সাপাহার • পাবনা টু সোনামসজিদ	• রাজশাহী-পাঁচবিবি • রাজশাহী-আমুয়া • রাজশাহী-মুজিবনগর • রাজশাহী টু মুজিবনগর- চুয়াডাঙ্গা • কানসাট-শ্যামনগর • পাবনা টু কুয়াকাটা

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	১,৫৯৫.০১	১,৪৭৬.১১	১১৮.৯০

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৪২	-	৪২
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৬	-	৬

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৩০২)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	১২	১
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	৯	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)		-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	-	-
		বেসিক ড্রাইভিং (হালকা) ও আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা) (আনসার ও ভিডিপি)	২৮০	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৮৮	৯
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**৩৮৯ জন**	**১০ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- প্রশাসনিক ভবন নতুন করে সংস্কার
- র‍্যাম্প মেরামত
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন (APA) চুক্তি স্বাক্ষর
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- যাত্রী সাধারণের বসার জন্য আধুনিক মানের বিশ্রামাগার তৈরী
- কারিগরদের জন্য সেফটি টুলস প্রদান
- ভবনের সামনে ইয়ার্ড সংস্কার
- সীমানা প্রাচীর নতুন ভাবে নির্মাণ
- বর্তমানে মেডিকেল সরঞ্জাম (ফাস্ট এইড) ক্রয়
- কাউন্টারে বর্তমানে ডিজিটাল ব্যানার নতুনভাবে তৈরি
- ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

রংপুর বাস ডিপো, রংপুর

চিত্র: রংপুর বাস ডিপোর প্রধান ফটক (সংস্কার ২০২২)

এক নজরে রংপুর বাস ডিপো

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৮৯ খ্রি.	
০২	ঠিকানা	আর. কে রোড, পো: বাবুখাঁ, রংপুর	
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ জুলফিকার আলী, ম্যানেজার (অপারেশন)	
০৪	ওয়েবসাইট	http://brtcdepot.rangpur.gov.bd	
০৫	ই-মেইল	depotrongpur@brtc.gov.bd	
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৯৭৭-০১০০৬৮	
০৭	ফোন	০২৫৮৯৯৬৭৮৫২, ০১৮১৪৪৯৮৬৬১	
০৮	জমির পরিমাণ	০.৫৬ একর	
০৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ১২২ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- ১৪ জন	
১০	চলমান বাস সংখ্যা	৪১ টি	
১১	চলমান রুটসমূহ	• পঞ্চগড়-পিরোজপুর-নৈশ • পঞ্চগড়-চাঁপাই-দিবা • পঞ্চগড়-মংলা-নৈশ • কুড়িগ্রাম-শ্যামনগর-দিবা • রংপুর-শ্যামনগর-নৈশ • হরিপুর-চাঁপাই • ভুরুঙ্গামারী-চাঁপাই • টুনিরহাট-গাইবান্ধা • চিলমারী-দেবীগঞ্জ • রংপুর-পঞ্চগড়	• রংপুর-পঞ্চগড় • রংপুর-পঞ্চগড় • রংপুর-পঞ্চগড় • রংপুর-পঞ্চগড়-আটোয়ারী-১ • রংপুর-পঞ্চগড়-আটোয়ারী-২ • রংপুর-ধামুইরহাট-সাপাহার • রংপুর-সাকোয়া • রংপুর-গোপালগঞ্জ-দিবা • পাগলাপীর-পীরগঞ্জ

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	২১৩৪.২০	২০২১.৬১	১১২.৫৯

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৪১	২	৪৩
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	-	-	-

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- ডিপোর প্রধান ফটকে ডিজিটাল সাইনবোর্ড সংযোজন
- ইয়ার্ড সংস্করণ
- ইন্টারকম টেলিফোন সংযোগ স্থাপন
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন (APA) চুক্তি স্বাক্ষর
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- অত্যাধুনিক মানের সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- হিসাব, ট্রাফিক ও ষ্টোর শাখার জন্য ০৩টি নতুন কক্ষ নির্মাণ
- কারিগরদের জন্য সেফটি টুলস এর ব্যবস্থাকরণ
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা চালু

বগুড়া বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বগুড়া

চিত্র: বগুড়া বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রর অফিস ভবন (সংস্কার ২০২২)

এক নজরে বগুড়া বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১	প্রতিষ্ঠাকাল	০৮ এপ্রিল ১৯৭৮	
২	ঠিকানা	স্টেশন রোড, সাতমাথা, বগুড়া	
৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ শাহিনুল ইসলাম, ম্যানেজার (অপারেশন)	
৪	ওয়েবসাইট	brtcdepot.bogra.gov.bd	
৫	ই-মেইল	depotbogra@brtc.gov.bd	
৬	হটলাইন নম্বর	০১৪০৪-০৩০৮০৮	
৭	ফোন	০২৫-৮৯৯০৪৩৯২	
৮	জমির পরিমাণ	৪.৭৬ একর।	
৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ৯৯ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- ৩৭ জন	
১০	চলমান বাস সংখ্যা	৩৯টি	
১১	চলমান রুটসমূহ	• বগুড়া-রহনপুর • বগুড়া-চৌডালা • বগুড়া-কানষাট • বগুড়া-বাংলাবান্ধা • বগুড়া-জয়পুরহাট • বগুড়া-নওগাঁ • বগুড়া-সাপাহার • রাজশাহী- সাপাহার • পীরগঞ্জ-পাগলাপীর • নীতপুর-ঢাকা	• রাজশাহী- রহনপুর • রাজশাহী-নীতপুর • রাজশাহী-ভোলাহাট • পঞ্চগড়-খুলনা • রংপুর-কিশোরগঞ্জ • বগুড়া-দিনাজপুর • পঞ্চগড়-পটুয়াখালী • ভুরুঙ্গামারী-গোপালগঞ্জ • কুড়িগ্রাম-পিরোজপুর

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	১৯০৫.৫৮	১৭৫৯.৪০	১৪৬.১৮

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৩৯	০	৩৯
	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান			

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (২১৬)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	১৩৩	৩২
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	৪২	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	৪	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	২	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	৩	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	১৯২	৮
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**৩৭৬ জন**	**৪০ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- ডিপো মসজিদ প্রশস্থকরণ, সংস্কার ও দৃষ্টিনন্দন
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়
- কারিগরদের জন্য আধুনিক সেফটি টুলস ক্রয়
- ডিপোর সার্বিক কর্মপরিবেশ উন্নতকরণ
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- ডিপোর প্রধান ফটক আধুনিকায়ন
- সীমানা প্রাচীর সংস্কার ও রং করা
- ডিপো ইয়ার্ড সংস্কার
- ডিপোর মূল কাউন্টার আধুনিকায়ন
- যাত্রী অপেক্ষমান কেন্দ্র আধুনিকায়ন
- ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংস্কারকরণ
- সিসি ক্যামেরার স্থাপন
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন (APA) চুক্তি স্বাক্ষর।

কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও

চিত্র: কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও, ঢাকার প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২২)

এক নজরে তেজগাঁও কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	০৮ মার্চ ১৯৬১
০২	ঠিকানা	৩২ শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, ইউনিট প্রধান
০৪	ওয়েবসাইট	www.brtccws-tejgaon.dhaka.gov.bd
০৫	ই-মেইল	brtccws@gmail.com
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৯৭৭১১৯৮০৩
০৭	ফোন	০২-৪৮১১৭৮৭০
	জমির পরিমাণ	৪.৩৩ একর
০৮	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী) - ৪৮ জন দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মচারী - ১২ জন
০৯	যে সকল প্রতিষ্ঠানের গাড়ির মেরামত কাজ করা হয় তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ সংসদ সচিবালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা ওয়াসাসহ ১২০টি প্রতিষ্ঠান।

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	৭১০.৩৬	৬৮৯.৩৩	২১.০৩

কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ
- ইয়ার্ড সংস্কার
- প্রধান ফটক সংস্কার করে পুণঃনির্মাণ
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- টেকসই মেরামতের জন্য নতুন টুলস এবং ইকুইপমেন্ট ক্রয়
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন (APA) চুক্তি স্বাক্ষর
- নতুন পেন্টিং বুথ তৈরি
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা চালু
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- ওয়ার্কিং শেড নির্মাণ

সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা (আইসিডব্লিউএস), গাজীপুর

চিত্র: সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, গাজীপুরের প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২২)

এক নজরে সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা

১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৮১ খ্রি.
২	ইউনিটের পূর্ণ ঠিকানা	টেকনগপাড়া, চান্দনা চৌরাস্তা, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০২
৩	ইউনিট প্রধানের নাম	প্রকৌশলী ফাতেমা বেগম, মহাব্যবস্থাপক (আইসিডব্লিউএস)
৪	ওয়েবসাইট	www.brtcicws.gazipur.gov.bd
৫	ই-মেইল	icwsgazipur@gmail.com
৬	হট-লাইন নম্বর	০১৯১০-৭৮১৯০৭
৭	ইউনিট প্রধানের ফোন/মোবাইল নম্বর	০২-২২৪৪২৩০৭১
৮	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী) - ৩৪ জন দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মচারী - ৪ জন
৯	ডিপো/ইউনিটের ভারী মেরামতকৃত বাস/কার সংখ্যা	১০৫ টি গাড়ী মেরামত সম্পন্ন
১০	চলমান কার্যক্রম	অত্র ওয়ার্কশপে বিভিন্ন ডিপোর আরও ১২টি গাড়ীর ভারী মেরামত কাজ চলমান রয়েছে।

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	-	৩৯৭.৪০	-

আইসিডব্লিউএস'র উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- প্রশাসনিক ভবন সংস্কার
- ইয়ার্ড সংস্কার
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- ওয়ার্কশপ শেড সংস্কার
- জরাজীর্ণ ওয়ার্কং শেড সংস্কার
- মেরামত কাজে অত্যাধুনিক টুলস সংযোজন
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সেবা চালু
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

ঝিনাইদহ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহ

চিত্র: ঝিনাইদহ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবন

এক নজরে ঝিনাইদহ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	২০০৪ খ্রি.
০২	ঠিকানা	লাউদিয়া, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব ব্যাসদেব সরকার, ইউনিট প্রধান
০৪	ওয়েবসাইট	http://brtctan. Jhenaidha.gov.bd
০৫	ই-মেইল	brtc2016@gmail.com
০৬	হটলাইন নম্বর	০২-৪৭৭৭৬২১৪১
০৭	ফোন	০১৭১৮-১৮৩৫৮৯
০৮	জমির পরিমাণ	৩ একর
০৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)- ১০ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী- ১ জন
১০	চলমান প্রশিক্ষণ কার সংখ্যা	০৫ টি

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	৪.৮৪	৪.৯২	-.০৮২

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৪	১	৫

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৩৯)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৩০	২
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	৫	০১
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন	১	-
	SEIP প্রকল্প	মোটরযান ড্রাইভিং এবং গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ (হালকা)	৪১৬	৪৬
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**৪৫২ জন**	**৪৯ জন**

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- প্রধান ফটক নির্মাণ
- বড় দুটি রুম নির্মাণ
- ইয়ার্ড উঁচুকরণ ও সংস্কার
- প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক ট্যুলস ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা
- কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা চালু
- প্রধান কার্যালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) চুক্তি স্বাক্ষর
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্যপঞ্জি ও স্মরণিকা প্রকাশ
- ডিজিটাল ফিঙ্গার প্রিন্টের সাহায্যে হাজিরা চালু
- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুম নির্মাণ
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন

যশোর ট্রেনিং সেন্টার, যশোর

চিত্র: যশোর ট্রেনিং সেন্টার এর প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২২)

এক নজরে যশোর ট্রেনিং সেন্টার

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	২০০৪ খ্রি.
০২	ঠিকানা	উপশহর, নিউমার্কেট, যশোর
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব ব্যাসদেব সরকার, ইউনিট প্রধান
০৪	ওয়েবসাইট	http://brtctan.jashore.gov.bd
০৫	ই-মেইল	brtc2016@gmail.com
০৬	হটলাইন নম্বর	০২৪৭৭৭৬২১৪১
০৭	ফোন	০১৭১৮-১৮৩৫৮৯
০৮	জমির পরিমাণ	০.৫ একর
০৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী) - ১২ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী - ১ জন
১০	চলমান প্রশিক্ষণ কার সংখ্যা	০৪ টি

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	৮০.৭৪	৭.৬১	০.৪৬

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৩	১	৪

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (১২২)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৮৭	৯
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	২	২
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	১২	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	২৯৪	৩১
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**৪০৫ জন**	**৪২ জন**

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক
- ক্লাস রুম নির্মাণ
- 'বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ' কর্ণার স্থাপন
- আধুনিক ট্যুলস ও সরঞ্জাম সরবরাহ
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- তথ্যপঞ্জি ও স্মরণিকা প্রকাশ
- ডিজিটাল ফিঙ্গার প্রিন্টের সাহায্যে হাজিরা চালু
- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুম নির্মাণ
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়

উথলী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিবালয়, মানিকগঞ্জ

চিত্র: উথুলী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২৩)

এক নজরে উথুলী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৭৩ সালে বাস ডিপো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে বন্ধ হয়ে যায় পরে ২০০৫ সালে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
০২	ঠিকানা	বিআরটিসি উথুলী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিবালয়, মানিকগঞ্জ
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ নায়েব আলী, ইউনিট প্রধান
০৪	ওয়েবসাইট	প্রযোজ্য নয়
০৫	ই-মেইল	brtcutc998@gmail.com
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৪০৯-৫১৪২৫৮
০৭	ফোন	+৮৮০২৯৯৬৬১৬০১০
০৮	জমির পরিমাণ	৩.৭৯ একর
০৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী) - ১১ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী - ১ জন

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	৪৫.২৮	২৯.১৬	১৬.১২ (বেতন ব্যতীত)

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৮	-	৮

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৪২৫)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৩০৭	৯
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	৬	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	২	-
		স্কুটি ড্রাইভিং	-	১০১
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	২২১	২৯
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**৫৩৬ জন**	**১৩৯ জন**

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- ইয়ার্ড নির্মাণ
- গার্ডরুম নির্মাণ
- নতুন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন
- নতুন ওয়ার্কিং শেড নির্মাণ
- র‍্যাম্প পুনঃনির্মাণ
- নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- পুরাতন দ্বিতল ভবন সংস্কার
- (৫০×২০) বর্গফুট ওয়ার্কিংশেড নির্মাণ
- ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড স্থাপন
- ক্লাশরুমে পিএ সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জমাদি ও সেবা চালু
- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুম নির্মাণ

রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুর

চিত্র: রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিস ভবন (নির্মাণ ২০২৩)

এক নজরে রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	১৭ অক্টোবর ২০২১
০২	ঠিকানা	তাজহাট, রংপুর সদর, রংপুর
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ জুলফিকার আলী, ইউনিট প্রধান
০৪	ওয়েবসাইট	http://brtcdepot.rangpur.gov.bd
০৫	ই-মেইল	brtcrangpurtc2021@gmail.com
০৬	হটলাইন নম্বর	০২-৫৮৮৮১০৭৯৩
০৭	ফোন	০১৭১২-৩৮২১৪৪
০৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী) - ৪ জন
১০	প্রশিক্ষণ কার সংখ্যা	০৩টি

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	৭.৮৮	১০.০৭	-২.১৮

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৪	-	৪

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (১০৩)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৮৪	৭
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	-	৩
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	৬	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	৩	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	১৮৪	২০
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**২৭৭ জন**	**৩০ জন**

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- প্রধান ফটক নির্মাণ
- ভর্তি ও তথ্য কেন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকায়ন
- ক্লাসরুম সংস্কার ও অধুনিকীকরণ
- দক্ষিণ এবং পূর্ব পার্শ্বে নতুন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- ক্লাসরুমে নতুন ফার্নিচার ও ডিজিটাল বোর্ড সংযোজন
- সিমুলেটর রুম সংস্কার ও সিমুলেটর স্থাপন
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্যপুঞ্জি ও স্মরণিকা প্রকাশ
- বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা

সিরাজগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ

চিত্র: সিরাজগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান ফটক (নির্মাণ ২০২৩)

এক নজরে সিরাজগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	১২ মার্চ ২০২০
০২	ঠিকানা	নিউ ঢাকা রোড, রেলগেট, সিরাজগঞ্জ
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ হাসিবুর রহমান, ইউনিট প্রধান
০৪	ওয়েবসাইট	কার্যক্রম চলমান
০৫	ই-মেইল	sirajganjbrtc@gmail.com
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৮৩৪-২০৯০৪০
০৭	ফোন	+৮৮০২৫৮৮৮৩০৪৮০
০৮	জমির পরিমাণ	০.৬১ একর
০৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী) - ৯ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মচারী - ১ জন

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	১০.০৯	৪৩.২৪	-৩৩.১৪

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	৪	-	৪

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (৭১)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	৬০	৯
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)	২	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	-	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	২৫৮	৪২
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**৩২০ জন**	**৫১ জন**

ডিপোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক নির্মাণ
- ইয়ার্ড নির্মাণ
- নতুন ওয়ার্কিং শেড নির্মাণ
- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুম নির্মাণ
- প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা চালু
- নতুন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন

কক্সবাজার বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কক্সবাজার

চিত্র: কক্সবাজার বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

এক নজরে সিরাজগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

০১	প্রতিষ্ঠাকাল	২০২৪
০২	ঠিকানা	কক্সবাজার
০৩	ইউনিট প্রধানের নাম ও পদবী	জনাব মোঃ জাফর আহমেদ, ইউনিট প্রধান
০৪	ওয়েবসাইট	কার্যক্রম চলমান
০৫	ই-মেইল	coxesbazarbrtc@gmail.com
০৬	হটলাইন নম্বর	০১৭৭৭-৩৯৭৮৪৩
০৭	ফোন	০১৭৭৭-৮০৪৪১২
০৮	জমির পরিমাণ	
০৯	জনবল	স্থায়ী জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী) - ১৪ জন

আয়-ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	লাভ/ক্ষতি
২০২৩-২০২৪	১৪.৮৪	১৫.২১	-০.৩৭

যানবাহনের তথ্য

অর্থবছর	কার্যক্রম	সচল যান	ভারী মেরামতাধীন	মোট যান সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যান	১	-	১

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প	কোর্সের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			পুরুষ	মহিলা
২০২৩-২০২৪	নিজস্ব (০০)	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)	১৩	০
		বেসিক ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (হালকা)		-
		আপগ্রেডিং ড্রাইভিং (ভারী)	-	-
		ওরিয়েন্টেশন (হালকা)	-	-
		বেসিক মটর সাইকেল/স্কুটি	-	-
	SEIP প্রকল্প	বেসিক ড্রাইভিং (হালকা)		
		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	**১৩ জন**	

বিআরটিসি'র সেবাসমূহ

সিটি বাস সার্ভিস

বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বিআরটিসি বাসের মাধ্যমে সিটি বাস সার্ভিস পরিচালিত হচ্ছে। সরকার নির্ধারিত ভাড়ায় নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে যাত্রীসেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটিসি ঢাকা শহরের ৪১টি রুটে ৪৫০ টি বাস ও চট্টগ্রামে শহরে ১টি রুটে ৯টি দ্বিতল বাস সিটি বাস সার্ভিস হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। এতে শহরের যাত্রীগণ নির্ধারিত ভাড়ায় নিরাপদে ভ্রমণ সুবিধা পাচ্ছে।

আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস

বিআরটিসি বাস প্রত্যেক জেলা/উপজেলাসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুলভ মূল্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে যাত্রী সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। বিআরটিসি'র বিভিন্ন মডেলের ৪২০টি (এসি, নন এসি) বাস দ্বারা দেশের ১৬৭টি বিভিন্ন রুটে বাস চলাচল করছে।

আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস

দেশের ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে বিআরটিসি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও যাত্রীসেবা প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে গত ০৯ জুলাই, ১৯৯৯ তারিখ হতে ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা রুটে বিআরটিসি'র ২টি বাস দ্বারা আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু করা হয়। পরবর্তীতে যাত্রী সাধারণের চাহিদার প্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা, ঢাকা-শিলং-গৌহাটি-ঢাকা, ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা ও ঢাকা-আগরতলা-ঢাকাসহ মোট ৫টি আন্তর্জাতিক রুটে বিআরটিসি'র বাস চলাচল করত। কিন্তু বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে বাস চলাচল বন্ধ ছিল। গত ১০ জুন, ২০২২ তারিখ হতে পুনরায় ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা, ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা ও ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা আন্তর্জাতিক ৪টি রুটে বিআরটিসি'র বাস চলাচল করছে। এতে যাত্রীসেবার পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য ও আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্টাফ বাস সার্ভিস

সচিবালয়সহ সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার্থে বড় শহরে বিআরটিসি কর্তৃক স্টাফ বাস পরিচালনা করা হচ্ছে। ঢাকাসহ সারাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র ১৮১টি বাস নিয়মিত চলাচল করছে। ফলে শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌছাতে সুবিধা হচ্ছে।

মহিলা বাস সার্ভিস

বর্তমানে ঢাকা সিটিতে ৮টি বাস মহিলা বাস সার্ভিস হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে, যা বিভিন্ন পেশাজীবী নারীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে স্বস্তিদান করছে।

স্কুল/কলেজ বাস সার্ভিস

ঢাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বল্প ভাড়ায় ও নিরাপদে যাতায়াতের সুবিধার্থে এয়ারপোর্ট-শহীদ রমিজ উদ্দিন স্কুল রুটে ১টি বাস এবং চট্টগ্রাম শহরের শিক্ষার্থীদের স্বল্প ভাড়ায় ও নিরাপদে যাতায়াতের জন্য ১০টি বিআরটিসি'র বাস স্টুডেন্ট বাস সার্ভিস হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

আপদকালীন যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহন

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশে জাতীয় স্বার্থে জরুরিভাবে যাত্রীসেবা প্রদান, খাদ্যপণ্য, সার এবং ত্রাণ সামগ্রীসহ অন্যান্য পণ্য বিভিন্ন স্থানে সরবরাহের কাজে বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাক ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাসে আসন সংরক্ষণ

মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধীদের আরামপ্রদ ও নির্বিঘ্নে যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে ১৫টি আসন সংরক্ষিত আছে।

বিআরটিসি'র পর্যটক বাস সার্ভিস

পর্যটন সেবায় বিআরটিসি ভূমিকা রাখতে পারে এমন ভাবনা ২০২১ সালের পূর্বে ছিল কল্পনাতীত। বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এর উদ্ভাবনী দক্ষতার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে বিআরটিসি 'পর্যটক বাস সার্ভিস'। বিআরটিসি কারিগরি সক্ষমতায় তৈরি ছাদখোলা বাসে 'পর্যটক বাস সার্ভিস' চট্টগ্রামে উদ্বোধনের পর জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এরই ধারাবাহিকতায় কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভে সার্ভিসটি চালু করা হয় যা আগত পর্যটকদের ভ্রমণকে আরো বেশি আনন্দময় ও নিরাপদ করে তুলেছে।

দিবস উদ্‌যাপন

নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপন

২২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ রোজ রবিবার নানা কর্মসূচির মাধ্যমে বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়সহ সকল ডিপো/ইউনিটসমূহ জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষে বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয়সহ সকল ডিপো/ইউনিট সমূহে আলোকসজ্জা, ব্যানার ও ফেস্টুন দিয়ে সুসজ্জিত করা হয় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত আলোচনা সভা, র‍্যালি/শোভা যাত্রায় বিআরটিসি'র ডিপো/ইউনিট প্রধান ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশ গ্রহণ করেন।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষে বিআরটিসি প্রধান কার্যালয়সহ সকল ডিপো/ইউনিটসমূহ আলোকসজ্জা ও ব্যানার ফেস্টুনের মাধ্যমে দৃষ্টিনন্দন করা হয়। বিআরটিসি'র সকল ডিপো/ইউনিটে আলোচনা সভা, কেক কাটা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরষ্কার বিতরণ, মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ-সহ সকল বাংলা ভাষা ভাষী সম্প্রদায়ের কাছে একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। দিবসটি বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের মর্মন্তুদ ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)'র প্রধান কার্যালয়সহ সকল ডিপো/ইউনিটে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

৮ই মার্চ নারী দিবস উদ্‌যাপন

প্রতি বছর মার্চ মাসের ০৮ তারিখ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়। এ দিবসটি উদ্‌যাপনের পিছনে রয়েছে নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭ সালে মজুরী বৈষম্য, কর্ম ঘন্টা নির্ধারণ, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। প্রতি বছর বাংলাদেশ সরকার যথাযথ মর্যাদার সহিত এ দিবসটি পালন করে। বিআরটিসি এই প্রথমবারের মত নারী দিবসে 'তথ্যপঞ্জি ও স্মরণিকা ২০২৩' প্রকাশ করেছে।

২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। দিবসটি পালনে আমরা যেমন আনন্দ প্রকাশ করি তেমনই মনে পড়ে যায় সেই সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয় সহ সকল ডিপো/ইউনিট বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছে।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বিআরটিসি'র কার্যক্রম

পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ২০২৪ সালে মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মেলায় দর্শণার্থীদের যাতায়াতের বাহন হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বিআরটিসি। প্রতিবছর এ মেলায় আগত দর্শনার্থীদের নিরাপদে মেলায় যাতায়াতের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন। এরই ধারাবাহিকতায় ৩য় বারের মতো ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৪-এ আগত যাত্রীদের নিরাপদ ও সাশ্রয়ী ভাড়ায় যাতায়াত নিশ্চিত করছে।

বিআরটিসি ডিজিটাল কার্যক্রম সম্প্রসারণ

প্রশিক্ষণার্থীগণ অতি সহজে ঘরে বসেই অনলাইনে ই-রেজিস্ট্রেশন ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধমে ফি পরিশোধ করে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য আবেদন করতে পারেন।

ই টিকেটিং ও অনলাইনে টিকেটিং সিস্টেম

ঢাকাস্থ ৬টি বুথের মাধ্যমে ঝামেলামুক্তভাবে স্বল্প সময়ে ই-টিকেটিং এর মাধ্যমে টিকেট সংগ্রহ করা যাচ্ছে। এ যাবত প্রায় ১৫ লক্ষ যাত্রী ই-টিকেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করে টিকেট সংগ্রহ করেছেন। এছাড়াও সম্প্রতি বিআরটিসি বাসে অনলাইন টিকেটিং সিস্টেম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।

ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম (VTS)

ভিটিএসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব বৃদ্ধি, গাড়ি অবস্থান নিশ্চিতকরণ, গতিবিধি এবং মাইলেজ নির্ধারণের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র ১২০১টি বাস ও ট্রাকে ভ্যাহিকল ট্রাকিং সিস্টেম (ভিটিএস) স্থাপন করা হয়েছে।

বিআরটিসির ডিপো/ইউনিট মনিটরিং করার জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অনিয়ম দূর করার লক্ষ্যে বিআরটিসির সকল ডিপো/ইউনিটে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। সকল ডিপো/ইউনিটে প্রায় ২৫০টি সিসি ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে। অনলাইনে হেড অফিস থেকে সকল ডিপো/ইউনিটসমূহ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

ডিপোর নিরাপত্তার স্বার্থে সিসি ক্যামেরা স্থাপন

"আমাদের বিআরটিসি অ্যাপ"

জনসাধারণকে আধুনিক যাত্রী সেবা প্রদানের অংশ হিসেবে "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপ চালু করা হয়েছে। গুলিস্থান-নারায়ণগঞ্জ, কুড়িল বিশ্বরোড-বিশনন্দী রুটে আমাদের বিআরটিসি অ্যাপ্স কার্যকর রয়েছে। তাছাড়া পরবর্তীতে ঘাটারচর-কাচপুর, ঢাকা-লক্ষীপুর, মহাখালী-কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা-নবাবগঞ্জসহ মোট ০৬টি রুটে "আমাদের বিআরটিসি অ্যাপ" চালু করা হয়েছে। এ অ্যাপের মাধ্যমে জনসাধারণ/ব্যবহারকারী মোবাইল অ্যাপ এ রুট ও বাসের সঠিক সময় ও অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে। এ যাবত প্রায় ১৫,০০০ জন যাত্রী "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপ ব্যবহার করেছেন।

বিআরটিসি ডিজিটাল ও ফ্লিন্ট ম্যানেজমেন্ট

বিআরটিসি'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আনায়নের লক্ষ্যে ডিপো/ইউনিটের বাস ও ট্রাকের আয়-ব্যয়, যন্ত্রাংশ ও জ্বালানী ক্রয়সহ সকল কার্যক্রম অনলাইন ও অফলাইনে পরিলক্ষিত হয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রাথমিকভাবে ০৬টি ডিপো (জোয়ারসাহারা, কল্যাণপুর, গাবতলী, মোহাম্মদপুর, যাত্রাবাড়ী ও নারায়ণগঞ্জ) এবং ০২টি ওয়ার্কসপ (সিডব্লিউএস, তেজগাঁও ও আইসিডব্লিউএস, গাজীপুর) এর মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে বিআরটিসি ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিআরটিসি'র সকল ডিপোতে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করা হবে।

এসি বাসে WiFi সংযোগ প্রদান

বিআরটিসি'র বহরে সংযুক্ত ২০০টি একতলা এসি বাসের মধ্যে ১৯১টি বাসে WiFi সংযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা/সুবিধা চালু করা হয়েছে। এর ফলে যাত্রীসাধারণ বাসে বসেই বিনামূল্যে উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা পাচ্ছেন।

BRTC GF অ্যাপ

বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশনায় বিআরটিসি'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ঘরে বসেই BRTC GF অ্যাপের মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সহজেই সিপিএফ/গ্র্যাচুইটি/ছুটি নগদায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানতে পারে। বিআরটিসির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ BRTC GF অ্যাপ হতে গ্রাচুইটির তথ্য জানার প্রক্রিয়া।

প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়

বিআরটিসি

বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে রিপোর্টার্স ফর রেল এন্ড রোড-এর সদস্যবৃন্দ

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়
বুধবার, ২৮ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ১২ শেষপাতা

যাত্রীর 'ভরসা' হয়ে ওঠা বিআরটিসি সেবা অব্যাহত থাকবে?

তাওহীদুল ইসলাম ●

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) বহরে সারাদেশে বাস আছে প্রায় এক হাজার ৩৫০টি। এর মধ্যে ২৬৫টি বাসের মেয়াদ আছে আগামী বছর পর্যন্ত।

২৬৫ বাসের মেয়াদ আছে ২০২৫ পর্যন্ত

বহরে নতুন বাস কবে যোগ হবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়। ফলে হরতাল-ধর্মঘটসহ যে কোনো সংকটে যাত্রীদের 'ভরসা' হয়ে ওঠা বিআরটিসি তাদের সেবা অব্যাহত রাখতে পারবে কিনা, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আবার বেসরকারি বাসের ওপর অতিনির্ভরতা যাত্রীদের দুর্ভোগ ও ভোগান্তির একটা কারণ। এ ক্ষেত্রে সরকার বিআরটিসির বাসে নজর দিলে জিম্মি দশা থেকেও যাত্রীরা রেহাই পেতেন বলে মনে করেন অনেকে।

১৯৬১ সালে যাত্রা শুরু হলেও বিআরটিসি এখনো লাভজনক হয়নি। বেতন দিতে না পারায় প্রায়ই আন্দোলনে ■ এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ১

যাত্রীর 'ভরসা' হয়ে ওঠা বিআরটিসি সেবা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) নামতে হয় শ্রমিকদের। অর্থাভাবে গাড়ি মেরামত ও জ্বালানি খরচ মেটাতেও হিমশিম খেতে হয়। এখন সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ২০২১ সালের পর বকেয়াসহ বেতন পরিশোধ করা যাচ্ছে। দেরিতে হলেও লাভের মুখ দেখছে করপোরেশনটি। কিন্তু বহরে থাকা অপ্রতুল বাস দিয়ে কাঙ্ক্ষিত যাত্রীসেবা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

বিআরটিসির বহরে ভারতের টাটা কোম্পানির আছে ২৩০টি, অশোক লিল্যান্ডের ৮৭২টি, চীনের ফাও কোম্পানির একটি, ডংফেং ইয়াংশির ১০৭টি ও দক্ষিণ কোরিয়ার দাইয়্যু থেকে আনা ১৪০টি বাস রয়েছে। দ্বিতল বাস রয়েছে ৫৬৫টি। এর মধ্যে চলাচল করছে ৫৪৫টি। বাকি ২০টির মেরামত চলছে। ৫৬৫টি বাসের মধ্যে ২৬৫টির মেয়াদ আগামী বছর শেষ হবে।

বিআরটিসির কর্মকর্তারা জানান, গণপরিবহনের চাহিদা মেটাতে ইলেকট্রিক বাস আমদানি করা হবে। এর মধ্যে অগ্রাধিকারে রয়েছে ১০০টি একতলা এসি বাস। সঙ্গে স্পেয়ার পার্টস ১৫ শতাংশ, ইলেকট্রিক চার্জিং স্টেশন থাকবে ২৫টি, চার্জিং স্টেশন অবকাঠামো থাকবে ২০টি এবং রেকার আনা হবে ২৫টি।

বিআরটিসির চেয়ারম্যান আজুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, করপোরেশনকে গণপরিবহনবান্ধব করা হয়েছে। যাত্রীদের চাহিদা পূরণকে প্রাধান্য দিয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছে বিআরটিসি। আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও সেবার মান উন্নয়ন- এটি হচ্ছে স্লোগান। ইতোমধ্যে লাভের মুখ দেখতে পেরেছে, যা ছিল অচিন্তনীয়। আমরা চেষ্টা করছি যাত্রীচাহিদা পূরণে পদক্ষেপ নিতে। তিনি আরও জানান, গত তিন বছরে বিআরটিসির ৪০০ অচল গাড়ি নিজস্ব জনবল দিয়ে সচল করা হয়েছে। এগুলো আগামী ৫ বছর চলবে। এসব বাস অকেজো ছিল। আবার যেসব বাস আগামী বছর মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে আরও ৫ বছর সচল রাখা সম্ভব।

জানা গেছে, সারাদেশে ২২টি বাস ডিপো ও ২টি ট্রাক ডিপোর মাধ্যমে গণপরিবহনের সেবা দিয়ে যাচ্ছে বিআরটিসি। ২০১৪ সালে বহরে থাকা ১৫৪৬টি বাসের মধ্যে ১১৫০টি সচল (অনরুট) ছিল। ২০১৫ ও ২০১৬ সালে ১৫৩৮টি বাসের মধ্যে সচল ছিল ১০৪৩টি। ২০১৭ সালে সচল ছিল ৯৬৬টি বাস। এরপর ২০১৮ সালে মোট বাস ছিল ১৪৩৫টি। এর মধ্যে সচলের সংখ্যা ৯৩৭টি। ২০১৯ সালে ১৮৫৪টি বাসের মধ্যে ১০২৯টি এবং ২০২০ সালে ১৮২৫টির মধ্যে ৮৮৫টি সচল ছিল। ২০২১ সালে ১৭৬২টি বাসের মধ্যে ১১০৬টি, ২০২২ সালে ১৩৫০টির মধ্যে ১২৩৩টি এবং ২০২৩ সালে ১৩৫০টি বাসের মধ্যে ১২৫৩টি সচল রয়েছে।

দেশে বিআরটিসির বাস রুট ২০৮টি। আর আন্তর্জাতিক রুট রয়েছে ৫টি। রুটগুলো হচ্ছে- ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, কোলকাতা-ঢাকা-আগরতলা, ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা এবং ঢাকা-শিলং-গৌহাটি। আরও তিনটি আন্তর্জাতিক রুটে শিগগির বাস সার্ভিস চালু হচ্ছে। সেগুলো হচ্ছে- ঢাকা-শিলিগুড়ি-ঢাকা, ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা-কোলকাতা এবং কক্সবাজার-চট্টগ্রাম-আগরতলা। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এসব রুটে বাস সার্ভিসে চাহিদা অনুযায়ী বাস নেই। যেসব বাস রয়েছে তার একটি অংশের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে আগামী দুই বছরে।

বিআরটিসির কর্মকর্তারা জানান, গণপরিবহনের চাহিদা পূরণে নতুন নতুন বাস আমদানিতে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ভারতীয় ১০০টি একতলা এসি বাস ও চার্জিং স্টেশন, কোরিয়ান ১০০টি একতলা এসি বাস ও ২৫টি চার্জিং স্টেশন, কোরিয়ান ৮টি চার্জিং স্টেশন স্থাপন, ভারতীয় ২০০টি ইলেকট্রিক ও ২০০টি ডিজেল একতলা এসি বাস ও ৫০টি ট্রাকসহ কিছু রেকার আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিআরটিসির ট্রাকের সংখ্যা ৫৮৫টি। এর মধ্যে সচল আছে ৫০০টি। চাহিদা অনুযায়ী ট্রাক আনার পরিকল্পনা রয়েছে বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের।

কালের কণ্ঠ

লোকসান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বিআরটিসি

সজিব ঘোষ ▷

লোকসানে ডুবে থাকা সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (বিআরটিসি) বিপর্যয় সামলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এখন নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন সংস্থাটির কর্মীরা। অনিয়মও তুলনামূলকভাবে কমে এসেছে। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে পরিবর্তনের সুফল সড়কে পাওয়া যাচ্ছে। যাত্রীসেবার মান তুলনামূলক ভালোর দিকে যাচ্ছে। ডিপো থেকে দূর হয়েছে অচল বাস। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বাসের সঙ্গে মহানগর ও দূরপাল্লায় সমানতালে প্রতিযোগিতা করছে বিআরটিসি।

বিআরটিসির অথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে মাসে সাড়ে ছয় কোটি টাকা বেতন দিতে পারত না প্রতিষ্ঠানটি। এখন মাসে সাড়ে ১০ কোটি টাকা বেতন নিয়মিত পরিশোধ করছে। ১০১ কোটি টাকার বকেয়া বেতন-ভাতার মধ্যে ৭৭ কোটি টাকা করপোরেশনের নিজস্ব আয় থেকে পরিশোধ করা সম্ভব হয়েছে।

বিআরটিসির চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম বলেন, তিন বছর আগে ১১১টি সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেগুলো সমাধানে কাজ চলছে। এখনো অনেক সমস্যা রয়ে গেছে। এই প্রতিষ্ঠান

পরিবহন খাত

- সড়কে আনুপাতিক হারে বাস বেড়েছে
- আয় বেড়েছে, দেখছে লাভের মুখ
- বেড়েছে কারিগরি দক্ষতা কমেছে অনিয়ম

একেবারে অনিয়ম-দুর্নীতিতে ঘেরা ছিল। সেই তলানি থেকে উন্নত জায়গায় তুলতে আরো সময় লাগবে।

পরিবহন ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অধ্যাপক শামছুল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, বিআরটিসি যেভাবে সরকারের উদারতা পায়, সে অনুপাতে কাজ করতে পারছে না। অনেক ক্ষেত্রে শুধু দায়হীন কমিটমেন্ট দিয়ে যাচ্ছে। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে পেশাদারিতে রূপান্তর করতে

▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ২

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

পারলে প্রতিষ্ঠানটি নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে।

সড়কে আনুপাতিক হারে বাস বেড়েছে

সারা দেশে ২২টি বাস ডিপো ও দুটি ট্রাক ডিপোর অধীনে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে সরকারি এই সংস্থা। ২০১৮ সালে বিআরটিসির বহরে মোট এক হাজার ৪৩৫টি বাস ছিল। তখন নিয়মিত চলাচল করার উপযোগী বাস ছিল ৯৩৭টি। পরের বছর এক হাজার ৮৫৪টি বাসের মধ্যে সড়কে চলত এক হাজার ২৯টি বাস। ২০২০ সালে এক হাজার ৮২৫ বাসের মধ্যে ৮২৫টি বাস চলাচল করতে পারত।

পরের বছরগুলো থেকে এই চিত্র বদলাতে শুরু করেছে। বহর থেকে বাতিল বাস বাদ দেওয়া শুরু হয়। এতে ডিপোগুলোতে সচল বাস রাখার জায়গা তৈরি হয়। ২০২১ সালে এক হাজার ৭৬২টি বাসের মধ্যে এক হাজার ১০৬টি বাস সড়কে চলেছে। পরের বছর এক হাজার ৩৫০টি বাসের মধ্যে এক হাজার ২৩৩টি এবং ২০২৩ সালে বহরে থাকা এক হাজার ৩৫০টি বাসের মধ্যে এক হাজার ২৫৩টি বাস সড়কে চলাচল করেছে।

বেসরকারি বাসের সঙ্গে একধরনের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান তৈরির চেষ্টা করছে বিআরটিসি। এতে যেখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বাস নেই, সেখানে বিআরটিসির মাধ্যমে যাত্রীরা সেবা পাচ্ছেন। শুধু সেবা দিতে গিয়ে কিছু জায়গায় লোকসান গুনতে হচ্ছে। যেমন নগর পরিবহন। বাস রুট রেশনালাইজেশনে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বেসরকারি বাস ব্যাপকভাবে যুক্ত না হলেও চাকা ঘুরিয়ে যাচ্ছে বিআরটিসি।

এ ছাড়া ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে বিআরটিসির বহর থেকে প্রথম বাস চলাচল শুরু হয়। বর্তমানে রাজধানীর ফার্মগেট, কুড়িল বিশ্বরোড, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে সরাসরি বিআরটিসির বাস চলাচল করছে। স্মার্ট বাসও পরিচালনা করছে এই প্রতিষ্ঠান। এতে স্কুলগামী শিশুরা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পাচ্ছে।

আয় বেড়ে মুনাফা

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিআরটিসির আয় ছিল ২৫৩ কোটি ১৭ লাখ ৫২ হাজার টাকা। ওই বছর প্রতিষ্ঠানটির ব্যয় হয় ২৫৮ কোটি ৫২ লাখ ৩৮ হাজার টাকা। পরের বছর প্রায় ২৫৯ কোটি টাকা আয় হলেও ব্যয় হয়েছে ২৬৬ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩১৬ কোটি টাকা আয়ের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩১৯ কোটি টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরে বিআরটিসির আয়-ব্যয় ছিল প্রায় সমান সমান। সামান্য কিছু আর্থিক লাভের মুখ দেখে করপোরেশন। ওই বছর প্রায় ৩৪৬ কোটি টাকা আয়ের বিপরীতে ৩৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়। পরের বছর প্রায় ৪৭৬ কোটি টাকা আয়ের বিপরীতে ব্যয় ৪৪০ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ৬৩২ কোটি টাকা আয় হয়। ব্যয় ৫৮৪ কোটি টাকা। বিআরটিসির গত ১০ বছরের অর্থ ও হিসাব বিভাগের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি টানা লোকসান গুনেছে। তিন বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে করপোরেশনের লাভ বাড়ছে। একই সঙ্গে বেড়েছে কল্যাণ তহবিলে বরাদ্দ।

বেড়েছে কারিগরি দক্ষতা, কমেছে অনিয়ম

দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল গাজীপুরের কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা। ২০২১ সালের ২৬ জুন কারখানাটি সচল করা হয়। এখন পর্যন্ত এই কারখানায় ৮৫টি অচল বাস মেরামত করা হয়েছে। বাসগুলো এখন সড়কে চলছে। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় কারখানাসহ তেজগাঁওয়ে প্লাস তৈরির প্লান্ট বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গাড়ি পরিষ্কারের জন্য ওয়াশ প্লান্ট বসানো হচ্ছে। ১৯৯২ সালে তেজগাঁওয়ের কারখানায় বাস ট্রাকের ভারী মেরামত কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ২০২৩ সালে এসে এই কারখানায় ভারী মেরামত কার্যক্রম আবার চালু হয়। কর্মীদের নিয়মিত বেতন দেওয়ার পাশাপাশি সব ধরনের ভাতা নিয়মিত করেছে প্রতিষ্ঠানটি। বোনাস বেড়েছে। কর্মীদের আয় বাড়ায় আগের চেয়ে অনিয়ম কমে এসেছে।

এক প্রশ্নের জবাবে বিআরটিসির চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম বলেন, 'এখন বেতন ঠিকমতো হচ্ছে। কেউ অবসরে গেলে এক মাসের মধ্যে তাঁদের ফাইল প্রসেস শুরু হয়। বোনাস বাড়িয়ে দিচ্ছি। আপনি যখন বৈধভাবে তাঁদের আয় ঠিক রাখবেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই অনিয়ম কমবে।'

দেশ রূপান্তর

সোমবার, ১৪ আগস্ট, ২০২৩

পরিবহন সেবার আইকন হতে যাচ্ছে বিআরটিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক

- দেশের ৬৩ জেলায় নিরবচ্ছিন্ন যাত্রীসেবা
- ঢাকার আটটি রুটে নারীদের জন্য সেবা ও ই-টিকেটিং
- বিআরটিসির স্বর্ণযুগ চলছে : চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম

দেশে একসময়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) সেবা ছিল ধীরগতির। তখন মানুষ বাধ্য না হলে বিআরটিসি'র সেবা নিতে চাই তো না। বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু পুরনো সেই চিত্র আর নেই বললেই চলে। এখন রাস্তায় বের হলেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বাসের সঙ্গে সঙ্গে বিআরটিসি বাসও দেখা যায়। বর্তমানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নিয়মিত পরিশোধ, পতেঙ্গায় পর্যটক বাস, ২০টি জায়গায় কারিগরি প্রশিক্ষণসহ দেশের ৬৩ জেলায় নিরবচ্ছিন্ন যাত্রীসেবা দিচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত এ প্রতিষ্ঠানটি। সব মিলিয়ে যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন ও পণ্য পরিবহন সেবায় গতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। এ যেন পরিবহন সেবার আইকনিক হওয়ার পথে বিআরটিসি।

জানা গেছে, বর্তমানে ঢাকার আটটি রুটে নারীদের জন্য বাস সেবা ও ই-টিকেটিং সেবা, ১৯১টি বাসে আনলিমিটেড ফ্রি ওয়াইফাই সুবিধাসহ যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে বিআরটিসি'র ১ হাজার ৪০০-এর মতো বাসে সিসি ক্যামেরা বসানো রয়েছে। এ ছাড়া আগামী সেপ্টেম্বর থেকে বিআরটিসিতে র‍্যাপিড পাস চালু ও ১২ শতাধিক বাসে ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম (ভিটিএস) স্থাপনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর বাইরে শিগগিরই নতুন আরও ১০০টি ডাবল ডেকার বাস আনতে যাচ্ছে বিআরটিসি। ৩৮৩ কোটি টাকা ব্যয় হবে এজন্য। ইলেকট্রিক এসব বাসে থাকবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সুবিধা। সাতটি বৈদ্যুতিক চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা হবে বাসগুলোর জন্য। আর এ পদক্ষেপের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানোর নতুন যুগে প্রবেশ করবে বিআরটিসি।

সরেজমিনে রাজধানীর বাবুবাজার, গুলিস্তান, মতিঝিল, ফার্মগেট, মোহাম্মদপুরসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে বিআরটিসি বাসের সেবা নিতে দেখা যায় যাত্রীদের। পুরনো বাসগুলোকেও মেরামতের মাধ্যমে চলাচলের উপযোগী করে রাস্তায় চালানো হচ্ছে। অনেক জায়গার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের প্রতি যাত্রীদের আগ্রহ বেশি দেখা যায়।

গুলিস্তানে মো. নাঈম নামে এক যাত্রী দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'বিআরটিসি বাসের জন্য এখন আগের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। আগের থেকে সহজেই পাওয়া যায় এই বাস। আর বিআরটিসি'র বাসে বসে স্বস্তিও পাওয়া যায়। যা অন্য বাসগুলোতে পাওয়া যায় না। তাই সবসময় বিআরটিসি'র বাসে চলার চেষ্টা করি।'

শাহবাগে আরেক যাত্রী মো. ইমন বলেন, 'বিআরটিসি'র লাল বাসগুলো আমাদের একটি আবেগের জায়গা। আমাদের শিক্ষাজীবন শেষ হয়েছে এ বাসগুলোতে চড়ে। এ বাসগুলোকে অনেক মিস করি। এখন রাস্তায় এ বাসগুলোতে চড়লে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে।' সরকারের এ বাসগুলোর সেবা আগামীতেও যেন একইরকম থাকে সে প্রত্যাশা এই যাত্রীর।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত আড়াই বছরে বিআরটিসি'র যেসব অর্জন তার মধ্যে অন্যতম হলো বর্তমানে প্রধান কার্যালয়সহ ডিপো ও ইউনিটগুলোর সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা নিজস্ব আয় থেকে প্রতি মাসের ১ তারিখে পরিশোধ করা হচ্ছে। এ ছাড়া বর্তমানে তিন মাস পরপর গ্র্যাচুইটি, সিপিএফ ও ছুটি নগদায়নের টাকা অনলাইনে পরিশোধ করা হচ্ছে। গত দুই বছরে সিপি ফান্ড, গ্র্যাচুইটি এবং ছুটি নগদায়ন বাবদ ১ হাজার ১৫২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৩৭ কোটি ৫৮ লাখ ৮৮ হাজার ৯৩৪ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যান যোগদানের পূর্ববর্তী সময়ের বকেয়া বেতন বাবদ দুই বছরে ৯ কোটি ৬৮ লাখ ৭০ হাজার ৬৬৩ টাকা অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করা হয়েছে। কল্যাণ তহবিল নীতিমালা ২০২২ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে। গত বছর কল্যাণ তহবিল ও শিক্ষা সহায়তা তহবিল খাতে ১৮৪ জনকে ৩৯ লাখ ৩৮ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। সাফজয়ী নারী ফুটবল খেলোয়াড়দের বরণের জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজস্ব দক্ষ কারিগর দিয়ে ছাদখোলা বাস প্রস্তুত করা হয়, যা বর্তমান চেয়ারম্যান ও বিআরটিসি'র যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিআরটিসি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৪ হাজার ৭৯৪ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬ হাজার ৯৬২ জন নারী ও পুরুষকে প্রশিক্ষণ দেয়। তাছাড়া প্রথমবারের মতো দপ্তর/সংস্থাপ্রধান হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন।

সংশ্লিষ্টরা আরও জানান, ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএতে) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন দপ্তর বা সংস্থাগুলোর মধ্যে বিআরটিসি প্রথম স্থান অর্জন করে। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের সুবিধার্থে ২১টি জেলার ২৩টি রুটে ৬০টি বাসের সেবা চালু করা হয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা বিআরটিসি'র পর্যদ গঠন ও কার্যক্রম ফের চালু করা হয়েছে। বর্তমান গাড়ির নম্বর অনুসারে মেরামত বাজেট দেওয়া হয় এবং যথাযথভাবে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। বর্তমানে বিআরটিসি'র বহরে সচল বাসের সংখ্যা ১ হাজার ৩৫০টি। বিআরটিসি'র বিভিন্ন বাস ডিপোতে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা পেট্রোলপাম্পগুলো সচল করা হয়েছে। যার ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ও জ্বালানি খাতে ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে।

সার্বিক বিষয়ে বিআরটিসি চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'আগের সব রেকর্ড ভেঙে বিআরটিসি'র স্বর্ণযুগ চলছে। বিআরটিসিতে আমিই প্রথম এমন চেয়ারম্যান, যিনি অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে কোনো প্রকার টাকা না নিয়ে নিজস্ব আয় থেকে খরচ চালিয়ে যাচ্ছি। স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়ে বিআরটিসিকে এক অনন্য উচ্চতায় নেওয়া হয়েছে। আমি বিআরটিসিতে যোগদানের পর সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিবের প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও যাত্রীসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে যে কাজ শুরু করেছিলাম, সেটির ধারাবাহিকতা এখনো বজায় রেখেছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি বিআরটিসিতে আসার আগে ১০০টির বেশি সমস্যা চিহ্নিত করেছিলাম। শুরু থেকে প্রথমে ভয় ছিল সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে পারব কি না। কিন্তু তখনকার সেই পুরনো বাসগুলো দিয়ে যাত্রা শুরু করে আজকের এ অবস্থানে এনেছি। যদিও একটি পক্ষ নানাভাবে এ অর্জনকে ম্লান করতে চায়। কিন্তু দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে আমি বিআরটিসি উন্নয়নে কাজ করে যাব।'

সাক্ষাৎকার | বিআরটিসি
আমাদের সময় | মঙ্গলবার ২৯ আগস্ট ২০২৩ । ১৪ ভাদ্র ১৪৩০ | ৫

স্বপ্নের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি বিআরটিসিকে

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে এ দেশের পরিবহন অবকাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই সড়কপথে পরিবহন ব্যবস্থা সচল করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত থেকে ২০টি ট্রাক ও ২০টি বাস আনার নির্দেশ দেন। এ সময়ই ইপিআরটিসির নাম বদলে রাখা হয় বিআরটিসি, যা নিরাপদ ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিআরটিসির বর্তমান অবস্থা ও কার্যক্রমসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্প্রতি কথা হয় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলামের সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আমাদের সময়ের সহ-সম্পাদক **শাহিন আলম শাওন**

ছবি : ওমর ফারুক টিটু

> বিআরটিসিতে আসার আগে আমি ১১১টি সমস্যা চিহ্নিত করি। এই চিহ্নিত হওয়া সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অনুসরণ করি। তা ছাড়া সবার সহযোগিতায় আমরা এই সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি
>
> **মো. তাজুল ইসলাম**
> চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

আমাদের সময় : রূপকল্পে বলা আছে, নিরাপদ ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা– আপনি আসার পর তা কতটুকু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলো?

মো. তাজুল ইসলাম : আমি বিআরটিসিতে যোগ দিয়েই আমাদের প্রশাসনিক বিভাগগুলোয় পরিবর্তন নিয়ে আসি। যে কোনো জায়গায় ম্যানেজমেন্ট শক্ত না হলে ফলাফল ভালো আসবে না। পুরো ম্যানেজমেন্ট ঢেলে সাজাই। আমি এখানে যোগ দেওয়ার আগে ১১১টি সমস্যা চিহ্নিত করে তার পর আসি। আগে প্রতিমাসে আমাদের ৫৬টি গাড়িতে জরিমানা হতো মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আর এখন কোনো মাসে একটা বা হচ্ছেই না কোনো জরিমানা। নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা গড়তে বিআরটিসিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। প্রতিটি ডিপোতে মেডিকাল ফাস্ট এইডের সরঞ্জাম দেওয়া আছে। প্রতিদিন চালকদের গাড়ি চালানোর আগে মেডিক্যাল চেকআপ করানো হয়। যদি কোনো সমস্যা ধরা পড়ে, তা হলে ওইদিন গাড়ি চালাতে দেওয়া হয় না।

আমাদের সময় : আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিসি লাভের মুখ দেখছে না, জনগণের আগ্রহ কম। আপনি কোন ম্যাজিকে বিআরটিসিকে আজ এত ভালো অবস্থানে নিয়ে গেছেন?

মো. তাজুল ইসলাম : আমি এসে ৯০০ গাড়ি পাই। আর এখন ১২০০ গাড়ি হয়েছে, যা একটিও বসা নেই। এক সময় যাত্রীরা বিআরটিসি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাদের মনে এই শংকা ছিল যে, গাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে, এসি ভালো না। এখন বিআরটিসি গাড়ির প্রতি যাত্রীদের চাপ দিন দিন বাড়ছে। বিভিন্ন রুটে বিআরটিসি বাসের চাহিদা তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমরা পর্যাপ্ত দিতে পারছি না। আপনি বললেন ম্যাজিকের কথা, আসলে ম্যাজিক হচ্ছেন আপনারা আর যাত্রীরা। ভালো সার্ভিস বা সেবা দিলে এমনিতেই আপনার ব্যবসা ভালো হবে। আগে প্রায়ই দেখা যেত বিআরটিসি গাড়িগুলো বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকত আর এখন কোনো গাড়ি পড়ে থাকতে দেখবেন না। গত ঈদে বিআরটিসির বাসগুলো সারা বাংলাদেশে প্রায় ১০০০টা গাড়ি দূরপাল্লায় গেছে। আল্লাহর রহমতে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়নি। অর্থাৎ নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনায় আমরা ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাদের আবাসিক প্রশিক্ষণের জন্য আমরা ৩টা ইনস্টিটিউটে টঙ্গীপাড়া, তেজগাঁও ও মানিকগঞ্জে ৫ দিনের জন্য নিয়ে আসা হয়। এই ৫ দিন তাদের আমরা মটিভেশনাল চেঞ্জের দ্বারা দক্ষ করে তুলছি। আমি মনে করি আমরা সেই সার্ভিসটি দিতে পারছি এখন যার ফলে বিআরটিসি ভালো পর্যায়ে অবস্থান করছে।

আমাদের সময় : এখন আপনাদের বিভিন্ন রুটে দূরপাল্লায় বাস চলছে, বিশেষ করে ঈদের সময় যখন দূরপাল্লায় বাসগুলো সারাদেশে চলাচল করে তখন কি কোনো বাধার সম্মুখীন হন মালিক সমিতির পক্ষ থেকে?

মো. তাজুল ইসলাম : এই ধরনের সমস্যা আগে ছিল। এর মূল কারণ বেসরকারি মালিক সমিতির সঙ্গে আমাদের সমন্বয়হীনতার অভাব ছিলো। আমি এসে তাদের সঙ্গে সমন্বয় করি। যার ফলে ঈদ ছাড়াও আমাদের বাসগুলো চলাচল করছে নির্বিঘ্নে।

আমাদের সময় : বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন ওয়ার্কশপে তৈরি হচ্ছে বাসের বডি যা উন্নত মানের। বিআরটিসিও কি তাদের মত সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে

মো. তাজুল ইসলাম : আশা করছি খুব শিগগিরই আমরা সেই জায়গায় যেতে পারবো। আমরা আমাদের কর্মীদের দক্ষ করে তুলছি। আমি আসার আগে শুধু মেরামত ব্যয় ছিল ৫ কোটি টাকা আর এখন সেটা ৩ কোটি টাকায় নেমে আসছে। আমাদের বহরে ২০১৩ সালে যুক্ত হয় আর্টিকুলেটেড বাসগুলো। এই বাসের রাবার বেলসগুলো ঠিক করার জন্য ৩৩,৪৮,০২৫ টাকা ধরা হলেও তা পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে আমাদের কারিগরি ও অপারেশন টিমকে রাবার বেলসগুলো নতুন করে তৈরি করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। তারা মাত্র ৪০,৬৯৯ টাকায় প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। যার ফলে আমাদের কারিগরি টিম আরও বেশি দক্ষ হয়ে ওঠে। সেই সূত্র ধরে আমি বলতে পারি, আমরাও একদিন বাসের বডি থেকে শুরু করে অন্যান্য যন্ত্রাংশ তৈরি করতে সক্ষম হবো। যা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা উদাহরণ হয়ে থাকব।

আমাদের সময় : বিআরটিসির এত সাফল্য, এই সাফল্যের পিছনে কাদের অবদান বেশি

মো. তাজুল ইসলাম : দেখুন, আগেই বলেছি বিআরটিসিতে আসার আগে আমি ১১১টি সমস্যা চিহ্নিত করি। এই চিহ্নিত হওয়া সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অনুসরণ করি। তাছাড়া সবার সহযোগীতায় আমরা এই সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

বিআরটিসি আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

বাসের আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী ২০২২-২০২৩

লাখ টাকা

বিবরণ	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন
আয়	২৮৫৩.৬২ ৩৬৯৯.৯০	২৪২৩.০৩ ৩৩৩১.৫৩	২৯৮৯.৬২ ৩৪৪৬.৯৭	২,৮৬১.৪৫ ৩,৩১৬.১৪	২,৭৭৯.০৫ ৩,৪৯৩.৩৩	২,৭৮৩.৩৮ ৩,৪৭২.০৪
ব্যয়	২৬৫২.৮৭ ৩৩৭৬.৮৭	২৩৪৩.৯৬ ৩১০৬.৩২	২৭৫৯.১২ ৩২৮৪.৯০	২,৬৫০.৯৯ ৩,২২৪.৪৫	২,৫৮৪.৮২ ৩,২৭০.৮০	২,৫৮১.৮৩ ৩,২৬৮.৩৫
লাভ/ক্ষতি	২০০.৭৫ ৩২৩.০৩	৭৯.০৭ ২২৫.২১	২৩০.৫০ ১৬২.০৭	২১০.৪৬ ৯১.৬৯	১৯৪.২৩ ২২২.৫৩	২০১.৫৫ ২০৩.৬৯

ট্রাকের আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী ২০২২-২০২৩

বিবরণ	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন
আয়	১২৭৯.০২ ১৫৯৯.৮৬	১১৬১.৪৩ ১৪২৩.০৩	১২৬৮.৯৯ ১৭১৪.১২	১২০৫.০৮ ১,২৬৮.০২	১,১৮১.৫৩ ১,০৪৬.৪২	১,৩৩৬.০৭ ১,১৬৭.০৬
ব্যয়	১০৫৬.৬৪ ১৩৭১.৪৯	৯৯১.৩১ ১২৬০.৬৯	১০৭৫.২৭ ১৪৭৯.৫২	১,০৩৩.৭৬ ১,১২৩.৫৫	১,০৪৭.৪৬ ৯৬৭.৬২	১,১৫৭.৯৭ ১,০৪০.৫৮
লাভ/ক্ষতি	২২২.৩৮ ২২৮.৩৭	১৭০.১২ ১৬২.৩৪	১৯৩.৭২ ২৩৪.৬০	১৭১.৩২ ১৪৪.৪৭	১৩৪.০৭ ৭৮.৮০	১৭৮.১০ ১২৬.৪৮

এক নজরে বিআরটিসি চেয়ারম্যানের যত সাফল্য

- বর্তমানে প্রধান কার্যালয়সহ ডিপো বা ইউনিটের সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন-ভাতা নিজস্ব আয় থেকে প্রতি মাসের ১ তারিখে পরিশোধ করা হচ্ছে।
- বর্তমানে তিন মাস অন্তর গ্র্যাচুইটি সিপিএফ ও ছুটি নগদায়নের টাকা অনলাইনে পরিশোধ করা হচ্ছে।
- গত দুই বছরে সিপি ফান্ড, গ্র্যাচুইটি এবং ছুটি নগদায়ন বাবদ ১ হাজার ১৫২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মোট ৩৭ কোটি ৫৮ লাখ ৮৮ হাজার ৯৩৪ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- সাফজয়ী নারী ফুটবল খেলোয়াড়দের বরণের জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজস্ব দক্ষ কারিগর দ্বারা ছাদখোলা বাস প্রস্তুত করা হয়, যা বিআরটিসির যুগান্তকারী পদক্ষেপ।
- বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধু জাদুঘর ভ্রমণ সহজ করতে পরিবহন সেবা দিচ্ছে বিআরটিসি।
- বর্তমানে ১৯১টি এসি বাসে আনলিমিটেড ওয়াইফাই সুবিধা চালু করা হয়েছে।
- প্রায় ১২০০টি গাড়িতে VTS (Vehicle Tracking System) প্রক্রিয়ার সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১১টি রুটে ই-টিকিটিং ও তিনটি রুটে অনলাইন টিকিটব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- ২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৩-এ আগত দর্শনার্থীদের নিরাপদে মেলায় যাতায়াতের সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী টিপু মুনসি মহোদয়ের কাছ থেকে স্বীকৃতি স্মারক গ্রহণ করেন বিআরটিসির চেয়ারম্যান।
- বর্তমানে বিআরটিসির প্রধান কার্যালয়সহ প্রত্যেক ডিপো বা ইউনিটে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- বর্তমানে যাত্রীসেবা প্রদানের জন্য 'আমাদের বিআরটিসি' নামক একটি অ্যাপ চালু করা হয়েছে। এ অ্যাপের মাধ্যমে জনসাধারণ বা সেবাগ্রহণকারী মোবাইল ও ওয়েব ব্রাউজিংয়ের মাধ্যমে বাসের রুট, সঠিক সময় ও অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে।
- বিআরটিসির সব ডিপো বা ইউনিটকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে এবং বর্তমানে প্রধান কার্যালয় থেকে ডিপো হালকা মেরামত, ভারী মেরামত ও নিরাপত্তাসহ সব কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- কল্যাণ তহবিল নীতিমালা ২০২২ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২২ সালে কল্যাণ তহবিল ও শিক্ষা সহায়তা তহবিল খাতে মোট ১৮৪ জনকে ৩৯ লাখ ৩৮ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারির পূর্ববর্তী সময়ের বকেয়া বেতন বাবদ দুই বছরে মোট ৯ কোটি ৬৮ লাখ ৭০ হাজার ৬৬৩ টাকা অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করা হয়েছে।
- বিআরটিসি-এসইআইপি প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০ হাজার ৫৮৩ জন এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫ হাজার ৭৪৯ জন নারী ও পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- প্রথমবারের মতো দপ্তর বা সংস্থাপ্রধান হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে চেয়ারম্যান বিআরটিসি শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন দপ্তর বা সংস্থার সমূহের মধ্যে বিআরটিসি প্রথম স্থান অর্জন করে।

সমকাল
রোববার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

লোকসানি বিআরটিসি মুনাফায়

সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য উদাহরণ

নিয়মিত বেতন দিতে পারছে | দিচ্ছে পেনশন শোধ করছে ঋণও | গাড়ি বাড়লেও মেরামত খরচ কমেছে

> বিআরটিসির লোকসান করার কারণ ছিল না। গাড়ি বসিয়ে রেখে ইচ্ছা করে লোকসান করা হতো
>
> **অধ্যাপক সামছুল হক**
> গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ

■ **রাজীব আহ্মাদ**

সরকারি বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের মতো লোকসানে ধুঁকতে থাকা সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি) ঘুরে দাঁড়িয়েছে। হাজার কোটি টাকা ঋণের ভারে ন্যুব্জ প্রতিষ্ঠানটি এখন লাভের মুখ দেখেছে। ধারাবাহিক মুনাফা করছে। গত তিন বছরে বছরে নতুন বাস ও ট্রাক যোগ না হলেও আয় আড়াই গুণ বেড়েছে। একসময় আট মাস বকেয়া পড়লেও ৮৭৩ জন নতুন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের পরও টানা আড়াই বছর নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন বিআরটিসির কর্মীরা। অপরাধের শাস্তিও পেতে হচ্ছে।

বিআরটিসির বদলে যাওয়ার চিত্র পাওয়া গেল প্রতিষ্ঠানটির নথিতে। ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠার পর মাঝে কয়েক বছর বাদ দিয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত নিয়মিত লোকসান গুনছে প্রতিষ্ঠানটি। বাস ও ট্রাক কেনায় সরকারি ও বিদেশি ঋণের ১ হাজার ১৩৭ কোটি টাকা বকেয়া পড়েছে। সরকারের বিনে দেওয়া বাস-ট্রাক চালিয়ে যে আয় হয়, তা দিয়ে চলতে হয় সংস্থাটিকে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৫৬ কোটি ৮৮ লাখ টাকা আয়ের বিপরীতে বিআরটিসির খরচ ছিল ২৬৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। সেই বছর লোকসান ৬ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। ৯ মাস বেতন বকেয়া পড়ায় ২০১৯ সালের ৯ জানুয়ারি রাজধানীর জোয়ার সাহারা ডিপোতে তালা দেন চালক-শ্রমিকরা। ১৬ মাসের বেতন বকেয়া পড়েছিল নারায়ণগঞ্জ ডিপোতে।

ঘুরে দাঁড়ানো শুরু

২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস, ট্রাক, ওয়ার্কশপ এবং প্রশিক্ষণ থেকে ৩৪৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকা আয়ের বিপরীতে পরিচালন ব্যয় হয় ৩৫৪ কোটি ৮৭ লাখ টাকা। ফলে ৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা মুনাফা হয়। ওই মুনাফার কারণ ছিল ভারতের ঋণে (লেডসি) ৫৮২ কোটি টাকায় ৬০০টি বাস এবং ২১৭ কোটি টাকায় ৫০০টি ট্রাক কেনা। পরিচালনায় মুনাফা হলেও তখন পর্যন্ত ঋণের কিস্তি শোধ করতে পারেনি সংস্থাটি।

২০২১-২২ অর্থবছর থেকে বিআরটিসি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। এই সময়ে বছরে নতুন বাস ও ট্রাক যুক্ত না হলেও ওই অর্থবছরে রেকর্ড ৬৭৫ কোটি ৯০ লাখ টাকা আয় করে। বিপরীতে খরচ হয় ৪৪০ কোটি ১৫ লাখ টাকা। মুনাফা হয় ৩৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। এই রেকর্ড ভেঙেছে ২০২২-২৩ অর্থবছরে। গত অর্থবছরে ৬৩১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা আয় করেছে সংস্থাটি। খরচ হয়েছে ৫৮৪ কোটি ৭ লাখ টাকা। মুনাফা হয়েছে ৪৭ কোটি ৭১ লাখ টাকা।

সরকারি প্রতিষ্ঠান হয়েও বিআরটিসি কীভাবে মুনাফা করছে, তা জানতে সংস্থাটির মতিঝিলের প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, এখানকার চেহারাও বদলে গেছে। ভবনের নিচতলায় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মতো চকচকে অভ্যর্থনা কক্ষ তৈরি হয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুবিশাল কক্ষটি নানা উপকরণে সুজ্জিত।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিআরটিসিতে যোগ দেন বর্তমান চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম। তিনি জানালেন, চেয়ারম্যান পদে যোগদানের আগের ১৫ দিন পরিচয় গোপন করে ডিপোতে ডিপোতে ঘোরেন। ১১১টি সমস্যা চিহ্নিত করেন।

অপরাধের শাস্তি পেতে হয়

বিআরটিসিতে অনিয়ম-দুর্নীতির সাজার মজির ছিল না। সাজা দিলেও তা প্রত্যাহার হতো। সমকালে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, অনিয়ম প্রমাণিত হলেও ২০১৯ সালের ২৭ আগস্ট তিন কর্মকর্তাকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। একই সময়ে ছয়জনের শাস্তি কমিয়ে দেওয়া হয়। তবে এ নজির থেকে বেরোতে পেরেছে বিআরটিসি। গত আড়াই বছরে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাসহ ৩৭ জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

২০২১ সালে বিআরটিসিতে ৮৭টি বিভাগীয় মামলা হয়। এতে ১৬ জনকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

লোকসানি বিআরটিসি মুনাফায়

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

পদাবনতি, বেতন কর্তনসহ বিভিন্ন শাস্তি দেওয়া হয় ২৮ জনকে। ২০২২ সালে সর্বোচ্চ ১৯ জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়। গত আড়াই বছরে ২১০টি মামলার ১৬৭টি নিষ্পত্তি হয়েছে। মোট ৬৬ জনকে পদাবনতি, বেতন কর্তনসহ বিভিন্ন শাস্তি দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরেই ৪২টি মামলায় ২০ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

তাজুল ইসলাম বলেন, শাস্তি দেওয়া মূল উদ্দেশ্য নয়। অনিয়ম করে পার পাওয়া যাবে না– এই বার্তা দেওয়াই লক্ষ্য। তা পূরণও হচ্ছে। আগে মাসে বিআরটিসির ৬০-৬৫ বাস বছরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা গুনত। গত বছরে দু'বার জরিমানা হয়েছে।

ভাঙা গাড়ির জঞ্জালমুক্ত

২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিআরটিসির বহরে বাসের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৮২৯টি। কিন্তু সচল গাড়ি ছিল ১ হাজার ২১০টি। এর মধ্যে অনরুট অর্থাৎ সড়কে চলত মাত্র ৮৮৫টি। হাজারখানেক বাস অচল, নয়তো অলস বসেছিল। চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত বিআরটিসির বাসের সংখ্যা ১ হাজার ৩৫০টি। এর মধ্যে সচল ১ হাজার ২৪৮টি। অনরুট বাস অর্থাৎ সড়কে চলছে ১ হাজার ২০৩টি। লিজে চলছে ৩৮টি বাস।

৪৭৪টি বাস কোথায় গেল– প্রশ্নে বিআরটিসির চেয়ারম্যান জানালেন, অচল ও মেরামত অযোগ্য ছিল। বিক্রি করে দিয়ে জঞ্জাল কমিয়েছেন। তাজুল ইসলাম বলেন, এসব অচল বাস ডিপোতে জায়গা দখল করে রাখায় নতুন কেনা কোটি টাকার বাস রাস্তায় খোলা আকাশের নিচে রাখতে হতো। রোদ-বৃষ্টিতে নষ্ট হতো। অচলগুলো বিক্রি করায় নতুন বাস ডিপোতে সুরক্ষিত থাকে। এতে মেরামত খরচও কমেছে।

২০২০ সালের ডিসেম্বরে বিআরটিসিতে ট্রাকের সংখ্যা ছিল ৫৯০টি। বর্তমানে আছে ৫৮৫টি। এর মধ্যে ৫০০টি চলছে। ৭৯টি মেরামত অযোগ্য। বিক্রি করে দেওয়া হবে।

গাড়ি চালানোর 'অনীহা' কেটেছে

বাস ও ট্রাকের ভাড়া আয়ের প্রধান উৎস হলেও বিআরটিসির গাড়ি চালাতে আগ্রহ ছিল না। ২০১৬ সালের ৬ আগস্টের নথি অনুযায়ী, ওই সময় সচল বাসের ১ হাজার ৪৯টি বাসের অর্ধেক দৈনিক সড়কে চলত। এর আগে দুই বছরে এক দিন সর্বোচ্চ ৮২১টি বাস পথে নেমেছিল। সর্বনিম্ন ৪০৬টি বাস চলার নজির আছে। বাকি ছয় শতাধিক বাস ডিপোতে অলস বসে থাকত। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের একাধিকবার এ নিয়ে ক্ষোভ জানালেও ফল হয়নি।

অভিযোগ ছিল, বিআরটিসির কর্মকর্তারা বেসরকারি মালিকদের সঙ্গে যোগসাজশে বাস বসিয়ে রাখতেন। সংস্থাটি সেই ধারা থেকে বের হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৯৬ শতাংশ বর্তমানে নিয়মিত সড়কে চলছে।

বিআরটিসির লাভের খবর জানানোর পর গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. সামছুল হক সমকালকে বলেছেন, নিয়ম মেনে চললে লাভ করার কথা। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় কয়েকজন মালিক মিলে একটি বাস চালিয়ে মুনাফা করেন। ২ হাজার বাস ও ট্রাক থাকার পরও বিআরটিসির লোকসান করার কারণ ছিল না। বসিয়ে রেখে ইচ্ছা করে লোকসান করা হতো।

ট্রাকের আয় বেড়েছে, বাসে মুনাফা

২০২০-২১ অর্থবছরে বাস চালিয়ে বিআরটিসি আয় করেছিল ২৩৩ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। বাসের সংখ্যা না বাড়লেও গত অর্থবছরে আয় করেছে ৪১১ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। বাস পরিচালনায় ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় হয়েছে ৩৮৬ কোটি ৫৫ লাখ। মুনাফা করেছে ২৫ কোটি ৩৩ লাখ টাকা।

ট্রাক থেকে আগেও মুনাফা করত বিআরটিসি। ২০২০-২১ অর্থবছরে ট্রাক থেকে সংস্থাটির আয় ছিল ১৩১ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আয় করেছে ১৭১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। ব্যয় হয়েছে ১৫২ কোটি ২৪ লাখ টাকা। মুনাফা হয়েছে ১৯ কোটি ২১ লাখ টাকা।

রাজধানীর কল্যাণপুর ডিপোর ম্যানেজার নূর-ই-আলম সমকালকে বলেছেন, গত আড়াই বছরে স্বচ্ছতা এসেছে। ব্যয় সংকোচন করা হয়েছে। তাই আয় বেড়েছে। নিয়মিত বেতন দিয়েও মুনাফা করা সম্ভব হয়েছে।

সড়ক পরিবহন সচিব এ বি এম আমিন উল্লাহ নূরী বলেন, বিআরটিসি ভালো করছে। তবে আরও ভালো করা সম্ভব।

গাড়ি বেড়েছে, কমেছে মেরামত খরচ

নথি অনুযায়ী, ২০২১ সালে অনরুট ৮৮৫ বাসের নিয়মিত মেরামতে বছরে ৬৬ কোটি টাকা খরচ হতো। বর্তমানে ১ হাজার ২০০ বাসের নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে খরচ ৪২ কোটি টাকা। ব্যয় কীভাবে কমল– প্রশ্নে তাজুল ইসলাম বলেন, "তিন নম্বর টায়ার লাগিয়ে এক নম্বরের বিল নেওয়া হতো। শ্রমিক-কর্মচারীদের খুব একটা দোষও নেই। তারা বেতন পেতেন না। অনিয়ম না করলে কীভাবে সংসার চালাবেন?"

২০১৬ সালের ২ জুলাইয়ের নথি অনুযায়ী, সেই বছর চট্টগ্রাম ডিপোতে ১৮ হাজার টাকার রং গাড়িতে লাগাতে ৫৩ হাজার টাকা খরচের ভাউচার জমা হয়। গাজীপুর ডিপোতে গাড়ি মেরামতে ৫৬ লাখ টাকা বরাদ্দ হলেও বাস সচল ছিল না। ২০১৬ সালের এপ্রিলে মন্ত্রীর পরিদর্শনে তা হাতেনাতে ধরা পড়ে।

বিআরটিসির জন্য ২০১৯ সাল পর্যন্ত কেনা অধিকাংশ বাস ও ট্রাকের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বাসের আয়ুষ্কাল ২০ বছর ধরা হলেও বিআরটিসির বাস পাঁচ বছরও টেকে না। ২০১৯ সালে ১২২ কোটি টাকায় ২৭৯টি বাস কেনা হয়। সেগুলোর ১২৫টি সচল। ২০১৩ সালে ২৮২ কোটি টাকায় আনা হয় দক্ষিণ কোরিয়ার দাইয়ু কোম্পানির ২৫৫টি বাস। প্রতিটি বাসের দাম পড়ে কোটি টাকার বেশি। কারিগরি শাখার তথ্য অনুযায়ী, এর ৮১টি ছয় বছরের মধ্যে মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

৩৩ লাখ টাকার যন্ত্রাংশ ৪০ হাজারে তৈরি

২০১৩ সালে ভারত থেকে কেনা ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাসের ৪৪টি বিকল হয়ে যায়। প্রতিটি বাসের দাম পড়েছিল ১ কোটি ১১ লাখ টাকা। তাজুল ইসলাম জানান, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার সময় মাত্র ছয়টি বাস সচল ছিল। গত বছর ২১টি আর্টিকুলেটেড বাস সচল করা হয়েছে। আরও আটটি সচলের অপেক্ষায়।

আর্টিকুলেটেড বাসের মাঝে রাবার বেলোস নামের জোড়া থাকে। এই জোড়া খুলে যাওয়ায় বাসগুলো বিকল হয়ে যায়। মেরামত সম্ভব হলেও রাবার বেলোস মেরামত করা যাচ্ছিল না। কারিগরি শাখা জানিয়েছে, প্রতিটি রাবার বেলোসের দাম ৩৩ লাখ ৪৮ হাজার টাকা। ভারত থেকে আনতে হয়। সেই রাবার বেলোস গাজীপুরের ওয়ার্কশপে বিআরটিসির পরিচালক (কারিগরি) কর্নেল মো. জাহিদ হোসেনের টিম ৪০ হাজার ৬৯৯ টাকায় তা তৈরি করেছে। তাজুল ইসলাম সমকালকে বলেন, ওয়ার্কশপটিকে বিশ্বমানে উন্নীত করার সুযোগ রয়েছে।

পেনশনও মিলছে

বাস-ট্রাকের আয়ের টাকা প্রতিদিন জমা দেওয়ার নিয়ম বিআরটিসিতে মানা হতো না। ডিপো ম্যানেজাররা হাতে রাখতেন। ২০১৬ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, আট কোটি টাকার বেশি জমা হয়নি। ২০২১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সংস্থাটিতে বকেয়া বেতন ছিল ২০ কোটি ২১ লাখ টাকা। গত ৩০ জুন পর্যন্ত এর মধ্যে ১২ কোটি ৪৭ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ৭ কোটি ৭৩ লাখ টাকা বকেয়া থাকার বিষয়ে তাজুল ইসলাম বলেছেন, এগুলো সব আগের। গত আড়াই বছরে মাসের ১ তারিখে বেতন হচ্ছে। আগের বকেয়াসহ অনেকে এখন একসঙ্গে দুই মাসের বেতন পাচ্ছেন।

চাকরি শেষে পেনশন গ্র্যাচুইটি না পাওয়া বিআরটিসিতে সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। ২০২১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ২৩১ জন কর্মীর গ্র্যাচুইটির ২৭ কোটি ৩৩ লাখ টাকা বকেয়া ছিল। এখনও বকেয়া ২২ কোটি ৭০ লাখ টাকা। তাজুল ইসলাম বলেছেন, আড়াই কোটি টাকার বেশি দেওয়া হয়েছে। বিআরটিসি যে ধারায় চলছে, তা অব্যাহত থাকলে কিছুই বকেয়া থাকবে না। চালক-শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ফলে তারা বৈধভাবেই বাড়তি টাকা পাচ্ছেন।

জনবল কাঠামো অনুযায়ী বিআরটিসিতে পদের সংখ্যা ৫ হাজার ৮৯৩টি। এর মধ্যে শূন্য ২ হাজার ১৪২টি। আড়াই বছরে ৮৭৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আরও কয়েকশ নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন থাকার তথ্য জানান তাজুল ইসলাম।

এত বিপুল জনবল নিয়োগ দিলে বেতন দিতে পারবেন কিনা– প্রশ্নে তাজুল ইসলাম বলেছেন, ২০২১ সালের আগে মাসে বেতন বাবদ খরচ ছিল সাড়ে ৬ কোটি টাকা। এখন তা সাড়ে ৯ কোটি টাকা। বিআরটিসির হাতে আট মাস বেতন দেওয়ার টাকা জমা রয়েছে। শুধু মুনাফা নয়, বর্তমানে মাসে ১০ লাখ টাকা করে ঋণ পরিশোধ করতে শুরু করেছে বিআরটিসি।

ই-আজকের দর্পণ
শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বার ২০২৩

সাক্ষাৎকার

পরিবহন সেবার আইকন হতে যাচ্ছে বিআরটিসি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) একটি রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। যা ১৯৬১ সালে সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ নম্বর-৭ মোতাবেক আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে এ দেশের পরিবহন অবকাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সম্পূর্নরূপে বিদ্ধস্ত এ প্রতিষ্ঠান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একক প্রচেষ্টায় নিরাপদ ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে 'বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন' অর্থাৎ 'বিআরটিসি' নামে নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠার পর মাঝে কয়েক বছর বাদ দিয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত নিয়মিত লোকসান গুনেছে প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু পুরনো সেই চিত্র আর নেই বললেই চলে। লোকসানে ধুঁকতে থাকা বিআরটিসি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সব মিলিয়ে যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন ও পণ্য পরিবহন সেবায় গতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আস্থাও অর্জন করেছে। এ যেন পরিবহন সেবার আইকনিক হওয়ার পথে বিআরটিসি। বিআরটিসি'র এ বদলে যাওয়ার নেপথ্যের গল্প শুনতে সম্প্রতি কথা হয় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলামের সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আজকের দর্পণের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক **ফিরোজ মাহমুদ**

আজকের দর্পণ : রূপকল্পে বলা আছে, নিরাপদ ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা- আপনি আসার পর তা কতটুকু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলো?

মো. তাজুল ইসলাম : আমি চেয়ারম্যান পদে বিআরটিসিতে যোগদানের আগের ১৫ দিন পরিচয় গোপন করে ডিপোতে ডিপোতে ঘুরে ১১১টি সমস্যা চিহ্নিত করে তারপর যোগদান করি। যোগ দিয়েই আমাদের প্রশাসনিক বিভাগগুলোয় পরিবর্তন নিয়ে আসি। যে কোনো জায়গায় ম্যানেজমেন্ট শক্ত না হলে ফলাফল ভালো আসবে না। পুরো ম্যানেজমেন্ট ঢেলে সাজাই। আগে প্রতিমাসে আমাদের ৫৬টি গাড়িতে জরিমানা হতো মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আর এখন কোনো মাসে একটা বা হচ্ছেই না কোনো জরিমানা। নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা গড়তে বিআরটিসিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। প্রতিটি ডিপোতে মেডিক্যাল ফাস্ট এইডের সরঞ্জাম দেয়া আছে। প্রতিদিন চালকদের গাড়ি চালানোর আগে মেডিক্যাল চেকআপ করানো হয়। যদি কোনো সমস্যা ধরা পড়ে, তা হলে ওইদিন গাড়ি চালাতে দেয়া হয় না।

আজকের দর্পণ : আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিসি লাভের মুখ দেখছে না, জনগণের আগ্রহ কম। আপনি কোন ম্যাজিকে বিআরটিসিকে আজ এত ভালো অবস্থানে নিয়ে গেছেন?

মো. তাজুল ইসলাম : আমি এসে ৯০০ গাড়ি পাই। আর এখন ১২০০ গাড়ি হয়েছে, যা একটিও বসা নেই। এক সময় যাত্রীরা বিআরটিসি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাদের মনে এই শঙ্কা ছিল যে, গাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে, এসি ভালো না। এখন বিআরটিসি গাড়ির প্রতি যাত্রীদের চাপ দিন দিন বাড়ছে। বিভিন্ন রুটে বিআরটিসি বাসের চাহিদা তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমরা পর্যাপ্ত দিতে পারছি না। আপনি বললেন ম্যাজিকের কথা, আসলে ম্যাজিক হচ্ছেন আপনারা আর যাত্রীরা। ভালো সার্ভিস বা সেবা দিলে এমনিতেই আপনার ব্যবসা ভালো হবে। আগে প্রায়ই দেখা যেত বিআরটিসি গাড়িগুলো বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকত আর এখন কোনো গাড়ি পড়ে থাকতে দেখবেন না। গত ঈদে বিআরটিসির বাসগুলো সারা বাংলাদেশে প্রায় ১ হাজারটা গাড়ি দুরপাল্লায় গেছে। আল্লাহর রহমতে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়নি। অর্থাৎ নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনায় আমরা ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। তাদের আবাসিক প্রশিক্ষণের জন্য আমরা ৩টা ইনস্টিটিউটে টঙ্গীপাড়া, তেজগাঁও ও মানিকগঞ্জে ৫ দিনের জন্য নিয়ে আসা হয়। এই ৫ দিন তাদের আমরা মটিভেশনাল চেঞ্জের দ্বারা দক্ষ করে তুলছি। আমি মনে করি আমরা সেই সার্ভিসটি দিতে পারছি এখন যার ফলে বিআরটিসি ভালো পর্যায়ে অবস্থান করছে।

আজকের দর্পণ : এখন আপনাদের বিভিন্ন রুটে দুরপাল্লায় বাস চলছে, বিশেষ করে ঈদের সময় যখন দুরপাল্লায় বাসগুলো সারাদেশে চলাচল করে তখন কি কোনো বাধার সম্মুখীন হন মালিক সমিতির পক্ষ থেকে?

মো. তাজুল ইসলাম : এই ধরনের সমস্যা আগে ছিল। এর মূল কারণ বেসরকারি মালিক সমিতির সঙ্গে আমাদের সমন্বয়হীনতার অভাব ছিলো। আমি এসে তাদের সঙ্গে সমন্বয় করি। যার ফলে ঈদ ছাড়াও আমাদের বাসগুলো চলাচল করছে নির্বিঘ্নে।

আজকের দর্পণ : বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন ওয়ার্কশপে তৈরি হচ্ছে বাসের বডি যা উন্নত মানের। বিআরটিসিও কি তাদের মত সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে?

মো. তাজুল ইসলাম : আশা করছি খুব শিগগিরই আমরা সেই জায়গায় যেতে পারবো। আমরা আমাদের কর্মীদের দক্ষ করে তুলছি। আমি আসার আগে শুধু মেরামত ব্যয় ছিল ৫ কোটি টাকা আর এখন সেটা ৩ কোটি টাকায় নেমে আসছে। আমাদের বহরে ২০১৩ সালে যুক্ত হয় আর্টিকুলেটেড বাসগুলো। এই বাসের রাবার বেলসগুলো ঠিক করার জন্য ৩৩,৪৮,০২৫ টাকা ধরা হলেও তা পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে আমাদের কারিগরি ও অপারেশন টিমকে রাবার বেলসগুলো নতুন করে তৈরি করার নির্দেশনা দেয়া হয়। তারা মাত্র ৪০,৬৯৯ টাকায় প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। যার ফলে আমাদের কারিগরি টিম আরো বেশি দক্ষ হয়ে ওঠে। সেই সূত্র ধরে আমি বলতে পারি, আমরাও একদিন বাসের বডি থেকে শুরু করে অন্যান্য যন্ত্রাংশে তৈরি করতে সক্ষম হবো। যা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা উদাহরণ হয়ে থাকব।

আজকের দর্পণ: প্রত্যাশা অনুযায়ী আপনি কতটুকু সফল এবং আগামীতে আপনার লক্ষ্য কী?

মো. তাজুল ইসলাম : 'আগের সব রেকর্ড ভেঙে বিআরটিসির স্বর্ণযুগ চলছে। বিআরটিসিতে আমিই প্রথম এমন চেয়ারম্যান, যিনি অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে কোনো প্রকার টাকা না নিয়ে নিজস্ব আয় থেকে খরচ চালিয়ে যাচ্ছি। স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়ে বিআরটিসিকে এক অনন্য উচ্চতায় নেয়া হয়েছে।

'আমি বিআরটিসিতে আসার আগে ১১১টি সমস্যা চিহ্নত করেছিলাম। শুরু থেকে প্রথমে ভয় ছিল সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে পারব কি না। কিন্তু তখনকার সেই পুরনো বাসগুলো দিয়ে যাত্রা শুরু করে আজকের এ অবস্থানে এনেছি। যদিও একটি পক্ষ নানাভাবে এ অর্জনকে ম্লান করতে চায়। কিন্তু দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে আমি বিআরটিসি উন্নয়নে কাজ করে যাব।'

আজকের দর্পণ : বিআরটিসির এত সাফল্য, এই সাফল্যের পিছনে কাদের অবদান বেশি?

মো. তাজুল ইসলাম : আমি বিআরটিসিতে যোগদানের পর সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিবের প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও যাত্রীসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে যে কাজ শুরু করেছিলাম, সেটির ধারাবাহিকতা এখনো বজায় রেখেছি।'

এছাড়া বিআরটিসিতে আসার আগে আমি ১১১টি সমস্যা চিহ্নিত করি। এই চিহ্নিত হওয়া সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অনুসরণ করি। তাছাড়া সবার সহযোগিতায় আমরা এই সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

1/30/24, 10:35 AM Daily Vorer Pata | Tuesday, 30 January, 2024

ভোরের পাতা মঙ্গলবার • ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ • ১৭ মাঘ ১৪৩০ • ১৮ রজব ১৪৪৫

বিআরটিসিতে ফিরেছে শতভাগ স্বচ্ছতা

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

বিগত সালে মানুষের মুখে ছিলো বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) মানেই লক্কর-ঝক্কর বাস গাড়ি। যেখানে সেখানে থেমে যায়। ভোগান্তিতে পরে যাত্রীরা। এই জন্যই এক সময় সাধারণ যাত্রীরা এই গণপরিবহন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। এখন তা ভিন্ন রূপে সরেজমিনে দেখা যায়। কারণ একটাই মহাসড়কে যেখানে সেখানে গাড়ি নষ্ট না হওয়া। এবং যাত্রী উঠতে পড়া ভিড়। এই জনয়ই আজ বিআরটিসি সফল্যের দোরগোড়ায়। এই সাফল্য অর্জন শুধু প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) তাজুল ইসলামের জন্যই হয়েছে। সম্প্রতি, গত তিন বছরে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন-বিআরটিসি। আর্থিক শৃঙ্খলায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করায় অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বর্তমান বিআরটিসিতে ফিরেছে শতভাগ স্বচ্ছতাও। সংস্থাটির সার্বিক অগ্রগতির মূলেই রয়েছে বর্তমান চেয়ারম্যান সরকারের অতিরিক্ত সচিব তাজুল ইসলামের জাদুকরী নেতৃত্বের নিপুণ ছোঁয়া। অনেকটাই অন্ধকারে নিমজ্জিত সরকারের সেবা খাতের এ প্রতিষ্ঠানটিকে আলোর মুখ দেখাতে ইতোমধ্যেই সমর্থ হয়েছেন তিনি। এখন খোদ বিআরটিসির সমালোচনা করা যাত্রী সাধারণরাও করছেন তার সুনাম।

সেবায় সন্তুষ্ট যাত্রীরা বলছেন, বিআরটিসির চলমান অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে এমন দক্ষ প্রশাসকের বিকল্প নেই। সংস্থাটির ২৯৭তম পর্ষদ সভার আলোচনায়ও উঠে আসে সার্বিক অগ্রগতি ও বর্তমান চেয়ারম্যানের নেতৃত্বগুণের কথা। গতকাল রোববার বিআরটিসির প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত পর্ষদ সভার সভাপতি ছিলেন চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম।

সভায় উল্লেক্ষ আলোচনায় বরিশাল মেট্রোপলিটন প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'এ পর্ষদ গঠিত হওয়ার পর বিআরটিসি গত তিন বছরে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।'

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী চেয়ারম্যান তাজুল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'স্যার, আমরা আপনার সাথে তিন বছর আন্তরিক সাথে কাজ করে বিআরটিসিকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে নিতে পেরেছি'। একইভাবে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিনও বলেন, বর্তমান চেয়ারম্যানের সময়কালে বিআরটিসিতে একটি গতি এসেছে, অনেক উন্নয়ন কাজ হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি-রাজশাহীর সাধারণ সম্পাদক সফিকাত মঞ্জুর বলেন, 'বিআরটিসির আরও সাফল্য কামনা করি। প্রধানমন্ত্রী উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে আপনাকে এখানে নিযুক্ত করেছেন।'

ইলমা চট্টগ্রামের প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু বলেন, 'বর্তমান চেয়ারম্যানের পরিচালনায় বিআরটিসি উত্তরোত্তর এগিয়ে যাচ্ছে।' পর্ষদ সভার অন্যান্য সদস্যরাও বিআরটিসির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তবে অতীতেও এমন প্রশংসা চলত বিআরটিসিতে, যা কেবলই লোক দেখানো ছিল। বাস্তবে সমালোচনার তুঙ্গে ছিল প্রতিষ্ঠানটি।

এদিকে, সভার শুরুতেই আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন বিআরটিসির পরিচালক (প্রশাসন) এসএম কামরুজ্জামান। বিআরটিসিতে অপারেটর (চালক) গ্রেড-সি পদে নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস ভেহিক্যাল (পিএসভি) শিথিলকরণ এবং কন্ডাক্টর-ডি (কাউন্টারম্যান) শূন্য পদে জনবল নিয়োগে বিআরটিএ কর্তৃক কন্ডাক্টর লাইসেন্স ব্যতীত আবেদন গ্রহণসহ নিয়োগের অনুমতি প্রদান বিষয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়াও গাড়ি মেরামতের ব্যয় প্রয়োজন অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান এবং আইসিডব্লিউএসের টায়ার (রিট্রেডিং প্লান্ট) চালু করার বিষয়েও আলোচনা হয়। কক্সবাজার, পটুয়াখালী (কুয়াকাটা) ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও 'বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন পাবলিক স্কুল'-এর সংস্কার বাবদ অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

সভার সভাপতি বিআরটিসির চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম পর্ষদ সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'আমরা স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী। আপনাদের সহযোগিতায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি আর্থিক শৃঙ্খলায়। বিআরটিসির কর্মচারীদের অকুণ্ঠ সমর্থনে বিআরটিসি এগিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের সহযোগিতায় নগর পরিবহন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে বিআরটিসির বাস সার্ভিস, পর্যটক বাস সার্ভিস, বঙ্গবন্ধু ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় শাটল বাস সার্ভিসসহ এবং ছাত্রছাত্রীদের হাফ ভাড়ায় পরিবহন সেবা চালু করা হয়েছে।'

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক THE DAILY JUGANTOR

যুগান্তর

Publish-Date: 2024-01-22 Edition: দ্বিতীয় সংস্করণ

বাণিজ্যমেলা উপলক্ষ্যে বিআরটিসি বাস সার্ভিস উদ্বোধন

বিআরটিসি তৃতীয় বারের মতো ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় নিরাপদ ও সাশ্রয়ী ভাড়ায় যাত্রী সেবা প্রদান করতে যাচ্ছে। রোববার মেলা প্রাঙ্গণ থেকে বিআরটিসির বাস চলাচল উদ্বোধন করেছেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম (অতিরিক্তি সচিব)।

কুড়িল বিশ্বেরোড, খেজুর বাগান (ফার্মগেট), নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বাণিজ্য মেলার উদ্দেশে বিআরটিসি বাস ছেড়ে যাবে। মেলা শেষে নির্দিষ্ট রুটগুলোতে যাত্রীদের নিরাপদে পৌছে দেবে বিআরটিসি। প্রতিদিন প্রায় ৬০টি বাস চলাচল করবে ও ছুটির দিনে প্রায় ২০০ বাস চলাচল করবে। কুড়িল বিশ্বরোড থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৫ টাকা, খেজুর বাগান (ফার্মগেট) থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৭০ টাকা। নারায়ণগঞ্জ থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ১২০ টাকা। নরসিংদী থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৯০ টাকা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

রবিবার
২৪ ডিসেম্বর ২০২৩

দৈনিক বাংলাদেশের আলো
প্রকাশনার ১৫ বছর
স্বাধীনতাই আমাদের শক্তি
The Daily Bangladesher Alo

পরিবহন সেবায় সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেছে বিআরটিসি

- এক সময়ের জরাজীর্ণ ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানটি আজ সার্বিকভাবে লাভজনক
- র‍্যাপিড পাস চালু ও ১২ শতাধিক বাসে ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম (ভিটিএস) স্থাপন করা হয়েছে
- রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের সুবিধার্থে ২১টি জেলার ২৩টি রুটে ৬০টি বাসের সেবা চালু করা হয়েছে

তাজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বিআরটিসি

■ এম এ মন্নান

যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন ও পণ্য পরিবহন সেবায় গতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেছে বিআরটিসি। বর্তমানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নিয়মিত পরিশোধ, পতেঙ্গায় পর্যটক বাস চালু, ২০টি জায়গায় কারিগরি প্রশিক্ষণসহ দেশের ৬৩ জেলায় নিরবচ্ছিন্ন যাত্রীসেবা দিচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত এ প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে ঢাকার আটটি রুটে নারীদের জন্য বাস সেবা ও ই-টিকেটিং সেবা, ১৯১টি বাসে আনলিমিটেড ফ্রি ওয়াইফাই সুবিধাসহ যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে বিআরটিসির ১ হাজার ৪০০-এর মতো বাসে সিসি ক্যামেরা বসানো রয়েছে। এ ছাড়াও বিআরটিসিতে র‍্যাপিড পাস চালু ও ১২ শতাধিক বাসে ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম (ভিটিএস) স্থাপন করা হয়েছে। ৩৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ১০০টি ডাবল ডেকার বাস যুক্ত হচ্ছে বিআরটিসির বহরে। ইলেকট্রিক এসব বাসে থাকবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ সুবিধা। সাতটি বৈদ্যুতিক চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা হবে বাসগুলোর জন্য। আর এ পদক্ষেপের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানোর নতুন যুগে প্রবেশ করবে বিআরটিসি। দীর্ঘদিন অনিয়ম দুর্নীতিতে ডুবে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত এ প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) তাজুল ইসলাম দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই নানামুখি ▶ এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

পরিবহন সেবায় সাধারণ মানুষের

পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে বিআরটিসির যাত্রী সেবার মান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরনো বাসগুলোকে মেরামতের মাধ্যমে চলাচলের উপযোগী করে রাস্তায় চালানো হচ্ছে। অনেক জায়গার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের প্রতি যাত্রীদের আগ্রহ বেশি দেখা যায়।

অনুসন্ধানে জানা যায়, গত আড়াই বছরে বিআরটিসির যেসব অর্জন তার মধ্যে অন্যতম হলো বর্তমানে প্রধান কার্যালয়সহ ডিপো ও ইউনিটগুলোর সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা নিজস্ব আয় থেকে প্রতি মাসের ১ তারিখে পরিশোধ করা হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে তিন মাস পরপর গ্র্যাচুইটি, সিপিএফ ও ছুটি নগদায়নের টাকা অনলাইনে পরিশোধ করা হচ্ছে। গত দুই বছরে সিপি ফান্ড, গ্র্যাচুইটি এবং ছুটি নগদায়ন বাবদ ১ হাজার ১৫২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৩৭ কোটি ৫৮ লাখ ৮৮ হাজার ৯৩৪ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যান যোগদানের পূর্ববর্তী সময়ের বকেয়া বেতন বাবদ দুই বছরে ৯ কোটি ৬৮ লাখ ৭০ হাজার ৬৬৩ টাকা অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করা হয়েছে। কল্যাণ তহবিল নীতিমালা ২০২২ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে। গত বছর কল্যাণ তহবিল ও শিক্ষা সহায়তা তহবিল খাতে ১৮৪ জনকে ৩১ লাখ ৩৮ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। সাফজয়ী নারী ফুটবল খেলোয়াড়দের বরণের জন্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিজস্ব দক্ষ কারিগর দিয়ে ছাদখোলা বাস প্রস্তুত করা হয়, যা বর্তমান চেয়ারম্যান ও বিআরটিসির যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিআরটিসি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৪ হাজার ৭৯৪ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬ হাজার ৯৬২ জন নারী ও পুরুষকে প্রশিক্ষণ দেয়। তাছাড়া প্রথমবারের মতো দপ্তর/সংস্থা প্রধান হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএতে) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন দপ্তর বা সংস্থাগুলোর মধ্যে বিআরটিসি প্রথম স্থান অর্জন করে। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের সুবিধার্থে ২১টি জেলার ২৩টি রুটে ৬০টি বাসের সেবা চালু করা হয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা বিআরটিসির পর্ষদ গঠন ও কার্যক্রম ফের চালু করা হয়েছে। বর্তমান গাড়ির নম্বর অনুসারে মেরামত বাজেট দেওয়া হয় এবং যথাযথভাবে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। বর্তমানে বিআরটিসির বহরে সচল বাসের সংখ্যা ১ হাজার ৩৫০টি। বিআরটিসির বিভিন্ন বাস ডিপোতে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা পেট্রোলপাম্পগুলো সচল করা হয়েছে। যার ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ও জ্বালানি খাতে ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে।

বিআরটিসি চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) তাজুল ইসলাম দৈনিক বাংলাদেশের আলোকে বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত এ প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘদিনের সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়েছি। অনেকের স্বার্থে ব্যাঘাত লাগায় তারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে সম্মানহানির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সৎ ও ন্যায়ের পক্ষে দায়িত্ব পালন করায় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের স্যার আমাকে সাহস ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। দীর্ঘদিনের জমে থাকা জঞ্জাল দূর করেছি। বিআরটিসির এখন স্বর্ণযুগ চলছে। বিআরটিসিতে আমিই একমাত্র চেয়ারম্যান, অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে কোনো প্রকার টাকা না নিয়ে নিজস্ব আয় থেকে খরচ চালিয়ে যাচ্ছি। স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়ে বিআরটিসিকে এক অনন্য উচ্চতায় নেওয়া হয়েছে। আমি বিআরটিসিতে যোগদানের পর সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিবের প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনায় আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও যাত্রীসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে যে কাজ শুরু করেছিলাম, সেটির ধারাবাহিকতা এখনো বজায় রেখেছি। আমি বিআরটিসিতে যোগদানের আগে ১০০টির বেশি সমস্যা চিহ্নিত করেছিলাম। শুরু থেকে প্রথমে ভয় ছিল সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে পারব কি না। কিন্তু তখনকার সেই পুরনো বাসগুলো দিয়ে যাত্রা শুরু করে আজকের এ অবস্থানে এনেছি। যদিও একটি পক্ষ নানাভাবে এ অর্জনকে ম্লান করতে চেয়েছে। কিন্তু দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে আমি বিআরটিসির উন্নয়নে কাজ করে যাব। দেশে একসময়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) সেবা ছিল দীনগতির। তখন মানুষ বাধ্য না হলে বিআরটিসির সেবা নিতে চাই তো না। বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হতো ঘন্টার পর ঘন্টা। কিন্তু পুরনো সেই চিত্র আর নেই বললেই চলে।

২০২১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনে (বিআরটিসি) চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন অতিরিক্ত সচিব মো. তাজুল ইসলাম। যোগদানের পর সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মানিত সচিবের প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনায় 'আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন' এর লক্ষ্য নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেছিলেন সেটির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন।

বর্তমানে বিভিন্ন পদে মোট ৭৪০ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পদে ১৩৮ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান। চেয়ারম্যানের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দিক নির্দেশনায় অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে ২৬৭ জন চালক-সিকে চালক-বি পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিআরটিসির ১০টি বাসে প্রাথমিক ভাবে চালকদের জন্য ফাটিগ সতর্কীকরণ ডিভাইস সংযোজন করা হয়েছে।

বর্তমান গাড়ির নম্বর অনুসারে মেরামত বাজেট প্রদান করা হয় এবং যথাযথ ভাবে মনিটরিং করা হয়। পুরোনো গাড়ি নিলাম বিক্রয়ের দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গত ১ বছরে ২টি লটে ১১৯৪টি বাস নিলামে বিক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে ৬০৬টি গাড়ি ভারী মেরামত করে বিআরটিসির গাড়িবহরে সংযুক্ত করে রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যেক ডিপো বা ইউনিটে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে যা দ্বারা ভারী মেরামতের কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে কারিগর নিয়োগ দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষ করে তোলা হয়েছে। বর্তমানে বিআরটিসির গাজীপুর কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

এক সময়ের জরাজীর্ণ ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বিআরটিসি আজ সার্বিকভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। কিংবদন্তি হওয়ার জন্য কারো স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না, তার অদম্য ইচ্ছা এবং কর্মই তাকে কিংবদন্তি হিসেবে গড়ে তোলে। বিআরটিসি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহন সংস্থা এবং এর কর্ম পরিবেশ দেশের অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শত প্রতিকূল পরিবেশ থাকা অবস্থায় এবং নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কীভাবে সততা, প্রজ্ঞা ও মেধা দিয়ে জরাজীর্ণ ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকে সার্বিকভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা যায় বর্তমান চেয়ারম্যান তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রয়েছে ইলেক্ট্রিক ভেহিক্যালসহ নতুন মডেলের বাস বিআরটিসি বহরে সংযুক্ত করা, আধুনিক সুবিধা সম্বলিত অফিস ভবনসহ কর্মচারীদের আবাসন ভবন নির্মাণ, ডিপোসমূহে (বাস/ট্রাক) ওয়াশিং প্ল্যান্ট স্থাপন, তেজগাঁও কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা এবং গাজীপুর সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন, পর্যায়ক্রমে সকল রুটে যাত্রী পরিবহনে দ্রুত ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা, সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং অনিয়ম দূর করার জন্য দৈনন্দিন কার্যক্রমসহ ডিপো ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন সিস্টেম চালু করা, বাংলাবান্ধা ও সিরাজগঞ্জে নতুন ২টি বাস ডিপো এবং খুলনা ও বগুড়ায় ২টি ট্রাক ডিপো স্থাপন, বরিশাল-কলকাতা, চট্টগ্রাম-কলকাতা ও ঢাকা-গ্যাংটক (সিকিম)-দার্জিলিং, ঢাকা-নেপাল আন্তর্জাতিক বাস রুট চালু করা, বাস ও ট্রাকের অনলাইন History book চালু করার মাধ্যমে গাড়ির তথ্য আপডেট রাখা।

বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে, দুর্যোগকালীন ও ধর্মীয় উৎসব সম্মেলনে বিআরটিসি জনস্বার্থে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা নিশ্চিত করে। বনভোজন, শিক্ষা সফরসহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের জন্য বিআরটিসির বাস সেবা জনপ্রিয়। এছাড়া যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বিনা ভাড়ায় যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধাদের আরামদায়ক ভ্রমণে বিআরটিসির প্রতিটি বাসে ১৫টি আসন সংরক্ষিত আছে। প্রতিষ্ঠানের ট্রাকের মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তরের চাল ও গম সরকারি খাদ্যগুদামে পরিবহন করা হয়। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির পরও পূর্ব নির্ধারিত ভাড়ায় পণ্য পরিবহন সেবা নিশ্চিত করা। বিআরটিসির সব বাসে ধূমপান নিষিদ্ধের কথা জানিয়ে চেয়ারম্যান বলেন, 'ধূমপানমুক্ত যানবাহন' স্টিকার বিআরটিসির সব বাসে সংযোজন করা হয়েছে। পাশাপাশি যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হটলাইন নম্বর '৯৯৯' সংবলিত স্টিকার ও মহুনা ফেলার ঝুড়ি প্রতিটি বাসে রয়েছে। নারী, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীদের হ্রাসকৃত ফিতে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ

ই-পেপার

/ জাতীয়

প্রকাশ: ০১ জুন, ২০২৪ ১৬:১১

নিজস্ব কারখানায় বাস তৈরি করছে বিআরটিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিদেশ থেকে আনা যন্ত্রাংশের (চেসিস) ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব কারখানায় বাস তৈরি করছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি)। এরই মধ্যে দুটি বাস তৈরির কাজ শেষ করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত এই পরিবহন সংস্থা। প্রথম ধাপে আরো কয়েকটি বাস তৈরির প্রক্রিয়া চলছে।

আজ শনিবার (১ জুন) রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অবস্থিত বাস ডিপোর নবনির্মিত ইয়ার্ড ও প্রধান ফটক উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বিআরটিসির চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম এসব তথ্য জানান।

তাজুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের নিজস্ব কারখানায় তৈরি করা দুটি বাস বিমানবন্দরের শাটল রুটে ব্যবহার করা হবে। বিদেশ থেকে আসা প্রবাসী ভাইদের জন্য তা বিশেষ সুবিধা হিসেবে থাকবে। ৩০-৪০ জন যাত্রী একটি বাসে ভ্রমণ করতে পারবেন। যাত্রীদের লাগেজ রাখার জন্য বাসে সুব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, এই বাস দুটি ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় শাটলভাবে ঘুরতে থাকবে। বিমানবন্দর থেকে বিভিন্ন বাস টার্মিনাল ও রেলওয়ে স্টেশনে যাবে। শিগগির মন্ত্রণালয় থেকে উদ্বোধনের দিন নির্ধারণ করা হবে।

বর্তমানে বিআরটিসির বহরে যাত্রীবাহী বাস রয়েছে এক হাজার ৩৫০টি।

তা সুইডেন, জাপান, চীন, কোরিয়া ও ভারতের মতো দেশ থেকে কেনা হয়েছে। এখন নতুন করে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাসে (সিএনজি) চালিত ৩৫০টি এবং ভারত থেকে ১০০টি বিদ্যুৎচালিত বাস কেনার প্রক্রিয়া চলছে।

বিআরটিসির চেয়ারম্যান বলেন, চেসিস বানানোর সক্ষমতা এখনো আমাদের হয়নি। এই চেসিস বাদ দিয়ে পুরোপুরি একটি গাড়ি বানানোর শতভাগ সক্ষমতা বিআরটিসির রয়েছে। বিদেশ থেকে চেসিস এনে আমাদের নিজস্ব কারখানায় বাস তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ধীরে ধীরে আমাদের বাস আমরাই উৎপাদন করতে চাই।

তাজুল ইসলাম বলেন, ২০১২ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া গাজীপুরের সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা পুনরায় চালু করা হয়েছে। পুরনো মেশিনারিজ পরিবর্তন করে নতুন মেশিনারিজ সরঞ্জামযুক্ত কারখানার সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তা ছাড়া ঢাকার তেজগাঁওয়ের কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এসব কারখানার কর্মীদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা হয়েছে। বিআরটিসির নিজস্ব কারখানায়, নিজস্ব কর্মীদের দিয়ে বাস তৈরির সক্ষমতা তৈরি হয়েছে।

আমার সংবাদ

রবিবার, ১৯ মে ২০২৪, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

সাফল্যের ধারায় অদম্য যাত্রা

নুর মোহাম্মদ মিঠু ▶▶

আধুনিকায়ন ও অগ্রগতিতে বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে এখন সাফল্যের মহাসড়কে অদম্য যাত্রায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন-বিআরটিসি। যে যাত্রার শুরুটা ক্ষণিকের জন্যও ছিল না মসৃণ বরং আধুনিকায়ন ও অগ্রগতির প্রতিটি ধাপেই মোকাবিলা করতে হয়েছে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ। বছরের পর বছর ধরে সংশ্লিষ্টদের বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতি আর বহিরাগত ষড়যন্ত্র, ঋণের ভারে ন্যুব্জ ছাড়াও অসংখ্য-অগণিত সমস্যায় জর্জরিত ছিল, সেই বিআরটিসিরই আধুনিকায়ন ও অগ্রগতির রূপকার হিসেবে ইতোমধ্যেই ব্যাপক সুনাম ও খ্যাতি পেয়েছেন বর্তমান চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই যার বিরুদ্ধে বিআরটিসির অসাধু কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে চলছে বহিরাগতদের ষড়যন্ত্র। মিডিয়া ট্রায়ালের মাধ্যমেও যাকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টা হয়েছিল একাধিকবার। যদিও দৃঢ়চেতা, বিচক্ষণ, রাষ্ট্র ও জনবান্ধব এই আমলার ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বের কাছে কোণঠাসা কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বহিরাগতদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বিআরটিসির সুনাম বিধ্বংসী চক্র। এরই মধ্যে তিনি লাভ করেছেন শুদ্ধাচার পুরস্কারও। প্রশাসনিক সক্ষমতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকেও পেয়েছেন ডিও লেটার। শুধু তাই নয়, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আধুনিকায়নের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বার্ষিক উন্নয়ন চুক্তিতেও (২০২১-২২ অর্থবছর) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার মধ্যে (৯৬.৮৪) সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে বিআরটিসি। যা সংস্থাটির ইতিহাসে প্রথম এবং এরও নেপথ্যের নায়ক সংস্থাটির সাফল্যের কারিগর দক্ষ প্রশাসক খ্যাত চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম। বিআরটিসি সংশ্লিষ্টরা আমার সংবাদকে বলেন, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিবের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় 'আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও যাত্রীসেবার মান উন্নয়ন' এই ব্রত নিয়ে যোগদানের পর থেকেই বর্তমান চেয়ারম্যানের নিরলস-নিরবচ্ছিন্ন নেতৃত্বে বিআরটিসিকে করেছেন আধুনিক ও লাভজনক। সেবা সহজীকরণ ছাড়াও তার বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমেই বিআরটিসিকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান থেকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের ক্যারিশমা দেখিয়েছেন তিনি।

- বহরে সচল বাস সংখ্যা এখন এক হাজার ৩৫০টি, বৃদ্ধি পেয়েছে রাজস্ব আয়
- বেড়েছে জনবল, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, ই-ফাইলের মাধ্যমে হচ্ছে ৮৫ শতাংশ কাজ
- লাভজনক অবস্থানে বর্তমান বিআরটিসি, দূর হয়েছে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আর্থিক দুর্ভোগ

দেনার দায় কাঁধে নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেই শোধ করেছি ৮০ কোটি টাকা বেতন-ভাতাও দিচ্ছি নিয়মিত

—তাজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআরটিসি

বিআরটিসি সূত্র জানায়, বর্তমান গাড়ির নম্বর অনুসারে প্রদান করা হয় মেরামত বাজেট, করা হয় মনিটরও। এক্ষেত্রে আগের কোনো চেয়ারম্যান দেখাতে পারেননি স্বচ্ছতা, বরং গাড়ির নম্বরও সংরক্ষণ করা হতো না। পুরাতন গাড়ি নিলামের দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং গত একবছরে দুটি লটে ২৯৪টি বাস নিলামে বিক্রি করা হয়েছে। যেখানে আগে নিলাম কার্যক্রম আশানুরূপ ছিল না। বর্তমানে ৬০৬টি ভারী গাড়ি মেরামত করে বিআরটিসির গাড়িবহরে সংযুক্ত করে বৃদ্ধি করা হয়েছে রাজস্ব আয়। অথচ আগের কোনো চেয়ারম্যানের আমলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি তো দূরের কথা গাড়ি মেরামতই হতো নামমাত্র। ডিপো কিংবা ইউনিটগুলোতে ক্রয় করা হয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, যা দ্বারা ভারী মেরামতের কার্যক্রম

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

সাফল্যের ধারায় অদম্য

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

চলমান রয়েছে। বর্তমানে কারিগর নিয়োগ দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষ করেও তোলা হচ্ছে। দক্ষ ও মানসম্মত জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যেই বিআরটিসি চলতি অর্থবছরে ১৪ হাজার ৭৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। নিজস্ব প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আরও সাত হাজার ৩৯২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক ডিপো বা ইউনিটেই নির্মাণ করা হয়েছে র‍্যাম্প। আধুনিক করা হয়েছে গাজীপুর কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা। যেটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ অবস্থায় পড়েছিল বর্তমান চেয়ারম্যান যোগদানের আগে।

বিআরটিসি জানায়, বর্তমানে বিআরটিসির বহরে সচল বাস সংখ্যা প্রায় এক হাজার ৩৫০টি। খুব শিগগিরই নতুন করে আরও গাড়ি যুক্ত হবে বিআরটিসির বহরে। সচল করা হয়েছে বিভিন্ন বাস ডিপোতে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা পেট্রোল পাম্পগুলো। যার ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে রাজস্ব আয়; জ্বালানি খাতে সাশ্রয় হয়েছে ব্যয়। ১৯১টি বাসে চালু করা হয়েছে আনলিমিটেড ওয়াইফাই সুবিধা। এক হাজার ২০০ এরও বেশি গাড়িতে ভিটিএস প্রক্রিয়ার সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রহণ করা হয়েছে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও। শুদ্ধাচার, এপিএ, তথ্য অধিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, জিআরএস, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, কম্পিউটার অপারেটরদের ওরিয়েন্টেশন কর্মকর্তাদেরও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ যাবত বিভিন্ন বিষয়ে ৪২টি প্রশিক্ষণে এক হাজার ৪২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৭৩৫ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আরও ১৩৮ জনের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকাশ করা হচ্ছে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনও।

শুধু তাই নয়, প্রধান কার্যালয়সহ প্রতিটি ডিপো কিংবা ইউনিটেই চালু করা হয়েছে আইসিটি শাখা। ৮৫ শতাংশ কাজই এখন ই-ফাইলের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ড্রাইভিং প্রশি[illegible] প্রদান করা হচ্ছে এবং সিমুলেটর সংযোজন করে আধুনিক করা হয়েছে। যাত্রীসেবা প্রদানের জন্য 'আমাদের বিআরটিসি' নামক মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে। প্রতিটি ডিপো বা ইউনিটেই সিসিক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে, যা প্রধান কার্যালয় থেকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে। প্রতিটি কার্যালয়েই চালু করা হয়েছে ডিজিটাল হাজিরা। ১১টি রুটে ই-টিকেটিং ও তিনটি রুটে অনলাইন টিকিট ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয় ও ডিপো বা ইউনিটগুলোতে অপেক্ষাগারসহ অন্যান্য স্থাপনাসমূহও দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয় ছাড়াও প্রতিটি ডিপো বা ইউনিটেই স্থাপন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু কর্নার। আধুনিকায়ন করা হয়েছে প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষ। মতিঝিল বাস ডিপোতে একটি অত্যাধুনিক কাউন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে ইয়ার্ড, র‍্যাম্প, ওয়াশিং প্লান্ট, পেইন্ট বুথসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

আজকের পত্রিকা

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর সড়কে আজ থেকে পরীক্ষামূলক বিআরটিসি বাস চালু

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
প্রকাশ : ১৭ মার্চ ২০২৪, ১৬:২০

শিল্প অঞ্চলের জিরো পয়েন্ট থেকে ৩৪ কিলোমিটার সড়কে সীতাকুণ্ড এবং বারইয়ারহাট পর্যন্ত বাস চলাচল শুরু হবে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর সড়কে পরীক্ষামূলকভাবে বিআরটিসি বাস চলাচল শুরু হচ্ছে। শিল্প অঞ্চলের জিরো পয়েন্ট থেকে ৩৪ কিলোমিটার সড়কে সীতাকুণ্ড এবং বারইয়ারহাট পর্যন্ত সাধারণ যাত্রী ও শিল্প অঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য এ সার্ভিস চালু হচ্ছে।

আজ রোববার বিকেলে অফিস ছুটি হলে জিরো পয়েন্ট থেকে শ্রমিকদের নিয়ে সাজানো দুটি দ্বিতল বিআরটিসি বাস বারইয়ারহাট এবং সীতাকুণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবে। এ সময় উপস্থিত থাকবেন বিআরটিসি বাস ডিপো সোনাপুর নোয়াখালীর ম্যানেজার অপারেশন মো. ওমর ফারুক মেহেদী, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) পরিচালক (কমার্শিয়াল) মো. মাসুদ পারভেজসহ কর্মকর্তারা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প অঞ্চলের জিরো পয়েন্ট থেকে ৩৪ কিলোমিটার সড়কে এই প্রথম বাস সার্ভিস পেয়ে উচ্ছ্বসিত যাত্রীরাও। শিল্প অঞ্চলের জিরো পয়েন্ট থেকে দুটি দ্বিতল বিআরটিসি বাস সীতাকুণ্ড এবং বারইয়ারহাট রুটে যাতায়াত করবে।

এ বিষয়ে বিআরটিসি পরিবহনের ম্যানেজার অপারেশন (বিআরটিসি বাস ডিপো সোনাপুর নোয়াখালী) মো. ওমর ফারুক মেহেদী বলেন, শিল্প অঞ্চলের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে। এখানে শত শত শ্রমিক চাকরি করেন। তাঁদের যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিত করতে বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ বাস সার্ভিস চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আজ বিকেল থেকে শিল্প অঞ্চলের জিরো পয়েন্ট থেকে সীতাকুণ্ড এবং বারইয়ারহাট ৩৪ কিলোমিটার সড়কে প্রথম বিআরটিসি বাস সার্ভিস পরীক্ষামূলক সার্ভিস শুরু হবে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং বেপজা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবে। বিআরটিসি বাস নির্ধারিত রুটে চলাচলের সময় সরকারি নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করে যে কোনো যাত্রী উঠতে পারবেন।

বেপজার পরিচালক (কমার্শিয়াল) মো. মাসুদ পারভেজ জানান, আজ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প অঞ্চলের শ্রমিক কর্মকর্তা কর্মচারীদের বহু কাঙ্ক্ষিত বিআরটিসি বাস সার্ভিস জিরো পয়েন্ট থেকে দুটি রুটে যাতায়াত শুরু করবে। অফিস টাইম অনুযায়ী সকাল ও বিকেল দুবার সার্ভিস দেবে। চাহিদা বিবেচনা করে পরবর্তীতে বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ বাস সংখ্যা এবং যাতায়াতের সময় ঠিক করবেন। এখন থেকে শিল্প অঞ্চলের যাতায়াত সমস্যা থাকবে না।

বেপজার প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ এনামুল হক বলেন, 'আমরা বেপজা এবং বেজা কর্তৃপক্ষ যৌথ সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধু শিল্প অঞ্চলের শ্রমিকদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে বিআরটিসি চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সহযোগিতা চাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণে দ্রুত ব্যবস্থা নেন। ওনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে শিল্প অঞ্চলে আজ বাস সার্ভিস চালু হচ্ছে। এখন থেকে শিল্প অঞ্চলের শ্রমিকদের যাতায়াত সুবিধা পাবে। ভবিষ্যতে চাহিদা বিবেচনা করে বাস সংখ্যা এবং ট্রিপ সংখ্যা বাড়ানো হবে।'

এ বিষয়ে মিরসরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজা জেরিন বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর এলাকায় ১০ হাজারের বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত। তাদের যাতায়াতে পরিবহন সংকট দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তাই শিল্পনগর থেকে সীতাকুণ্ড এবং বারইয়ারহাট পর্যন্ত বাস সার্ভিস চালুর উদ্যোগ সময়োপযোগী।'

মিরসরাই এক্সপ্রেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সেলিম জানান, চট্টগ্রাম সদরের কদমতলী থেকে বারইয়ারহাট পর্যন্ত তাদের বাস সার্ভিস চালু রয়েছে। শিল্পনগরের শ্রমিকদের সুবিধার্থে জোন এক্সপ্রেস নামে বাস সার্ভিস চালুর কথা ভাবছেন তাঁরা।

স্বত্ব : © আজকের পত্রিকা

ভোরের পাতা
The Daily Vorer Pata
www.twitter.com/vorerpata

দুর্নীতি প্রসঙ্গে বিআরটিসি চেয়ারম্যান

আমি শুধু এতোটুকু বলব সমস্যা ছিল ম্যানেজমেন্টের

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের (বিআরটিসি) চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, 'ভালো কিছু করতে গেলে চারপাশ দিয়ে টেনে ধরা হয়। তেমনি বিআরটিসি'র অগ্রযাত্রাকে পিছনে টেনে ধরার লোকও আছে। তবেআমার সাহস হলো আমার মন্ত্রী (সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়), সচিব ও গণমাধ্যমকর্মীরা। কারণ আমি মনে করি বিআরটিসি আমার নয়; বিআরটিসি আমাদের। প্রতিষ্ঠানটি এখন

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

ঈদযাত্রায় থাকবে বিআরটিসি ৫৫০বাস

আমি শুধু এতোটুকু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) আর আগের মত নেই। এখন যারা কাজ করবে তারা মূল্যায়িত হবেন। আর যারা কাজ করবেন না তারা মূল্যায়িত হবেন না। আমি আজ চেয়ারম্যান আছি কাল নাও থাকতে পারি। তবে এতোটুকু বলতে পারি, আমি পিছপা হবো না।' গতকাল সোমবার দুপুরে মতিঝিল বিআরটিসি ভবনে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এ সব কথা জানান তিনি। আপনি দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে বিআরটিসি যদি আগের চেয়ে নানাভাবে উন্নত দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে তাহলে পূর্বে যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি কী অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এমন প্রশ্নের জবাবে বিআরটিসি চেয়ারম্যান বলেন, 'এই প্রশ্নের উত্তর দেয়াটা কঠিন। তবে আমি শুধু এতোটুকু বলব, ম্যানেজমেন্টের সমস্যা ছিল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সময়মতো সবাইকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা হবে। ছাড় দেব না। অবশ্য সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র চেয়ারম্যান ঠিক থাকলে হবে না ডিপো ম্যানেজারকেও ঠিক থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন, আগের বিআরটিসি আর এখনকার বিআরটিসির কার্যক্রম এক না। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের জন্য গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যার ফলে একদিনে ১০ হাজার লোকের ট্রেনিং দেয়া সম্ভব। প্রশিক্ষণ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে ৬ হাজার টাকা দিয়েও যেখানে প্রশিক্ষণের জন্য লোক পাওয়া যেত না সেখানে এখন ৮ হাজার টাকা দিয়েও প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিযোগিতা চলছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়ন স্বার্থে চেয়ারম্যান পদক চালু করা হয়েছে; এতে করে কাজের আগ্রহ বেড়েছে। যারা যথাযথভাবে কাজ না করেও সবচেয়ে ভালো ছিলো তাদের একটিভ ক্লিয়ার করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৫ জন কর্মকর্তাও রয়েছেন। চালু করা হয়েছে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা যা তিন বছর পর পর দেয়া হবে। কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি চালু করা হয়েছে। নিজেরা গাড়ি বানানোর সক্ষমতা বাড়িয়ে কাজ অব্যাহত রয়েছে। আর বিআরটিসি বাস রাজধানীতে রাত ১০টা পর্যন্ত চালু রাখার বিষয়ে ভেবে দেখা হবে।

ঈদ সার্ভিস : পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রাজধানী শহর ঢাকা থেকে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে যাত্রী পরিবহন করবে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের (বিআরটিসি)। সংস্থাটির চেয়ারম্যান গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এবার ঈদযাত্রায় যাত্রী পরিবহনে ৫৫০টি বাস থাকবে। এরমধ্যে রাজধানী ঢাকায় চলবে ৫০টি বাস। দূরপাল্লার বাসগুলোর পাশাপাশি এই বাসগুলো সার্ভিস দিবে। গতকাল সোমবার সকালে মতবিনিময় সভায় এ সিদ্ধান্তের কথা জানান সংস্থাটির চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম।

'আমরা গত সপ্তাহে ঈদে উপলক্ষে মিটিং করেছি। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, ঢাকা শহরে আমাদের ৬০০টি বাস আছে। এখান থেকে ঢাকা শহরের জন্য ৫০টি বাস রেখে বাকি ৫৫০টি বাস ঈদ সার্ভিসে যুক্ত করা হবে। এছাড়া আমাদের বাকি দূরপাল্লার বাসগুলো নিয়মিত চলবে। এবার ঈদের ছুটি লম্বা হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' ঈদ পরিবহন সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমরা পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি আকারে কয়েকদিনের মধ্যেই দিয়ে দিবো। আমাদের বহরের গাড়িগুলোর মধ্যে ৩৪টি গাড়ি লিজে আছে। আমরা আর গাড়ি লিজে চালাবো না। এটি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হবে।' তিনি বলেন, '২০২০ সালে ১ হাজার ৮২৫টি বাসের মধ্যে ৮৮৫টি বাস অন রুটে ছিলো; ২০২১ সালে ১ হাজার ৭৬২টি বাসের মধ্যে ১ হাজার ১০৬টি বাস অন রুটে ছিলো, ২০২২ সালে ১ হাজার ৩৫০টি বাসের মধ্যে ১ হাজার ২৩০টি বাস অন রুটে ছিলো এবং ২০২৩ সালে ১ হাজার ৩৫০টি বাসের মধ্যে ১ হাজার ২৫৩টি বাস অন রুটে ছিলো।' চেয়ারম্যান বলেন, আমরা সবসময়ই ঈদের সময় এমন সার্ভিস দিয়ে থাকি। সাধারণত ঢাকাতে গাড়ির প্রয়োজন হয় না। সে কারণে আমরা ঢাকায় চলাচল করা ৬০০টি গাড়ি ঈদের সময় বিশেষ সার্ভিস দেবো। বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য। এবার সাড়ে ৫০০ গাড়ি ঈদে চলবে। এরমধ্যে ৫০টি গাড়ি ঢাকার জন্য রাখা হবে। বাকিগুলো বাইরে চলাচল করবে। কোন রুটে কখন কয়টা গাড়ি চলবে সেগুলো আমরা বৈঠক করে প্ল্যান করবো।'

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়
চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে বিআরটিসি বাস চলাচল সম্পর্কে এটিএন বাংলা টিভি'র সাথে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি'র সাক্ষাতকার

যমুনা টিভিতে সাক্ষাতকালে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

নতুন ইলেকট্রিক বাসের জন্য চার্জিং স্টেশন সংক্রান্ত বিষয়ে যমুনা টিভিতে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাক্ষাতকার

ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশনে সাক্ষাতকার দিচ্ছেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

বিআরটিসি বাসের 'ঈদ স্পেশাল সার্ভিস' এর বিষয়ে যমুনা টিভিতে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাক্ষাতকার

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে বিআরটিসি বাস চলাচল সম্পর্কে সংবাদকর্মীদের সাক্ষাতকার দিচ্ছেন সাথে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

দক্ষ চালক তৈরীর প্রশিক্ষণ বিষয়ে
বাংলাভিশন টিভিতে সাক্ষাতকার, চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে
একুশে টিভি (ইটিভি)'তে সাক্ষাতকার, চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

বিআরটিসি'র সিএনজি চালিত বাস সংক্রান্ত বিষয়ে একাত্তর টিভিতে
চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাক্ষাতকার

বিআরটিসি বাসে র‍্যাপিড পাস চালুর বিষয়ে সিএসবি নিউজে
চেয়ারম্যান, বিআরটিসি'র সাক্ষাতকার

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)'তে যাত্রী সেবার মান নিয়ে চেয়ারম্যান,
বিআরটিসি'র সাক্ষাতকার

বিআরটিসি'র উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিয়ে 'এখন টিভি'তে সাক্ষাতকার,
চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

আলোকচিত্রে বিআরটিসি

TOT প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অপারেটর ইন্সট্রাক্টরদের সাথে মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

বিআরটিসি'র উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নেওয়া ৩৬ জন নারীকে ToT (Training of Trainers) প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রদান

পর্ষদ সভার সদস্য ও বিআরটিসি'র উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরীর উপস্থিতিতে যানবাহন অধিদপ্তরের সাথে বিআরটিসি'র MoU স্বাক্ষর

বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয়ের অভ্যর্থনা কক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত অংশীজন সভায় বক্তব্য রাখছেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

ইংরেজি নববর্ষ ২০২৪ উপলক্ষে
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিআরটিসি'কে ফুলেল শুভেচ্ছা

বিআরটিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষা তহবিল হতে অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক সভায় সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিআরটিসি

বিআরটিসি পাবলিক স্কুল এর মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য অনুদান হিসেবে ত্রিশ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর করেন চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিআরটিসি

২০২২-২০২৪ অর্থবছরের এপিএ পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিআরটিসি

অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদায় সংবর্ধনা (২০২১-২০২৪)

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর আওতায় গণশুনানি বিষয়ক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিআরটিসি

বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ে সাথে জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার কায়সার হামিদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন বিষয়ে বিআরটিসি ও ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের সাথে MoU সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ৩য় প্রান্তিকের অংশীজন সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিচালক (অর্থ, হিসাব ও অপারেশন), বিআরটিসি

বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত অপারেটরগণ

বিআরটিসি আয়োজিত প্রীতি ফুটবল ম্যাচে খেলোয়াড়দের সাথে করমর্দন করছেন বিআরটিসি চেয়ারম্যান

বিআরটিসি আয়োজিত প্রীতি ফুটবল ম্যাচে বিজয়ী সবুজ দলের সাথে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিআরটিসি'র শিল্পীদের গান পরিবেশন

বিআরটিসি আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পারফর্মারদের সাথে বিআরটিসি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

ঢাকা অঞ্চলের বার্ষিক মিলন মেলা

রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের বার্ষিক মিলন মেলা

বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের বার্ষিক মিলন মেলা

খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলের বার্ষিক মিলন মেলা

বিআরটিসি'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ইলেকট্রিক ভেহিকলসহ নতুন মডেলের বাস বিআরটিসি বহরে সংযুক্ত করা।
- আধুনিক সুবিধাসম্বলিত অফিস ভবনসহ কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ।
- সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ডিপো ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন সিস্টেম চালু করা।
- বাংলাবান্ধা ও সিরাজগঞ্জে নতুন ২টি বাস ডিপো এবং খুলনা ও বগুড়ায় ২টি ট্রাক ডিপো স্থাপন।
- বরিশাল-কলকাতা, চট্টগ্রাম-কলকাতা ও ঢাকা-গ্যাংটক (সিকিম)-দার্জিলিং, ঢাকা-নেপাল আন্তর্জাতিক বাস রুট চালু করা।
- সকল পরিবহনের জন্য বিআরটিসি'কে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।
- ইলেকট্রিক ভেহিকল পরিচালনার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে বিআরটিসি'কে যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা।
- বিআরটিসি'র অর্গানোগ্রাম ও চাকুরি প্রবিধানমালা মোতাবেক শূন্য পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান।
- বিআরটিসি'র সকল ডিপো/ইউনিটে গাড়ি মেরামত করে সচল গাড়ি সংখ্যা বৃদ্ধি করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা।
- বিআরটিসি'র সকল ডিপো/ইউনিটে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য নিজস্ব মেডিক্যাল হসপিটাল স্থাপন করা।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- উন্নয়ন অগ্রযাত্রার চলমান ধারা অব্যাহত রাখা
- শূন্য পদসমূহে আরো অধিক সংখ্যক জনবল নিয়োগ করা
- অধিকহারে অচল গাড়ি সমূহ মেরামত করে সচলপূর্বক বহরে যুক্ত করা
- বেতন-ভাতা নিয়মিত ভাবে প্রদান কার্যক্রম চলমান রাখা
- বকেয়া বেতন, সিপিএফ, গ্র্যাচুইটি ও ছুটি নগদায়ন পরিশোধ কার্যক্রম চলমান রাখা
- দুর্নীতি প্রতিরোধের চলমান প্রয়াস অব্যাহত রাখার মাধ্যমে দুর্নীতি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা
- মালিক সমিতি ও বেসরকারি মালিক পক্ষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শতভাগ রুট পরিচালনা করা
- রাজস্ব আয় প্রবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করা
- সেবার মানোন্নয়নের ক্রমধারা অব্যাহত রাখা।